

Chandra Lith.

ছবি ।

প্রভাস।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

কলিকাতা
নং কটন্‌স্‌ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মূল্য ১।০ আনা।

রৈবতক উৎসর্গিত

পিতার চরণে,

কুরুক্ষেত্র উৎসর্গিত

চরণে মাতার,

প্রভাস পত্নী ও পুত্র

নির্ম্মলের করে

অর্পিলাম, নারায়ণ!

নির্ম্মাল্য তোমার।

রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদি-লীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ, এবং প্রভাসে শেষ।

পরিশিষ্ট।

(১)

প্রভাস, অষ্টম সর্গ, ১৪৬ পৃঃ—

"শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,—
কেতন সহস্র ফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া, সিন্ধুমুখে কর তার অনুসার,
গাই আর্য্য অনার্য্যের গীত সম্মিলন।"

মহাভারত—মৌসল পর্ব্ব, চতুর্থ অধ্যায়,—

"এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জ্জন বন প্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ সর্প বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্র সংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ। সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান

হইল। তখন সাগর, দিব্য নদী সমুদয়, জলপতি বরুণ এবং কর্কোটক, বাসুকী, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বরুণ, কুঞ্জর, মিশ্রী, শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধৃতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রাথ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা, চক্রমন্দ, অতিষণ্ড, দুর্ম্মুখ ও অম্বরীষ প্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।"

যদি ইহা রূপক না হয়, যদি ইহার অর্থ বলরামের কতিপয় নাগসহ সমুদ্রযাত্রা না হয়, তবে কি ?

Tod's "Rajsthan" Chap. II. Foot note.

"Arrian notices the Similarity of the Theban and the Hindu Hercules and cites as authority the ambassador of Seleucus, Megasthenes, who says 'He uses the same habit with the Theban ; and is particularly worshipped by the Saraseni, who have two great cities belonging to them, namely Methoras (Mathura) and Clisoboras.'

"Diodorus has the same legend with some variety. He says 'Hercules was born among the Indians' * * (Hari-cul-es)=lord of the race (cula) of Hari, of which the Greeks might have made the Compound Hercules. Might not a colony after the great war have migrated westward ? The period of the return of the Heraclidæ, the descendants of Atreas (Atri is progenitor of Haricula), would

answer : it was about half Century after the great war."

শ্রীকৃষ্ণের বংশের পুরাণের নাম "হরিবংশ"। তাঁহার কুলের নাম তবে হরিকুল। হরিকুলের নেতা বা ঈশ্বর—হরিকুলেশ; গ্রীক Hercules. প্রভাস লিখিবার সময় কবি মহাভারতের উপরোদ্ধৃত ইঙ্গিত ও গ্রীক ইতিহাস আলোচনা করিয়া যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন অতি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ও চিরস্মরণীয় টড্ ও যে এরূপ বলিয়া গিয়াছেন তিনি জানিতেন না।

(২)

প্রভাস—দ্বাদশ সর্গ ২২৮ পৃষ্ঠা—

"লোহিত সাগর তীরে হবে উপনীত
সহস্র সহস্র বর্ষে পশ্চিমে সুদূর।
* * * *
পূরব উত্তর তীরে লবণ সিন্ধুর।"

মহাভারত, মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়,—"অনন্তর তাঁহারা (পাণ্ডবেরা) ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। * * * অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।"

Bible. Genesis, Chapter XI.

"And the whole earth was of one language, and of one speech.

2. And it came to pass, as they journeyed from the East that they found a place in the land of Shenar".

পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান কল্যব্দানুসারে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১০১ বৎসরে সঙ্ঘটিত হয় এবং বাইবল অনুসারে নোয়ার, বা টড্ মহোদয়ের মতে বৈবস্বত মনুর, সন্তানগণের পশ্চিমাভিমুখে অভিযান প্রায় সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে।

Chap. XII.

"Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee.

2. And I will make thee a agreat nation and I will bless thee, and make thy name great and thou be a blessing.

4. So Abram departed * * and Abram was seventy and five years old when he departed out of Harae.

আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্দিগের গণনানুসারে মহাপ্রস্থান খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যদি তাহা হয়, তবে দেখা যাইতেছে বাইবলানুসারে এব্রামের অভিযান খৃঃ পূঃ প্রায়ই সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে।

মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়, যাহাতে দ্রৌপদী ও চারি পাণ্ডবের ক্রমান্বয়ে মৃত্যু বর্ণনা আছে, যে উপাখ্যান, তাহা পড়িলেই বোধ হয়। উহা বাদ দিলে দেখা যায় যে, মহাভারতের দুইটি মহাঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জগতপূজ্য কবি মহাভারত শেষ করিয়াছিলেন।

(১) বলরামের আত্মা সর্পরূপে প্রভাস সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইল।

(২) পাণ্ডবগণ একটি কুক্কুর (যদুকুলের কুক্কুর শাখা) সহ "অসংখ্য দেশ। নদী সাগর সমুদয় সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে" ও "লবণ সমুদ্রের উত্তর তীরে" গমন করিলেন।

এরূপে যদুকুলের বা হরিকুলের দুই শাখা জল ও স্থল-পথে পশ্চিমাভিমুখ গমন করিবার ইঙ্গিত পাইতেছি। অন্য দিকে গ্রীক ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি পূর্ব্ব দিক হইতে জলপথে হিরাক্লিদি ও হারকিউলিস (হরিকুলেশ) গ্রীসে উপনীত হইতেছেন; এবং ইহুদি ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি স্থলপথে এক দল ঈশ্বরানুগৃহীত বংশ পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশান্বেষণ করিতেছেন। "লোহিত সাগরের" পূর্ব্ব তীরে

মহম্মদের লীলা-ভূমি আরব্য দেশ, এবং "লবণ সমুদ্রের" বা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীরে খৃষ্টের লীলা-ভূমি যুদিয়া, উত্তর তীরে গ্রীস। সংস্কৃতে যহু শব্দের উচ্চারণ ইহুদি শব্দের মত; ইহুদিদের দেশের নাম যুদিয়া। খৃষ্ট ও কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। খৃষ্ট জন্মিবেন, তাহা ভারতীয় অঘোরী সন্ন্যাসীর মত পূর্ব্ব দিক হইতে সমাগত এক মহাপুরুষ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, এবং তিনি যে জন্মিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্ব দিক হইতে জ্ঞানীরা গিয়া প্রচার করেন। আরও দেখিতেছি কি গ্রীসে, কি যুদিয়ায়, কি আরবে, ভারতীয় প্রতিমা পূজার মত প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ চেষ্টা করিলে এরূপ অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এ সকল সাদৃশ্যের মধ্যে কোনও রূপ ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে কি? না থাকে কাব্যকারের ক্ষতি নাই। তাঁহার পথ মুক্ত। প্রভাসের কবির পক্ষে মহাভারতের দুইটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট। এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রী[illegible] পার্শ্বে বলদেবের ও সুভদ্রা দেবীর পূজা কেন, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

প্রকাশক।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেনের

কাব্যাবলী।

কলিকাতা—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরি, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২৬নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রালয়ে, এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

১। অবকাশ-রঞ্জিনী প্রথম ভাগ, মুল্য ১৲ টাকা।

২। অবকাশ-রঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ, মুল্য ১৲ টাকা।

"ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন, তিনি সুকবি এবং বিশুদ্ধ-রুচি, তিনি যশস্বী হইবার যোগ্য। * * * *

"এই কবির বিশেষ গুণ এই যে চিত্তের যে সকল ভাব কোমল এবং স্নেহময়, তৎসমুদয় অপূর্ব্ব শক্তি-সহকারে উদ্ধৃত করিতে পারেন। তাঁহার একটি ক্ষমতা যে তিনি শব্দ-চতুর। * * কতকগুলি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাঁহাকে শব্দ-চতুর বলি না; অথবা যিনি শ্রুতি-মধুর শব্দ প্রয়োগ করিতে দক্ষ, তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে, একটী বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ

স্মরণপথে আইসে, এই কবির সেই শব্দপ্রয়োগ-পটুতা আছে। কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলি আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। অবকাশ-রঞ্জিনীর যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। * * ইনি মানস-প্রসূত কবিত্বরত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিকীর্ণ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩। পলাশির যুদ্ধ, মূল্য ১৲ টাকা।

"এইরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ দুর্লভ রত্ন সকল ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন। * * নবীন বাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। * * এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপি প্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। * * ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য-স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিঃস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়-শূন্য, তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্য মধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে। * * তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। * * যে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী-জন্ম বৃথা।"

বঙ্গদর্শনে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"যেমন বীরবর সেকন্দরসা আপন উপাধানের অধঃস্থলে একখানি

করিয়া হোমরের "ইলিয়ত" রাখিতেন, সেইরূপ যেন প্রত্যেক বঙ্গবাসী আপন আপন উপাধানের নিম্নে একখানি করিয়া নবীনের "পলাশির যুদ্ধ" রাখেন।"

আর্য্যদর্শন।

"পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠহারে একটি রমণীয় আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যত দিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে তত দিনই ইহার প্রফুল্ল কান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে। * * ইহা হৃদয়রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। * * যিনি আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরূপ কারুণ্যের উদ্বোধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাকে মহাকবি বলিব কি না, এই প্রশ্ন দুইবার উত্থাপন করা অনাবশ্যক।" বান্ধবে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

৪। রঙ্গমতী, মূল্য ১৲ টাকা।

"তাঁহার বীরেন্দ্র আশার যেন অবতার! 'পলাশির যুদ্ধে' নবীন বাবু যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা গৈরিক নিঃস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্গীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী রোদন 'রঙ্গমতীর' অস্থি-পঞ্জর! প্রভেদ এই "পলাশির যুদ্ধ" কেবল মাত্র সুপদ্যের সমষ্টি। তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। 'রঙ্গমতী' কাব্যের কেন্দ্র আছে, বীজ আছে। সুতরাং কবি, কাব্য-সোপানে আর এক পদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

বঙ্গদর্শন।

"নবীনচন্দ্রের লেখায় সেই নূতনত্বের পূর্ণ প্রচার। নবীনচন্দ্র, নবীন চন্দ্রেরই সঙ্গে তুলনীয়, তদ্ভিন্ন আর কোনও তুলনা হইতে পারে

না। এই কাব্যে প্রায় সমস্তই কবির নূতন সৃষ্টি; তন্মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টি বীরেন্দ্র বিনোদ। কি অদ্ভুত চিত্র, কি অদ্ভুত চরিত্র! বীরেন্দ্র বিজাতীয় নহে, বীরেন্দ্র আমাদের। আমাদের যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, তাহাতে ফল কি? অতএব যাহা হইবে, যাহা হইব, যাহা আমাদের হইবার দিন আসিতেছে * * অনাগত বীর ও মনুষ্য। * * যে যে গুণ থাকিলে, পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, আত্মহিত, লোকহিত; স্বয়ং ও সমাজ; অন্তঃ এবং বাহ্য; ইহাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে, এবং সদসদের মর্ম্মভেদ করিতে পারা যায়, বীরেন্দ্রে তাহা সমস্তই ছিল। এ কাব্যে কুসুমিকার সমাবেশ, বিরাট-দৃশ্য বিশাল অদ্রিস্তর-প্রবিষ্ট সুবর্ণ শিরা সদৃশ। ভৃত্য শঙ্কর! অতি অপূর্ব্ব ভৃত্য! বীরেন্দ্রই কবির অদ্ভুত, অপূর্ব্ব ও অনাগত সৃষ্টি, এবং অতুলনীয়। উপাখ্যান ভাগ ও কাব্য-নায়কের জীবন সহ সমধর্ম্মী; উভয়েই বন-বিহঙ্গের ন্যায় স্বভাবসুখে, স্বচ্ছন্দচিত্তে, লোকালয় বনে, পর্ব্বতে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণে ক্রীড়াশীল। অথচ উভয়ই গম্ভীর, উভয়ই অগ্নিশিখা সদৃশ তেজোময়, জন্মান্তরীণ স্মৃতি উৎপাদক; উভয়ই বন্ধন-শূন্য,—কল্পনা দেবী যেন ইচ্ছা করিয়াই ক্ষণেক জন্য অযত্ন শিথিলতায় আপনার ক্রীড়া-ভাণ্ডার বিকীর্ণ করিতে বসিয়াছেন। ইহা আদ্যন্ত গভীরতাপূর্ণ; ভাব গম্ভীর, কথা গম্ভীর, রচনা গম্ভীর। * * রঙ্গমতীকে সাত্বিক কাব্য বলিয়াছি। ** রঙ্গমতীর কর্ম্মস্থান সমুদ্রবৎ বিস্তার যুক্ত।"

বান্ধবে শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"রঙ্গমতী কবিতায় উপন্যাস, রচনা যথেষ্ট বাগ্মিত্বগুণ বিশিষ্ট, এবং উচ্চ অঙ্গের বর্ণনা শক্তির পরিচায়ক।"

অনুবাদ বঙ্গেশ্বরের বার্ষিক শাসনেতিহাস। ইং ১৮৮০।৮১

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল্য ৷৷৹ আনা।

৬। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মূল্য ৷৷৹ আনা। মূল সংস্কৃত ও অক্ষরে অক্ষরে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ।

"তোমার গীতা তোমার বউঠাকুরাণীর কাছে তোমার অপেক্ষাও আদরের বস্তু হইয়াছে। প্রথম ষট্‌অধ্যায়ের বাঙ্গালা ভাগ অনেক স্থলেই মুখস্থ। শিবপূজার পর ১ বা ২ অধ্যায় প্রত্যহ ঠাকুর-ঘরে পাঠ করেন। * * তুমি অর্দ্ধমূল্য করিয়া দিলে তোমার গীতারই ভূয়ো প্রচার হয়।" ভূতপূর্ব্ব 'নবজীবন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

"তুমি অনুবাদে অতিশয় শক্তি দেখাইয়াছ। এমন কঠিন বিষয় এরূপ সহজ ভাষায় ও সহজরূপে প্রকাশ যে সম্ভব তাহা আমার পূর্ব্বে বোধ ছিল না।"

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ।

"গীতা যে বাঙ্গালা পদ্যে এত সংক্ষেপে অথচ এত সুন্দর ও বিশদ রূপে অনুবাদিত হইতে পারে ইহা আপনার অনুবাদ না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। এই সানুবাদ গীতাখানি বাঙ্গালী মাত্রেরই গৃহে থাকা বাঞ্ছনীয়।"

হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আমি আগ্রহ, প্রীতি, ও আর কিছু সহকারে ভগবদ্গীতার অনুবাদ পাঠ করিয়া আপনার কবিত্ব ও অসীম শক্তিকে সহস্র বার সাধুবাদ করিতেছি। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

"এই পুস্তক গীতার অবিকল অনুবাদ, এবং একটি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

ইহাতে তিনি গভীর বিদ্যাবত্তা এবং উক্ত দুরূহ গীতার অর্থ ও ভাব বিকৃত না করিয়া অনুবাদ-কুশলতা দেখাইয়াছেন। কবি ভূমিকাতে গীতার সারাংশের একটি বিশদ সমালোচনা দিয়া পাঠকের গীতা বুঝিবার সাহায্য করিয়াছেন। নবীন বাবুর গীতার অনুবাদ অতীব প্রশংসনীয় এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।" ইণ্ডিয়ান মিরার।

"এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সংস্করণের গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটাতেই প্রতি শ্লোকে শব্দে শব্দে অর্থ-সমন্বিত অবিকল শ্লোকার্থ দেওয়া হয় নাই। * * কবিতার অনুবাদ কেবল কবিতায় হইলেই শব্দে শব্দে অর্থ রক্ষা অথচ সরল করা যাইতে পারে। * * প্রতিভা-শালী কবি, ভাবুক ও ভক্তিমান্ না হইলে গীতার অনুবাদ করা যায় না। যাঁহারা যথার্থ ভক্তিমান্ ও গীতা-পাঠক অথচ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ এই অনুবাদ সাহায্যে শব্দে শব্দে অনুরূপ অর্থ আকর্ষণের পক্ষে তাঁহাদের কোনই ব্যাঘাত ঘটিবে না।" জন্মভূমি।

৭। খৃষ্ট মূল্য ॥০ আনা। কবিতায় মেথু-রচিত খৃষ্ট-চরিত্রের অনুবাদ।

"বাঙ্গালায় এরূপ গ্রন্থের মধ্যে বোধ হয় নবীন বাবুর এই গ্রন্থই প্রথম, অর্থাৎ খৃষ্ট-চরিত্র বাঙ্গালা কবিতায় রচনা করা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম হিন্দু-লেখক। এই গ্রন্থের বহু পাঠক হইবে, কারণ যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় খৃষ্ট-চরিত্র পড়িতে পারেন নাই তাঁহাদেরই জন্য ইহা লিখিত এবং ইহার ভাষা অতিশয় সরল ও প্রাঞ্জল। ধর্ম্মের সার্ব্ব-

ভৌমিক ভাব তুলনার দ্বারা ভারতীয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করা একটি অতীব মহৎ কার্য্য।" "লিবারেল" পত্রিকায় ৺বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন।

"প্রথম মনে করিয়াছিলাম ইহা কলিকাতার কোনও বাঙ্গালী পাদ্রির নূতন গ্রন্থ। কিন্তু তারপরই দেখি উহা আপনার এক নূতন বস্তু। কিন্তু দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য বশতঃ পুস্তকখানি সেই দিনই মহত্তর ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রহৃত হইল। অতএব আমার নিকট ২৫ কাপি খৃষ্ট এবং ২৫ কাপি গীতানুবাদ ডাকে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্যে আপনার কোন পুস্তক-বিক্রেতাকে পত্র দ্বারা উপদেশ করিবেন। আমি তাহার নিকট মূল্য পাঠাইয়া দিব। উক্ত পুস্তকগুলি আমরা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে—বিশেষতঃ বড় বড় টোলে উপহার দিব।" শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

৮। রৈবতক মূল্য ১।০ আনা।

৯। কুরুক্ষেত্র মূল্য ১।০ আনা।

কাপড়ে বাঁধা ১॥০ টাকা।

কৃষ্ণ-চরিত্রের মূলতত্ত্ব কি, কবি এই দুই কাব্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রৈবতক। শ্রীভগবানের আদ্যলীলা। **কুরুক্ষেত্র**। মধ্যলীলা।

"নবীনের ললিত কণ্ঠ,—কোমল আওয়াজ; বাঁধা বীণায় জমাট সুর। এ আওয়াজ—এ সুর, আর এ সুরের ওস্তাদী আলাপ,—বড় মধুর, বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই মদিরাময়। কাণের ভিতর দিয়া নবীনের আওয়াজ প্রাণে পঁহুছে। * * প্রশান্তে প্রখরে, উজ্জলে মধুরে, গম্ভীরে

সুন্দরে, বেমালুম মাথামাখি,—সুখে শোকে সৌন্দর্য্যভরা নবীনের আবেগময়ী আনন্দময়ী কবিতা। নবীনের কবিতা বাসনার সমুদ্র বুকে করিয়া, সে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষেপে বেলা-ভূমি ভাসাইয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটে ; আবার ব্রীড়ার আধ-উন্মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে ঘোমটার ঘনঘটার মধ্য হইতে সৌদামিনী বিন্দুর ন্যায় ঈষদ্ হাসি ফুটাইয়া মৃদু মন্দ ক্রীড়া করে। আবার বিলাসের মধুর মদালসে ঢলিয়া গলিয়া উছলিয়া পড়ে,—আবার বৈরাগ্যের বিমল শীতল ছায়ায় শুইয়া সংশোধিত শুদ্ধীকৃত ও কৃতার্থ হয়। * * * আমরা যে রসের বা ভাবের কথা বলিতেছি তাহা মনুষ্য-হৃদয়েতে সকল রস, সকল ভাবের চরমোৎকর্ষ। সকল রস, সকল ভাব হইতে তাহা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ও উন্নত। তাহা মনুষ্য মনোবৃত্তির চরমোৎকর্ষ, মনুষ্য সাহিত্যের শেষ পরিণাম। তাহা পবিত্রতার অবলম্বন, ধর্ম্মের মূল বন্ধন, বৈরাগ্যের বিশিষ্ট কারণ, এবং বিবেকের চিরবাঞ্ছিত ধন। তাহা অনন্তের আভাস, এ অনন্তানুভূতি। উচ্চাদপি উচ্চ, অত্যুচ্চ, অত্যুন্নত, গভীর, গভীরতর, গভীরতম, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর, অসীম অনন্ত বিস্তৃত। * * আর্য্য ঋষি এই ভাবে ভোর হইয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে সাম সঙ্গীত উত্থিত করিয়াছিলেন, সে সঙ্গীতে নভঃস্থল নিনাদিত করিয়াছিলেন। * * আর্য্য অলঙ্কার গ্রন্থে এ রসের নাম শান্তরস। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে বলেন Sublimity. 'রৈবতকে' এ রসের আলম্বন ও উদ্দীপন-কারণ প্রচুর পরিমাণে আছে। রৈবতকের আরম্ভ—সর্ব্বপ্রথম দৃশ্য হইতেই শান্তরস অবতারণার সম্যক্ উপযোগিতা গ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয়।" সাধারণী।

"নিবিড় নৈশ অন্ধকার সরাইয়া উষান্তে যখন প্রাচীমূলে অরুণ

রবি সমুদিত হয়, সহৃদয় প্রকৃতির উপাসক, আত্মবিস্মৃতের মত সেই দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মনে হয়, বুঝি জ্যোতিঃ পদার্থের এই চরমোৎকর্ষ; সন্ধ্যার আলোক-আঁধার ছায়ায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুখতারার বিকাশ দেখিয়া কে অচিরভাবী পূর্ণ শশধরের প্রশান্ত কবিতাপূর্ণ আবেশময় সুধারাশির কথা ভাবিবার অবসর পায়। নবীন বাবু পর পর তিনখানি উৎকৃষ্ট কাব্য-রচনা করিয়াছেন। প্রথম পলাশির যুদ্ধ, তাঁর পর রঙ্গমতী, শেষ এই রৈবতক। 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়িয়া কাহারও আর সন্দেহ ছিল না যে একখণ্ড অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইয়াছে। কিন্তু কয় জনে ভাবিয়াছিল যে, এই আলোক-মণ্ডল কালে গগন ছাইয়া সঞ্জীবনী সুধারাশি বর্ষণ করিয়া বাঙ্গালীর ক্ষুণ্ণ-হৃদয়ে আশা, উৎসাহ ও সজীবতার সঞ্চার করিবে? * * নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদেবের এই মহাকীর্ত্তি লইয়া রৈবতক রচিত। খণ্ডভারতে কি উদারতা, পরার্থপরতার অলৌকিক কৌশল, প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া এক মহাভারত স্থাপন করেন, তাহাই এ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। * * বাঙ্গালী পাঠক এই মহাগীতির উত্তর তান শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে।" .সাহিত্য।

The grandure of the situation fails description. A dim pre-historic vista—a hundred surging peoples and mighty kingdoms, in that dim light clashing and warring with one another like emblematic dragons and crocodiles and griffins on some Afric shore,—a dark polytheistic creed and inhuman polytheistic rites,—the astute Brahmin priest, fomenting eternal disunion by planting distinctions of caste, of creed

and of political Government on the basis of vedic revelation—the lawless brutality of the tall blonde Aryan towards the primitive dark-skinned, scrub-nosed children of the soil,—the Kshatrya's star, like a huge comet brandished in the political sky, casting a pale glimmer over the land—the wily Brahmin priests jealous of Kshatrya ascendancy, entering into an unholy compact with the Non-Aryan Naga and Dashuya hordes, and adopting into the Hindu Pantheon the Asuric Gods of the latter, the trident-bearing Mohadeva with troops of demons fleeting at his back or that frenzied Goddess of war Kali with her necklace of skulls,—the Non-Aryan Nagas and Dashyus crouching in the jungles and dens like the fell beasts of prey,—and in the foreground the figure of the half divine legislator Krishna, whom Bishnu, the Lord of the universe guides through mysterious visions and phantasms, unfurling in the fulness of his destiny, the flag of the universal religion of Baishnavism, which was to hurl down the Brahmin priesthood and their cruel Vedic ritualism, and to establish in their place the kingdom of God in Mahavarat.—One vast Indian empire, a realised universal Human Brotherhood embracing Aryan and Non-Aryan in bonds of religions, social and political unity ;—a grand design, a scenic pomp, an antique as well as modern significance like this what national epic can show ? * * * * * * *

Calcutta Review.

"অধুনা এ বিড়ম্বিত বঙ্গে জাতীয় বাঙ্গালা কাব্য বিরল। কুরুক্ষেত্র বাঙ্গালা জাতীয় কাব্য। কৃষ্ণপ্রেম-প্রচার কুরুক্ষেত্রের চরম উদ্দেশ্য।

ভগবদ্‌বাণী গীতার সুধাময় মর্ম্মসূত্র সঞ্চার করা কুরুক্ষেত্রের ঐকান্তিক লক্ষ্য। যদি ভাষালীলা দেখিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি ভাবপ্রবাহে ডুবিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি চরিত্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি লাবণ্যময়ী কবিতায় দার্শনিকতা অনুভব করিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। * * কুরুক্ষেত্র মলিন মাতৃভাষার কমনীয় কণ্ঠভূষা। 'পলাশীর যুদ্ধে' কবির কীর্ত্তি উন্মেষিত; 'কুরুক্ষেত্রে' উজ্জ্বলীকৃত। কুরুক্ষেত্রে কবি বুঝাইয়াছেন, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে কবি অমর হইলেন।" বঙ্গবাসী।

Babu Nobin Chandra Sen is undoubtedly the poet of the Hindû revival. * * He is now writing on Jesus Christ, now translating Gita, now making Bengali Version of Markandya Chandi, and one absorbing purpose runs through all the works, namely that of reviving in the minds of his educated countrymen a respect for Hinduism. He interprets the story of Mahabharat and that of the great war at Kurukhetra as signifying a successful attempt at fusing the contending nations in India into one great nationality on the basis of a Catholic religion and a liberal social organisation * * They (the characters in the poem) are all ideals. The ideality of Krishna, Vyasa, and Arjuna has already been explained. But the most charming figures are Shubhodra and her son Abhimanya. * * The battle of Plassey is well-written. His Abakash Runjinee is also a good poem. It shows to full advantage the patriotism and courage with which our youngmen should be infused His Rangamati is filled with vivid descriptions of nature, and for his power of delineating natural

scenes he deserves to take prominent place among the poets of Bengal." *Calcutta Review.*

"The authorities of the British Museum have learnt from the Lieutenant Governor's address at the Asiatic Society that your book entitled *Kurukshetra* is very valuable and are anxious to preserve a copy in the Museum." Extract from a letter of the Librarian. *Bengal Library.*

১০। অমিতাভ মূল্য ১।০ আনা। এইমাত্র প্রকাশিত হইল। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, "পলাশির যুদ্ধের" পর এমন লেখা নবীন বাবুর লেখনী হইতে আর বাহির হয় নাই।

সূচীপত্র।

প্রভাস।

(কাব্য)

প্রথম সর্গ।

ছায়া।

নির্ম্মল আনন্দরাশি, নির্ম্মল আনন্দ হাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু! আনন্দ নির্ম্মল,—
জলরাশি; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল।
অপরাহ্ন,—বসন্তের শুক্লা চতুর্দ্দশী।
আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর।

৮ নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে,—মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য!—অনন্তের অনন্ত মিলন!
নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা; বেলায় তরঙ্গ-খেলা;
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,
গাইয়া আনন্দগীত, চুম্বি অনিবার।
সিন্ধুবক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণুবক্ষে বাণী,
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা সিন্ধুরাণী।
বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত,
বিচিত্র কেতনশিরে, শোভিতেছে সিন্ধুতীরে,
সিন্ধুমত সিন্ধুপ্রিয়া করি তরঙ্গিত।
আসিছে যাদবগণ—আসিয়াছে কত,—
গজপৃষ্ঠে, অশ্বে, রথে, নানা দিকে, নানা পথে
কল্লোলিত সিন্ধুপ্রিয়া করি সিন্ধুমত।

কিছুদূরে মনোহর বঙ্কিম বেলায়,
নীল গগনের পটে অমল বিভায়,
কৃষ্ণের শিবিরশ্রেণী তুলি উর্দ্ধে শির
শোভিতেছে যেন দেব পবিত্র মন্দির।
শিবির-চূড়ায় স্বর্ণ-ধ্বজে নিরুপম,

নীল কেতনের বক্ষে, পীত সুদর্শন
কি লীলা সমুদ্রতীরে, সমুদ্র-অনিলে ধীরে,
করিছে মহিমাময়! সিন্ধু অবিরাম
অসংখ্য তরঙ্গ করে করিছে প্রণাম।
সুবর্ণ-পর্য্যঙ্ক অঙ্কে আনন্দরূপিণী
চারু উপাধানে অর্দ্ধশায়িতা রুক্মিণী।
সত্যভামা পাশে বসি, নিরানন্দ মুখশশী;
সত্যভামা পার্শ্বে শোভা বিদর্ভ-সুতার,
দীপ্ত সন্ধ্যা পার্শ্বে যেন ফুল্ল জ্যোৎস্নার।
নির্নিমেষ নেত্র চারি, চাহিয়া অনন্ত বারি,
অনন্ত বারির ক্রীড়া অনন্ত সুন্দর,—
চিন্তাকুলা সত্যভামা, কুঞ্চিত অধর।
বিমুক্ত কবরীরাশি, পড়েছে পর্য্যঙ্কে ভাসি,
সুধাকর হ'তে যেন নীলামৃত ধারা;
সান্ধ্য গগনের মত স্থির নেত্র তারা।
সেই মুক্তকেশপটে যে রূপের খেলা,—
সন্ধ্যা-পটে বসন্তের অপরাহ্ণ বেলা।
উভয়ে নীরবে ধ্যানে, চাহিয়া সিন্ধুর পানে;
রুক্মিণীর দৃষ্টি,—দৃষ্টি শান্ত জ্যোৎস্নার।
সত্যভামা দৃষ্টি,—দৃষ্টি গাম্ভীর্য্য সন্ধ্যার।

চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধা বিদর্ভনন্দিনী—
"কি অনন্ত শোভা! দিদি!"—কহিলা রুক্মিণী।
"অপরাহ্ন শেষে শান্ত সমুদ্র হৃদয়
হইয়াছে সমুজ্জ্বল নীলমণিময়।
সিন্ধু যেন পুণ্যরাশি; কিরণ আনন্দ হাসি;
সিন্ধুবক্ষে বসন্তের সান্ধ্য রবিকর,—
পুণ্যবক্ষে আনন্দের আলোক সুন্দর।
আনন্দ মণ্ডিত, পুণ্যে পূর্ণিত অর্ণব,
চেয়ে দেখ!"—সত্যভামা নিস্পন্দ নীরব।

নিস্পন্দ নীরব চাহি চাহি কিছুক্ষণ
কহিলা রুক্মিণী—"দিদি! সৃষ্টির প্রথম
অনন্ত সলিলবক্ষে ছিলা নারায়ণ
ভাসমান,—দেখ সেই দৃশ্য নিরুপম!
দেখ সেই পারাবার! ভাসিতেছে বক্ষে তার
জ্যোতিরূপী নারায়ণ—সায়াহ্ন কিরণ!
অনন্ত সলিল বক্ষে দেখ নারায়ণ!
হায়! দিদি, আমাদের পতি নারায়ণ!
ওই পারাবার মত, হয় যদি পরিণত
আমাদের শিলাময় কঠিন হৃদয়

প্রেম-পারাবারে, হেন অনন্ত অক্ষয়!
এমনি নির্ম্মল প্রেম, এমনি অতল,
আনন্দ লহরীময়, এমনি শীতল!
আমাদের হৃদয়েতে তবে নারায়ণ
ভাসিতেন যেন ওই রবির কিরণ!”
আনন্দে রাণী বিহ্বলা, ধরি সত্যভামা-গলা
কহিলা উচ্ছ্বাসে; দুই মুক্তা নিরমল
ভাসিল রাণীর দুই নয়নে সজল!
দুই মুক্তা সমুজ্জ্বল, দুই বিন্দু অশ্রুজল,
ভাসিল নয়নে—প্রেম-সমুদ্র বিভব
রমণীর;—সত্যভামা নিস্পন্দ নীরব।

সেই নেত্র ছল ছল, সে মুখ অরুণোজ্জ্বল
মেঘাচ্ছন্ন নিরখিয়া কহিলা রুক্মিণী,—
“এ কি, দিদি, কেন তুই এত বিষাদিনী?
উৎসব আনন্দে প্রাণ, সকলের ভাসমান,
উৎসবে যাদবগণ উন্মত্ত অধীর;
তোর মুখে কেন এই বিষাদ গভীর?”

বিষাদ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তরিলা রাণী,—
“সত্য, দিদি, কি অজ্ঞাত বিষাদে না জানি

ডুবিয়া যেতেছে যেন হৃদয় আমার,
যত ভাসাইতে প্রাণ চাহিতেছি, তত জ্ঞান
হইতেছে শিলাময় ; ডুবিছে হৃদয়
বিষাদ-সিন্ধুর গর্ভে নিরানন্দময়।
শুধু দিদি আজ নয়, প্রাণ নিরানন্দময়
বহু দিন, বহু দিন হৃদয়ে আমার
হইয়াছে কি যেন কি ছায়ার সঞ্চার।"

রুক্মিণী। কেন দিদি, কি ছায়া সে ? কেমনে সঞ্চার
হইল হৃদয়ে তোর ? কেন এ বিষাদ ঘোর ?
আমরা রাজার কন্যা, প্রেয়সী রাজার,
পতি নর-নারায়ণ বিষ্ণু অবতার।
পুত্রগণ ইন্দ্রসম, রূপে গুণে নিরুপম ;
রূপ গুণ প্রেম তোর জগতে দুর্লভ।
তোর হৃদয়েতে ছায়া, এ কি অসম্ভব !

সত্য। শুন নাই তুমি, দিদি, কত অমঙ্গল
ঘটিয়াছে যাদবের রাজ্যে অবিরল।
বলি নাই, কে বলিবে ? তোর প্রাণে ব্যথা দিবে,
নাহি চাহে কারো প্রাণ। সরল তরল
তোর প্রাণ, শিশিরাক্ত কামিনী কোমল,
পড়ে ঝরে পরশনে ; তোরে অকরুণ মনে

প্রথম সর্গ।

কে কহিবে অমঙ্গল দুঃখ-সমাচার?
নিক্ষেপিবে শিলা প্রাণে যূথিকামালার?
ত্রিদিবের কোমলতা, ত্রিদিবের প্রেমলতা,
ত্রিদিবের পবিত্রতা, এ মর্ত্ত্যে কঠিন
কেমনে আসিলি তুই, ভাবি চিরদিন।
আছিস্ এ মর্ত্ত্যে পড়ি, এই দেবীরূপ ধরি,
এ মাটির পৃথিবীর তুই কিছু নয়,
মাটির বাতাস তোর প্রাণে নাহি সয়।
রুক্মিণী। বড় নিরাশ্রয়া আমি, বড়ই দুর্ব্বলা,
সত্য দিদি; কিছু আমি, সংসারের নাহি জানি;
আমার আশ্রয় তোর, সুভদ্রার, গলা।
দুই দিকে দুই জন, না থাকিলে অনুক্ষণ,
কবে এত দিনে, দিদি, এই লতা ক্ষীণা
যেতো শুকাইয়া অবলম্বন-বিহীনা।
কি ঘটেছে অমঙ্গল, কিছুই না জানি, বল!
কুশলে ত আছে বল পুত্রকন্যাগণ?
আশ্রমে আছেন ভাল ভদ্রা নারায়ণ?
সত্য। সকলে আছেন ভাল। কিন্তু অমঙ্গল
বহু দিন হ'তে, দিদি, ঘটিছে কেবল।
বহু দিন অনাবৃষ্টি; মহানদীচয়

হইয়াছে শুষ্কপ্রায় ; মহাশব্দে বয়
ঝটিকা শর্করবর্ষী ; নীহারে আবৃত
প্রদোষে প্রভাতে দিক ; পড়ে অনিবার
উল্কারাশি যদুরাজ্যে বরষি অঙ্গার।
নাহি দিবাকর আর তেমন উজ্জ্বল ;
ধূলি ধূসরিত যেন আদিত্যমণ্ডল।
শ্যামল, অরুণ, ভস্ম, বর্ণের বিকৃত
অবয়বে চন্দ্র সূর্য্য গগন আবৃত।
ঘন ঘন ভূমিকম্প। ভূধর উদরে
কি ঘর্ঘর শব্দ! শুনি শরীর শিহরে!
মূষিকের উপদ্রব স্থান নির্ব্বিশেষ ;
ঘুমালে যাদবগণ কাটে নখ কেশ।
গৃহ, পথ, সরোবর, বন, উপবন,
মৃত মূষিকেতে নিত্য পূর্ণ অগণন।
দিবা নিশি পশু পক্ষী, [illegible]তা সারিকা,
ডাকিছে বিকৃত কণ্ঠে, যেন বিভীষিকা
দেখিতেছে অনুক্ষণ ; বহে অনিবার
তপ্ত রুক্ষ বায়ু যেন করি হাহাকার।

রুক্মিণী। দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, আমি এ সকল।
কিন্তু দিদি, প্রাণে মম, ভাসে নাই তোর সম

কোনো অমঙ্গল ছায়া ; বিষাদে আঁধার
করে নাই কই, দিদি, হৃদয় আমার।
মঙ্গল ও অমঙ্গল, অনন্ত বিশ্বমণ্ডল,
যাঁহার সৃজন, তিনি মঙ্গল-নিদান।
তিনি দয়াময় প্রেমময় ভগবান।
আমরা এ ক্ষুদ্র জীব, কিবা শিব, কি অশিব,
কিবা সুখ, কিবা দুঃখ, আলোচনা তার,—
পতঙ্গের প্রগল্‌ভতা বিশ্ব বুঝিবার!
স্রষ্টার এমন সৃষ্টি, যে ভাবে করিবে দৃষ্টি,
দেখ মঙ্গলের ভাবে মঙ্গল সকল।
অমঙ্গল ভাবে দেখ সব অমঙ্গল।
কি মঙ্গল, অমঙ্গল, সুখ দুঃখ যাহা বল্,
সকলি মানব মনে ; জগত কেবল
সুখময়, শোভাময়, অনন্ত মঙ্গল।
দিদি, ভ্রান্তি কর দূর, হয়েছে যাদবপুর,
হইয়াছে বসুন্ধরা অমঙ্গলময়
অনাবৃষ্টি হেতু ; দিদি, আর কিছু নয়।
হইবে সুবৃষ্টি যবে, ধনে ধান্যে পূর্ণ হবে
আবার যাদব-রাজ্য, হাসিবে আবার
বসুন্ধরা, হবে বিশ্ব সুখ-পারাবার।

সত্য। ভারত যুদ্ধের কালে ঘোর অমঙ্গল
ঘটেছিল এইরূপ শুনিয়াছি আমি।
ফলিল তাহার হায়! কি ভীষণ ফল!
যদুকুল ভাগ্যে, দিদি, কি আছে না জানি!

রুক্মিণী। ভারত-যুদ্ধের ফল ভীষণ এমন,
কে বলিল সত্যভামা?
ভারত-যুদ্ধের ফল, কি আনন্দ নিরমল!
ভারত ব্যাপিয়া শান্তি, ধর্ম্মের উত্থান,
ভারত ব্যাপিয়া উঠিতেছে হরিনাম।
জরাসন্ধ, শিশুপাল, অসংখ্য অবনীপাল,
অধর্ম্মের মহীরুহ, নাহি দুর্য্যোধন,
আপনার পাপানলে ভস্ম পাপিগণ!
কুতৃণ কৃষকগণ কাটি যথা অগণন,
সুতৃণে পূর্ণিত ক্ষেত্র করে আপনার,
হতেছে সুতৃণে পূর্ণ ভারত আবার!

সত্য। দেখেছি যা দুনয়নে, স্বপ্নে নহে, জাগরণে,
দেখিতে যদ্যপি তুমি, হৃদয়ে তোমার
হইত নিশ্চয় দিদি ভীতির সঞ্চার।
কত নিশি ঘোরতরা, সমাচ্ছন্ন বসুন্ধরা
নিবিড় তিমিরে, ঘোর কৃষ্ণ আবরণে,

দেখিয়াছি—স্মরিলেও ভয় হয় মনে!
দেখিয়াছি শয্যাকক্ষে, দেখিয়াছি এই চক্ষে,
মহামেঘ-প্রভা কৃষ্ণা নারী উন্মাদিনী,
মুক্তকেশী, মহামেঘে কৃষ্ণা সৌদামিনী।
হাসিতেছে খল খল, দুনয়নে কি অনল
জ্বলিতেছে, অঙ্গে অঙ্গে মহিমা-স্বপন,
করে ধনু, পৃষ্ঠে তূণ, গর্ব্বিত বদন।
কি গর্ব্ব কুঞ্চিতাধরে, পীনোন্নত বক্ষোপরে!
কি গর্ব্ব চরণক্ষেপে, সৌন্দর্য্যে ভীষণ!
আসিত যাইত বামা উল্কার মতন।

রুক্মিণী। সত্যভামা! পরিহাস তোরে নিরন্তর
করিতে বাসেন বড় ভাল প্রাণেশ্বর।
নিশ্চয় এ তাঁর খেলা। তোর কক্ষ! অবহেলা
করিবে সে ত্রিদিবের, সাধ্য দেবতার
নাহি দিদি, তুচ্ছ অপদেবতা কি ছার?
যে পবিত্র স্বর্গধাম প্রবেশিতে কাঁপে প্রাণ
পুণ্যের ভকতিভীত; করিবে প্রবেশ
পাপের কি সাধ্য বল সে পবিত্র দেশ!

সত্য। যে অশান্তি ঘোরতর হয়েছে সঞ্চার
যদুকুলে, গৃহে গৃহে,—এও লীলা তাঁর?

গৃহে গৃহে, কক্ষে কক্ষে, যাদবের বক্ষে বক্ষে,
বিধূনিত যে ভীষণ অশান্তি অনল,
পড়ে নাহি ছায়া তব হৃদয়ে সরল।
থাক উদাসিনী মত পতিধ্যানে অবিরত,
বালিকার মত তব হৃদয় তরল,
নাহি জান চারিদিকে কি যে হলাহল
জ্বলিতেছে নিরন্তর, জর্জ্জরিত কলেবর
কি বিদ্বেষে যাদবেরা, কি হিংসা অনল
কক্ষে কক্ষে, বক্ষে বক্ষে, জ্বলে অবিরল।
এ অনলে সুরাপান করিছে আহুতি দান
কি ভীষণ! নিরন্তর, বিনা হৃষীকেশ,
নর নারী সুরাপানে মত্ত নির্ব্বিশেষ।
কেহ কারে নাহি মানে, কেহ কারে নাহি জানে,
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, কিছু নাহি জ্ঞান,
নাহি লজ্জা ভয়, পাপে বদন অম্লান।
পরস্পরে কি বিদ্বেষ! ব্যভিচার কি অশেষ!
পিতাপুত্র পতিপত্নী পবিত্র বন্ধন
প্রবঞ্চনা ব্যভিচার করেছে ছেদন।
সত্য, বুঝি মূর্ত্তিমতী, সেই ভীমা রূপবতী,
ভ্রমিছে অশান্তি কক্ষে কক্ষে দ্বারকায়,

আচ্ছন্ন করিয়া পুরী বিশাল ছায়ায়।

রুক্মিণী। কি ভীষণ চিত্র দিদি! আঁকিলি নয়নে!
এও তাঁর লীলা, মম হইতেছে মনে।
কিন্তু তোর, এ কি ভ্রান্তি! ভারতের সে অশান্তি
লুকাইল স্বপ্ন মত লীলায় যাঁহার,
তিনি যাদবের পতি, তিনি কর্ণধার।
দেখিবি যাদবগণ করি সুখে অতিক্রম
এ অশান্তি পারাবার, শান্তির বেলায়,
প্রভাস উৎসব অন্তে, যাইবে হেলায়।
ওই শুন কি তরঙ্গ, শুন কি তরঙ্গ-ভঙ্গ
হইতেছে আনন্দের শিবিরে শিবিরে,
সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ অনুকারি তীরে!
কোথাও অশান্তি ছায়া, কালের সে কালী কায়া,
দেখিস কি? শুনিস কি শ্রবণে এখন
কোথাও সে অশান্তির অস্ফুট নিস্বন?
তাঁহার লীলার তীর কে পাইবে? অশান্তির
দুই ভিন্ন লীলায় কি হবে পরাভব?—
কুরুক্ষেত্র ধ্বংশ লীলা, প্রভাসে উৎসব?

বহুক্ষণ সত্যভামা রহিলা নীরবে

চাহি সান্ধ্য সিন্ধুপানে, নিমজ্জিতা যেন ধ্যানে।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসি সিন্ধু নীলিমায়
মাখিছে নীলিমা আরো গভীর ছায়ায়।

"দিদি, যাহা কহ তুমি ; আমার হৃদয়-ভূমি"
কহিলেন সত্যভামা—"ছাইয়া সতত
সিন্ধু-বক্ষে ধীরে ওই সন্ধ্যা-ছায়া মত,
হইতেছে গাঢ়তর সেই ছায়া নিরন্তর ;
এই আনন্দের ধ্বনি শ্রবণে আমার
ধ্বনিতেছে যেন অশান্তির হাহাকার।
দেখ ওই সিন্ধু নীর, কেমন প্রশান্ত স্থির !
মুহূর্ত্তে, ঝটিকা তাহে হইলে সঞ্চার
দেখিবে হইবে বিধূনিত পারাবার।
এই শান্তি যাদবের, এই ধ্বনি আনন্দের
শুনিতেছ, কোন দিকে দেয় দরশন
যদি মেঘ, উঠিবে কি ঝটিকা ভীষণ !"

নারায়ণ ধীরে ধীরে পশিলেন এ শিবিরে,
প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি ! আয়ত নয়ন
প্রশান্ত প্রসন্ন, যেন সায়াহ্ন গগন॥

প্রণমিলা দুই রাণী পরশিয়া পা দুখানি,—
অগ্রে সত্যভামা, পরে বিদর্ভনন্দিনী,
অগ্রে উষা, পরে দিবা সুচারুহাসিনী,
নমিলা উদয়াচল পদতল নীলোজ্জল,
শরতের সুপ্রভাতে; বসিলা কেশব
পর্য্যঙ্কে; বসিলা দুই রমণী বিভব।
লইয়া পতির কর নিজ করে শুভ্রতর,
রক্তোৎপলে নীলোৎপল করিয়া স্থাপিত,
কহিলা রুক্মিণী—"নাথ! হইয়াছে ভীত
সত্যভামা! দয়াময়! দূর কর তার ভয়,
অমঙ্গল অশান্তির ছায়া কি ভীষণ
করেছে আচ্ছন্ন তার হৃদয়-গগন!
উৎসবের এ উচ্ছ্বাসে, তাহার হৃদয়াকাশে
একটিও আনন্দের নক্ষত্র উজ্জ্বল
ফুটে নাই, মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় কেবল।"

স্মিতমুখ ইন্দীবর, কৌতুক কুঞ্চিতাধর,
"মহিষি!"—কহিলা কৃষ্ণ—"বিচিত্র কি আর
নিত্য এই ভাব সত্যভামায় তোমার।
বিধাতার এ মঙ্গল শান্তিপূর্ণ ধরাতল

শোভাময়, সুখময়, এই পুণ্যময়,
উৎসবের আনন্দের অনন্ত আলয়।
সুখশান্তি সুমঙ্গল, সত্যভামা, তুমি বল,
দেখেছে কি এ জীবনে কোথাও কখন?
পেচক আলোক নাহি দেখে কদাচন।
খুঁজি এই ভূমণ্ডল কোথা পাবে অমঙ্গল,
কোথায় অশান্তি পাবে, সত্যভামা চায়;
যে চায় যেরূপ, রাণি! সেইরূপ পায়।
চন্দ্রে সে কলঙ্ক খোঁজে, কুসুমে কণ্টক,
জ্যোৎস্নায় মেঘছায়া, ত্রিদিবে নরক।
নাহি সাধ্য বিধাতার নির্দ্দোষ হবেন পার,
এ জগতে একমাত্র পূর্ণ-নির্ব্বিকার—
সত্যভামা,—সত্যভামা,—সত্যভামা আর।"

রুক্মিণী। এ কৌতুক ত্যজ নাথ! করো না প্রাণে আঘাত,
আজি নহে সত্যভামা মানিনী তোমার
উঠিয়াছে প্রাণে তার বড় হাহাকার।
যাদবের অমঙ্গল, কি যে ঘন মেঘদল,
ছাইয়াছে স্নেহপূর্ণ হৃদয় তাহার;—
তুমি যে যাদবপতি, অমঙ্গল তার?

মুকুন্দ ফিরায়ে মুখ, কিবা মূর্ত্তিমতী দুঃখ ।
দেখিলেন সত্যভামা, চাহিয়া নীরবে
আত্মহারা ঘোর কৃষ্ণ সায়াহ্ন-অর্ণবে !
পতির কৌতুকবাণী, চিন্তা-নিমজ্জিতা রাণী
শুনে নাই ! যেই জিহ্বা শ্লেষের আগুন
তপ্ত অঙ্গারের মত বর্ষণে নিপুণ,
অচল সে ! রসরঙ্গে, রঙ্গের তরঙ্গ-ভঙ্গে,
যেই হৃদয়ের, কৃষ্ণ যেতেন ভাসিয়া,
সেই সিন্ধু স্থির, মেঘে রেখেছে ছাইয়া !
দীপালোকে সত্যভামা বসি, বিষাদিনী বামা,
শেষ সন্ধ্যা মত, দেহ অবিচল স্থির,—
দেখি গোবিন্দের মুখ হইল গম্ভীর।
নতমুখ, অন্য মন, শিবিরেতে কিছুক্ষণ
ভ্রমিয়া কহিলা দেব,—"শান্তি অমঙ্গল
সকলেই মানবের নিজ কর্ম্মফল।
সেই কর্ম্মফল রেখা,—উহাই অদৃষ্ট-লেখা—
মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন ?
রুক্মিণি ! ফিরায়ে নেত্র, রাজসূয় যজ্ঞক্ষেত্র
একবার শান্তভাবে কর দরশন !

হায়! ভারতের সেই অশান্তি ভীষণ
রাজসূয় যজ্ঞস্থলে নিবারিনু কি কৌশলে!
বলি দিয়া অশান্তির দুই অবতার,
করিলাম শান্তির সে সাম্রাজ্য প্রচার!
কিন্তু কি হইল বল? অধর্ম্মী প্রচণ্ডানল
জ্বালাইয়া কুরুক্ষেত্রে, পতঙ্গের মত
হইল ভস্মিত, করি শ্মশান ভারত।
কত যত্ন করিলাম, জান তুমি অবিরাম
নিবারিতে কুরুক্ষেত্র, হইল নিষ্ফল,—
পূর্ণ অধর্ম্মের, রাণি! ধ্বংস কর্ম্মফল।
অধর্ম্মের যে উত্থান জ্বালাইল সে শ্মশান,
সে অধর্ম্ম যাদবের অস্থিমাংসগত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত।
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল;
কেমনে নিবারি,—কেন নিবারিব আমি?
নহে যাদবের, আমি মানবের স্বামী!"

"আমি মানবের স্বামী"—শিহরিয়া দুই রাণী
দেখিলা যোগস্থ মূর্ত্তি নীলমণিময়
দীপিতেছে দীপালোকে উর্দ্ধ নেত্রদ্বয়!

দূর ঝটিকার মত ও কি শব্দ অবিরত
আসিতেছে ভাসাইয়া আনন্দ-উৎসব—
মানবের হাহাকার, পক্ষী-কলরব!
কাঁপিতেছে ঘন ঘন ধরা ক্ষুদ্র দোলা সম,
রুক্মিণী ও সত্যভামা পতিপাদতলে
পড়িলেন শয্যাভ্রষ্টা প্রকম্পন-বলে।
পতনে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা, ধরিয়া বিস্মিতা ভীতা
পতির চরণদ্বয়, উঠিলা কাঁদিয়া,
সমুদ্র-গর্জ্জন তাহা নিল ভাসাইয়া।
কাঁপে ধরা ঘন ঘন; জীমূত গর্জ্জন সম
গর্জ্জিতেছে মহাসিন্ধু ভীম বেশ ধরি;—
কেবল যোগস্থ স্থির দাঁড়াইয়া হরি।



দ্বিতীয় সর্গ।

অভিশাপ।

অতীত প্রহর নিশি ; মহর্ষি দুর্ব্বাসা
রৈবতক গিরি কক্ষে বসি চিন্তাকুল ;
বসি চিন্তাকুল পার্শ্বে ঋষি কতিপয়।
কক্ষের সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশি অজ্ঞাতে
বসন্তের নৈশানিল কাঁপাইছে ধীরে
এক ক্ষীণা দীপশিখা। কম্পিত আলোক
কাঁপাইয়া প্রাচীরেতে নানা অবয়বে
বিকৃত, বীভৎস, কৃষ্ণ ছায়া ঋষিদের,
দেখাইছে কক্ষ ক্ষুদ্র প্রেতভূমি মত।
আরম্ভিলা ঋষি এক—"মহর্ষি ! যথায়
ভেদিয়া জীমূত রাজ্য, আবর্ত্ত ঋতুর,

তুলিয়া অনন্ত শির অনন্ত আকাশে
তুষারমুকুটসহ,—মণ্ডিত রজতে
শশধর শুভ্রকরে, তপ্ত স্বর্ণময়
উদয়াস্ত ভাস্করের কর পরশনে—
বিরাজেন হিমাচল, তুলিয়া মস্তক
প্রসারি অনন্ত ফণা নাগেন্দ্র যেমতি
অনন্ত, অনন্তব্যাপি ক্ষীরোদ সাগরে।
তাঁহার ছায়ায় আমি উত্তর ভারতে,
জাহ্নবী যমুনা শৈলসুতা অসংখ্যের
সরল কৈশোর লীলা করি দরশন,
দেখি শৈল অঙ্কে অঙ্কে নাচিয়া ঘুরিয়া
সেই ক্রীড়া, সেই লম্ফ প্রস্তরে প্রস্তরে,
শুনি সেই সুমধুর কৈশোর সঙ্গীত,
ভ্রমিয়াছি বহু বর্ষ।"
"ভ্রমিয়াছি আমি"—
কহিল দ্বিতীয় শিষ্য—"মহর্ষি! যথায়
পঞ্চমুখ বিনিস্সৃত সুধাস্রোত মত
সঙ্গীতের সুশীতল, নির্ম্মল শীতল
বহিতেছে পঞ্চনদ; শোভিতেছে পঞ্চ
নীলমণি হার বক্ষে পঞ্চনদ-ভূমি

প্রসবি ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য; হিমাদ্রি মুকুট
শোভে শিরে সুরঞ্জিত কাশ্মীর কুসুমে,
সিন্ধু বক্ষে পাদপদ্ম সদা ভাসমান,
বিষ্ণু পদাম্বুজ মত। ভ্রমিয়াছি আমি
শৈলে বিচিত্রিত, শৈল-প্রাচীরে রক্ষিত,
গান্ধারীর জন্মভূমি পবিত্র গান্ধার।"
কহিল তৃতীয় শিষ্য—"গুরুদেব! আমি
ভ্রমিয়াছি স্বর্ণপ্রসূ পূরব ভারত
মিথিলা, মগধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল;
শতমুখী শতভুজা জাহ্নবী যথায়,
শতমুখে শত ধারা সুধা সঞ্জীবনী,
শতভুজে রত্নরাশি, করিয়া বর্ষণ,
রেখেছেন সাজাইয়া নিকুঞ্জ নিথর
প্রকৃতির, ফলে পুষ্পে, পাদপে লতায়;
উত্তাল যৌবনগর্ব্বে শৈলজা যথায়
শতমুখে উচ্ছ্বসিত সিন্ধু বিচুম্বিয়া
ঢালিছেন প্রেমধারা বসুধা প্লাবিয়া।"
কহিল চতুর্থ শিষ্য—"ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি
ভ্রমিয়াছি মরুভূমি মধ্য ভারতের।
যেই বিধি সৃজিলেন কমলে কণ্টক,

শশাঙ্কে কলঙ্ক, শমী হৃদয়ে অনল,
কামনা দুষ্পূরণীয় মানব হৃদয়ে,
সেই বিধি বুঝি হায়! নিদারুণ মর্ম্মে
হৃদয় করিল মরু ভারত মাতার!
রাখিল চাপিয়া বক্ষে বিন্ধ্য, আরাবলি,
ভীষণ কঠিন শৈল অচল যুগল!
কিম্বা বুঝি ভ্রান্তি মম;—বিন্ধ্য, আরাবলি,
বুঝি মাতৃস্তনদ্বয়; হায়! অবিরল
বহি চারি স্তন্যধারা অমৃত শীতল,
মহানদী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, তপতী,
পালিয়া সন্তানগণে যুগ যুগান্তরে,
হইয়াছে জননীর বিশুষ্ক হৃদয়,—
হায়! নরাধম মোরা!" হইল সজল
ঋষির নয়নদ্বয়। কহিল কাতরে—
"মাতৃভক্তি, মাতৃপ্রেম দিয়া প্রতিদানে
করি নাই সে হৃদয় সজল শ্যামল!
হইল কেমনে হায়! ভারত সন্তান
সহৃদয়, অহৃদয় মেঘের অধম?
নিদাঘে বসুধা-স্তন্য পান করি মেঘ,
বরিষায় সেই ঋণ করে পরিশোধ

অজস্র ধারায়।”

ঋষি কহিল পঞ্চম—

“ঋষীন্দ্র! দক্ষিণাপথ ভ্রমিয়াছি আমি,
রাম সীতা লক্ষণের পদাঙ্ক অমর
অনুস্মরি; পত্নীপ্রেম, আত্মবিসর্জ্জন
পতি প্রেমে, ভ্রাতৃ প্রেমে, করি নিরীক্ষণ
চিত্রিত অমর বর্ণে, চিত্রপটে যেন,
অঙ্কে অঙ্কে পথে পথে দক্ষিণাপথের,
পবিত্র দণ্ডকারণ্যে, পম্পা সরোবরে;
শুনি অন্তরীক্ষে যেন সে করুণ গীত,
অমৃতবর্ষিণী সেই বীণা বাল্মীকির।
দেখিছি মলয়, নীল, অচল যুগল—
জননীর সুপবিত্র যুগল চরণ,
সম্মিলিত কুমারীতে, ভাসিতে সাগরে
আকণ্ঠ, তরঙ্গ তুলি লীলা মহিমার;
সুপবিত্র স্বর্ণময় করি লঙ্কাপুরী
জননীর শ্রীচরণ রেণুর শৃঙ্খলে।
জননীর কটিতটে নীলমণি মালা
দেখিয়াছি কৃষ্ণা, আমি শুনেছি চরণে
কল্লোলিনী কাবেরীর শিঞ্জিনী শিঞ্জন।”

দুর্ব্বাসা। উত্তম।

নীরব ঋষি, নীরব সকল
কিছুক্ষণ। স্থির নেত্রে চাহিয়া দুর্ব্বাসা
কক্ষ প্রাচীরের পানে; সেই মুখ পানে
চাহি শিষ্য পঞ্চ জন;—নীরব সকল।

দুর্ব্বাসা। কি দেখিলে, কি শুনিলে?

অবনত মুখ
করিলেন ঋষি পঞ্চ, রহিলা নীরব।

দুর্ব্বাসা। কি দেখিলে,—কি শুনিলে?

প্রঃ শিষ্য। যোগীন্দ্র! সকলে
দেখিয়াছি চক্ষে, কর্ণে শুনিয়াছি যাহা,
নাহি শক্তি, নাহি ভাষা, নিবেদিতে পদে।
যে অশান্তি, পূর্ব্ব ছায়া ঘোর ঝটিকার,
ছিল কুরুক্ষেত্র পূর্ব্বে ব্যাপিয়া ভারত
প্রলয়ের মেঘমত, ঝটিকা গর্জ্জন,
ভীষণ জীমূত মন্দ্র, সেই অশান্তির,—
ঈর্ষা ক্রোধ বিস্ফুরণ বিদ্যুদগ্নি মত
রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে, নগরে নগরে,
গৃহে গৃহে, নরে নরে,—ঘন বজ্রপাত,
রাজ্যে রাজ্যে সংঘর্ষণ, আকেন্দ্র ভারত

আসমুদ্র হিমাচল, করি প্রকম্পিত,—
আসিন্ধু অচল, দেব! আগঙ্গা গান্ধার,
সাধুদের হাহাকার, ঘোর হুহুঙ্কার
দুষ্কৃতের, অধর্ম্মের সে নৃত্য ভীষণ,—
নাহি আর। সে অশান্তি গিয়াছে সরিয়া
তিমিরা-রাক্ষসী যেন দিবাকর করে।
কুরুক্ষেত্র-ঝটিকায় গর্জ্জিয়া, বর্ষিয়া,
অসংখ্য অশনিপাতে করিয়া নিপাত
আপনার জন্মদাতা মহীপতিগণ,—
অধর্ম্মের সে করাল মহামেঘমালা
হইয়াছে নিঃশোষিতা আত্ম-বিনাশিনী।
ভীষণ ঝটিকা অন্তে প্রকৃতির মত
হাসিছেন মেঘমুক্তা ভারতজননী
কি মধুর শান্তি-হাসি! ভারত জননী
অশান্তির দাব-দগ্ধা, হইয়া শ্যামলা
আজি বিমণ্ডিতা কিবা শান্তি-জোৎস্নায়
নিরমল সুশীতল! নীলাম্বু সাগরে
ভাসমানা নিত্য মাতা নীলাব্জ রূপিণী,
আজি ভাসিছেন কিবা শান্তির সাগরে
নিরমল সুশীতল নীলামৃতময়!

প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য। ব্যাপিয়া ভারত
এক মহারাজ্য ছত্র। ছায়ায় তাহার
খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম
শান্তির কোমল অঙ্কে; হতেছে চালিত
শান্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত।
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ। সৌরশক্তি মত
করিয়াছে নব ধর্ম্ম প্রেমে শৃঙ্খলিত;
করিয়াছে কি উন্নতি-পথে সঞ্চালিত!
বাণিজ্যের রুদ্ধ স্রোত ছুটেছে আবার
প্লাবি ধনধান্যে ধরা; রুদ্ধ জ্ঞান-স্রোত
দর্শন বিজ্ঞান পক্ষে ছুটেছে আবার
লঙ্ঘি গ্রহ উপগ্রহ, রাজ্যে অনন্তের,
তত্ত্ব রত্নে পূর্ণ করি জ্ঞানের ভাণ্ডার,
এক সিন্ধু গর্ভে; এক স্বর্ণ সরসিজে,
বিরাজিত নব প্রেমে গলাগলি করি
ধনমাতা, জ্ঞানমাতা,—চির বিরোধিনী—
আলিঙ্গিয়া নারায়ণে। শান্তি পারাবার
সেই সিন্ধু; নব রাজ্য সেই শতদল;
সেই নারায়ণ কৃষ্ণ। শান্তি পারাবার
গাইতেছে কৃষ্ণ নাম অনন্ত উচ্ছ্বাসে।

নব রাজ্য নীরজের অক্ষয় মৃণাল
কৃষ্ণনাম ; নব ধর্ম্ম মন্ত্র কৃষ্ণনাম।
আসমুদ্র হিমাচল ভারত কেবল
গাইতেছে কৃষ্ণ নাম আনন্দে বিহ্বল।
হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা দুর্ব্বাসা—
"হায়! জড় মূর্খ নর! বুঝিলনা কেহ
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ লীলা দুর্ব্বাসার।
কৃষ্ণের কি সাধ্য, সেই হীন গোপালের,
এই মহা নরমেধ করে উদ্‌যাপন!
সাজি পাণ্ডবের দূত কতই কৌশলে
পেতেছিল ষড়যন্ত্র সন্ধির কারণ
প্রাণপণে! নারায়ণ দাঁতে তৃণ লয়ে
মাগিলেন পঞ্চ গ্রাম। "সূচ্যগ্র মেদিনী
নাহি দিব"—শুনিলেন মন্ত্র দুর্ব্বাসার।।
ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় দাম্ভিক
পোড়াইয়া, আধিপত্য বেদ ব্রাহ্মণের
রক্ষিতে, করিয়া সেই যজ্ঞ নরমেধ
স্থাপিলাম এই শান্তি আসিন্ধু অচল ;—
কৃষ্ণের কি সাধ্য তাহা করিবে স্থাপন!
হা বিধাতঃ! তথাপি কি হইল প্রচার

সেই গোপালক-নাম! ইন্দ্র, চন্দ্র ছাড়ি
গোপালক, গোবর্দ্ধন, পূজিবে ভারত!—
এই মনস্তাপ হায়! সহিব কেমনে!”
কিছুক্ষণ ঋষিবর রহিয়া নীরবে
জিজ্ঞাসিলা—“কে করিল, করিল কেমনে,
এই পাপনাম, পাপ ধর্ম্মের প্রচার?”
কহিল প্রথম শিষ্য অবনত মুখে
সভয়—“মহর্ষি ব্যাস”—
আগ্নেয় ভূধর
গর্জ্জিল দুর্ব্বাসা ক্রোধে, ভীত শিষ্যপানে
চাহি কোটরস্থ ক্ষুদ্র নেত্রে প্রজ্বলিত—
“মহর্ষি!—মহর্ষি!—ব্যাস! ওরে মূর্খ কহ
কে ব্যাস? মহর্ষি নাম কে দিল তাহারে?”
“পরাশর পুত্র”—ভয়ে কহিল কাঁপিয়া
শিষ্য।
“পরাশর পুত্র”—গৈরিক এবার
ছুটিল আকাশ পথে, গর্জ্জিলা দুর্ব্বাসা—
“জিতেন্দ্রিয় পরাশর, তার পুত্র কভু
সম্ভবে কি ওরে মূর্খ—উড়ুম্বরে ফুল?
মহাঋষি পরাশর, তপস্যায় তাঁর

করিলি রে এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ!
লভিলি কি এই শিক্ষা দুর্ব্বাসার কাছে
দুরাচার?"
"দ্বৈপায়ন"—কহিল তখন
ভীত প্রকম্পিত শিষ্য। কহিলা দুর্ব্বাসা—
"বুঝিলাম এতক্ষণে কে মহর্ষি তোর,
কে সে ব্যাস। বুঝিলাম গর্ভে ধীবরীর
জনমিল দ্বীপে যেই জারজ সন্তান,
সে তোর মহর্ষি, মূর্খ! সেই তোর ব্যাস!
সেই পরাশরপুত্র! আর্য্য পরাশর
করিলেন বিসর্জ্জন তপস্যা তাঁহার
ধীবরীর পদ্মগন্ধে দ্বীপ বালুকায়!
অপূর্ব্ব এ নব ধর্ম্ম! মহর্ষি—ধীবর!
গোরক্ষক—নারায়ণ! প্রণব তাহার—
গোপ নাম! বেদ শাস্ত্র আছে কি তাহার?"
"ভগবদ্গীতা"—শিষ্য উত্তরিল ধীরে।
করিয়া দোহন উপনিষদ সকল
দ্বৈপায়ন কি যে দুগ্ধ, জ্ঞানের অমৃত,
করিলেন সঙ্কলন এই গ্রন্থে তাঁর
বলিতে না পারি প্রভু! সাজিয়া যোগিনী

বেড়াইয়া তীর্থে তীর্থে সুভদ্রা আপনি
করিছেন বিতরণ এই ধর্ম্ম-সুধা,—
কি আনন্দে উচ্ছ্বসিতা, কি প্রেমে বিহ্বলা!
পান করি সে অমৃত, গাই কৃষ্ণ নাম
যাইতেছে গড়াগড়ি নরনারীগণ,
নয়নে কি প্রেম ধারা আনন্দ হৃদয়ে!—
না দেখিলে নেত্রে প্রভু না হবে প্রত্যয়।

দুর্ব্বাসা। আমার সে মহাগ্রন্থ!—নির্ব্বোধ তোমরা
শিখেছ ত; শিখিয়াছ বেদ ব্যাখ্যা মম;
তোমরা কি এতকাল ছিলে নিদ্রাগত?

প্রঃ শিষ্য। না প্রভু; শুনিলে সেই মহাগ্রন্থ নাম,
সে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা, হাসে নর নারী।
আর যাহা বলে দেব! কহিতে না পারি।

হাসিয়া ঈষৎ ঋষি কহিলেন ধীরে—
"হায় মূর্খ শিষ্যগণ! না জান তোমরা
বর্ত্তমান কত ক্ষুদ্র! কতই অসীম
ভবিষ্যত! নাহি চাহি বর্ত্তমান যশঃ,
ভবিষ্যত মহাকীর্ত্তি গাইবে আমার!
খদ্যোতের ক্ষুদ্রালোক নিকটে উজ্জ্বল।
কিন্তু ভাস্করের জ্যোতি দাঁড়াইয়া কাছে

কে পারে দেখিতে বল? কে পারে দেখিতে
হিমাদ্রির সে মহিমা বসি পদতলে?
কয়খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পুত্র ধীবরীর
করিয়াছে প্রণয়ন? দর্শন, বিজ্ঞান,
শ্রুতি, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ,
সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, অঙ্ক, ইতিহাস-
আমার অনন্ত গ্রন্থ, অনন্ত মৈনাক
মহাকাল-সিন্ধু-বক্ষে রহিবে অচল;
ধীবরের তৃণ রাশি যাইবে ভাসিয়া।
আমার অনন্ত গ্রন্থ সাধিবে উদ্ধার
অনন্ত কালের তরে অনন্ত জীবের।"
কহিল স্বগত ধীরে শিষ্য একজন—
"অনন্ত জীবের সত্য,—অনন্ত কীটের
এই মহাগ্রন্থ স্তূপ সাধিবে উদ্ধার।
একখানি মাত্র হায়! পড়িতে তাহার
আমি এ জীবের দম্ভ, ক্ষুদ্র বুদ্ধি খানি,
অনন্তকালের তরে লভেছে উদ্ধার।"
রহি মৌন কিছুক্ষণ মহর্ষি গম্ভীরে
জিজ্ঞাসিলা—"শিষ্যগণ! কহ শুনি পুনঃ
তোমাদের ঘোরতর সেই অপমান

যাদব শিশুর হস্তে,—কৃষ্ণ ভুজঙ্গের
শিশু সর্প বিষধর।"

আনত বদনে
কহিল প্রথম শিষ্য—"প্রভুর আদেশে
গিয়াছিনু দ্বারকায় আমরা সকলে
গুপ্তচর। পুরদ্বারে যদু শিশুগণ
খেলিতেছে অপরাহ্নে; দূরে আমাদেরে
নিরখিয়া, শিশু এক সাজায়ে গর্ভিণী
জিজ্ঞাসিল—"কহ ঋষি! করিয়া গণনা
কি প্রসব করিবে এ গর্ভিণী রমণী?"
খল খল শিশুগণ লাগিল হাসিতে।

দুর্ব্বাসা। উত্তম—তাহার পর?

প্রঃ শিষ্য। এই উপহাসে
হইয়া অধীর ক্রোধে লোহিত লোচনে
কহিলাম—"হে দুর্ব্বৃত্ত গর্ব্বিত বালক!
করিবে এ ছদ্ম নারী প্রসব মুষল।
গর্ব্বিত যাদব কুল হইবে নির্ম্মূল।"
বহু বর্ষ গত প্রভু! স্মরিলে তথাপি
সে নিগ্রহ অপমান হয় প্রবাহিত
ধমনীতে অগ্নি-স্রোত, দগ্ধ হয় প্রাণ।

দুর্ব্বাসা। মাভৈ মাভৈ বৎস! এক দিন আর
হও দগ্ধ! শিষ্যগণ! এক দিনে আর
ফলিবে এ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে,
অদৃষ্টের লিপি সম বজ্রের নির্ঘাতে।
মুষল যাদবগণ করেছে প্রসব;
অচিরে যাদব কুল হইবে নির্ম্মূল।
যাও চলি শিষ্যগণ নিশ্চিন্ত আশ্রমে!
কর গিয়া আপনার তপস্যা সাধন।



তৃতীয় সর্গ।

দুই ভগিনী।

ফুল্ল জ্যোৎস্নায় স্নাত শৈলমালা,
শেখর উন্নত নত
শোভিতেছে শান্ত রজত সাগরে
স্থির তরঙ্গের মত।
একটি শেখরে বসি একাকিনী
বাসুকীর ভগ্নী কারু;—
সুমলয় বয় চুম্বি কুবলয়,
চুম্বি মুক্তকেশ চারু।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর,
চন্দ্র-নীলাম্বর তলে
চন্দ্র নীলাম্বর-নির্ম্মিত কুসুম,
নীলাম্বুত দলে দলে।

চন্দ্র-নীলাম্বরে বিস্তৃত সুন্দর
চাহিয়া অনন্ত পানে,
আকর্ণ বিস্তৃত অনিমিষ নেত্রে,
জরৎকারু বসি ধ্যানে।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর,
চন্দ্র-নীলাম্বর তলে
নীল শৈলমালা নিষ্কম্প নীরব,
নীরবে মলয় চলে।
নীরবে শেখরে বিরল পাদপ
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে,
স্থানে স্থানে গুল্ম বসিয়া নীরবে
চাহি চন্দ্রাকাশ পানে।
সস্মিতা প্রকৃতি অবগাহি অঙ্গ
জ্যোৎস্নায়, মুগ্ধপ্রাণে
রয়েছে চাহিয়া নিষ্কম্প নীরব
চন্দ্র নীলাম্বর পানে।
ফুল্ল শশধর, ফুল্ল নীলাম্বর,
নীলাকাশে ফুল্লতর
চন্দ্র ফুল্লতর উঠিল ভাসিয়া,—
কারুর হৃদয়েশ্বর।

সেই আকাশের সেই চন্দ্র কারু
দেখিছে বসিয়া ধ্যানে,
দেখিয়াছে কারু কৈশোরে যৌবনে
সেই চন্দ্র মুগ্ধপ্রাণে।
নীল, নীলতর, নিরাশা আকাশে
ফুল্ল, ফুল্লতর ধীরে,
হইয়াছে শশী; আজি ফুল্লতম;—
অতীত যৌবন-তীরে
বসি অভাগিনী দেখিছে সে শোভা!
প্লাবিয়া হৃদয় তার,
প্লাবিয়া ভারত, কি মহা পূর্ণিমা
করেছে বিশ্বে সঞ্চার!
সেই পূর্ণিমায় লভিছে ভারত,
লভিছে জগতবাসী,
কি শান্তি শীতল! কেবল কারুর
হৃদয় কি অগ্নিরাশি?
অভিমান-স্ফীত হৃদয় পূর্ণিত
নিরাশা অনলে দহি
জলিয়া, গলিয়া, ছুটিয়া, গর্জ্জিয়া,
গৈরিক ধারায় বহি

পড়িছে হৃদয়ে, অজস্র ধারায়,
কত ধারা অবিরত!
বিদীর্ণ, বিক্ষত, বিদগ্ধ হৃদয়
আগ্নেয় ভূধর মত।
মানস আকাশে সেই পূর্ণ চন্দ্র,
সেই চন্দ্র করে চারু,
বিদীর্ণ সে গিরি, গৈরিক প্রবাহ
নীরবে দেখিছে কারু।
"দিদি"!—অকস্মাৎ নিবিড় নীরব
শেখরে উঠিল ভাসি,
নিবিড় নীরব জগতে ভাসিল,
কি যেন অস্ফুট বাঁশী!
সুদুর বিশ্রুত কি যেন সঙ্গীত
উঠিল স্মৃতিতে জাগি,
সুদুর বিস্মৃত কি সুখ-স্বপন
প্রাণের, কাহার লাগি।
ধীরে ধীরে ধীরে, সে অস্ফুট বাঁশী
বিশ্রুত জ্যোৎস্না-গীত,
বিস্মৃত-স্বপন, সুখের স্নেহের
শীতল সুধা-মণ্ডিত,

উঠিল ভাসিয়া ফুল্ল জ্যোৎস্নায়
কারুর নয়ন আগে,
শান্ত আকাশের শান্তিবালা যেন,—
কি শান্তি বদনে জাগে!
"কে তুমি? আকাশ হইতে কি তুমি
নামিলে এ গিরি শিরে?
কে তুমি? মানবী, কহ কিবা দেবী?"—
জিজ্ঞাসিল কারু ধীরে
বিস্ময়ে স্তম্ভিতা—"আকাশের দেবী?
কিম্বা বনদেবী বল?
কিম্বা শশাঙ্কের অঙ্ক-বিহারিণী
শান্তি সুধা নিরমল?"
"দিদি"—কি মধুর ডাকিল আবার
শান্তির ত্রিদিব লতা!
শান্তি সরোজিনী প্রভাত সমীরে
কহিল কি প্রেম-কথা!
আবার বিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল কারু—
"কেন দেবি! এলে তুমি,
অভাগিনী শৈল, ধরি আর রূপ
ছলিতে এ মরুভূমি।

সেও অভাগিনী, অভাগিনী আমি,—
নিষ্ঠুর বিধির খেলা !
জ্বালিল যে মরু উভয়ের প্রাণে,
নাহি তার সীমা বেলা।
রমণীর প্রাণে জ্বলে যেই মরু
অনির্ব্বাণ অনিবার,
জগতের মরু, শয্যা কুসুমের
হায় তুলনায় তার !
প্রান্তরের মরু, মারে এক দিনে ;
প্রাণের সে মরু, হায় !
পলে পলে দহে, দহে তিল তিল,
পলে কত যুগ যায় !
সে মরু-দহনে দহিয়া দহিয়া
আমার সে শৈল ফুল,
হয়েছে আকাশে ওই শান্তি তারা,
দেখ কি শোভা অতুল !
আমি সে দহনে দহিয়া দহিয়া
বসি নৈশাকাশ তলে,
ওই তারা পানে চাহিয়া চাহিয়া
ভাসি স্মৃতিস্রোতোবলে।”

"দিদি! দিদি! আমি সেই শৈল তব,
মরে নাই শৈল তোর"—
শৈলজা পড়িল গলায় কারুর
স্নেহের উচ্ছ্বাসে ভোর।
"ভগ্নী পুণ্যবতী, পুণ্যবান ভাই,
প্রেম পুণ্য পারাবার,
তোমাদের পুণ্যে শৈল পুণ্যবতী,
দিদি কি অভাগ্য তার?"
"তুই শৈল!—তুই আমাদের শৈল!
সেই ক্ষুদ্র স্নেহলতা!"
আঁটিয়া হৃদয়ে উন্মাদিনী কারু,
উচ্ছ্বাসে সরে না কথা;—
"তুই শৈল! সেই স্নেহের পুতুল,!"
—কাঁদে কারু শিশুপ্রায়—
"চাপি মুখখানি রাখ, দিদি! রাখ!
হৃদয় যে ফেটে যায়!
"তুই সেই শৈল, স্নেহ-মন্দাকিনী,
আমার প্রাণের আধা!
তুই ক্ষুদ্র বীণা শৈল জরৎকারু,
এক স্বরে প্রাণে বাঁধা।

নাগরাজ-প্রেম সেই এক স্বর,
আমাদের একপ্রাণ ;
পিতৃমাতৃহীনা আমরা দুজন—
সে প্রেমে হয়নি জ্ঞান।
নাগরাজ মাতা, নাগরাজ পিতা,
নাগরাজ ভগ্নী, ভ্রাতা,
করুণ কিশোর প্রেমময় ভ্রাতা
আমাদের প্রাণদাতা।
বাঁচি সেই প্রেমে, নাচি সেই প্রেমে,
খেলি সেই এক খেলা,
সেই প্রেম বক্ষে দুদিকে দুজন
ঘুমায়েছি দুই বেলা।
সেই বুক হায়! শুষ্ক আধখানি
শৈল রে বিরহে তোর!
বিরহে রে তোর হইয়াছে শুষ্ক
আধখানি বুক মোর।
অর্দ্ধশুষ্ক বুকে আয় দিদি! আয়!
ডাক পুনঃ দিদি বলি,
দেখি এই মুখ, শুনি সেই কথা,
পাষাণ যাউক গলি।

দেখি নাই মুখ, শুনি নাই কথা,
হায়! দিদি! কত দিন!
আয় দিদি! আয়! আয় মুখে মুখ,
বুকে বুক করি লীন।"
"দিদি!—দিদি!—দিদি!—দিদি প্রেমময়ি!
ভগিনী জননীসমা!
অহো! দুটি প্রাণে দিয়েছি কি ব্যথা!
দিদি! কি করিবি ক্ষমা?"
কারুর চরণ ধরি দুটি করে,
উর্দ্ধনেত্রে দর দর—
"দিদি! দিদি!—ওমা!"—ডাকিছে শৈলজা;
ও কি কথা!—ও কি স্বর!
উন্মাদিনী কারু লইল তুলিয়া
বুকে সেই প্রেমলতা,
চুম্বিল বদন, চুম্বিল নয়ন,
কারুর না সরে কথা।
গলিল পাষাণ, গলিল জগত,
গলিলেন সুধাকর,
কি সুধা ঝরিল, জগত ভরিল,—
কারুর হৃদয়-সর।

মোহিত জগত, কারুর হৃদয়
হইল মোহিত ধীরে,
মুখ হ'তে মুখ পড়িল সরিয়া
শৈল বুকে সিক্ত নীরে।
তুলি মুখ—"দিদি! দিদি! মা আমার!"
ডাকে শৈল দর দর
তুলিয়া কারুর মূৰ্চ্ছিত বদন,
ভগ্নবৃন্ত ইন্দীবর।
"গুরুদেব! এ কি! কি হইল হায়!
হায়! কি করিলে হরি!"—
কাঁদিল শৈলজা, অবশ বদন
বাম অংসোপরে পড়ি।
"নাহি জানি নাথ! কোথায় তোমার
গোলক আনন্দময়,
বুঝি এই প্রেম তব পদাম্বুজ,
সে গোলক এ হৃদয়।"
যোগস্থা শৈলজা বসি কিছুক্ষণ
চাহি নীলাকাশ পানে,
ধীরে বুলাইল কারু মুখে কর,
সঞ্চারি তাড়িত প্রাণে।

ধীরে ধীরে কারু মেলিল নয়ন,
মুখ অঙ্কে শৈলজার।
রহিল চাহিয়া শৈল মুখ পানে
নীরব চিত্রিতাকার।
চাহিয়া চাহিয়া স্মৃতি ধীরে ধীরে
উঠিল হৃদয়ে ভাসি,
উঠিল আকাশে আবার ভাস্কর
সরাইয়া মেঘরাশি।
উঠিয়া হৃদয়ে লইয়া শৈলেরে
কহে কারু কণ্ঠে স্থির—
"শৈল রে! আমরা কি ক্রীড়া-পুতুল
নিদারুণ নিয়তির!
আমাদের মত দুঃখী তিন জন
আছে কি জগতে আর?
আমাদের মত সুখী তিন জন?—
এত সুখ ছিল কার?
শৈশবে দুজনে মৃগশিশু মত
কাননে করি বিহার,
ছুটিতাম বনে মৃগশিশু সনে,—
এত সুখ ছিল কার?

নাচিলে শিখিনী পেখম খুলিয়া,
অঞ্চল করি প্রসার
নাচিতাম বনে আমরা দুজনে,—
এত সুখ ছিল কার?
কাননের শ্যামা গাইলে মধুরে,—
অনুকারি স্বর তার
গাইতাম সুখে শ্যামা বনবালা,—
এত সুখ ছিল কার?
সহকার পত্রে লুকাইয়া কুহু
ডাকিলে কোকিল আর,
ডাকিতাম পত্রে লুকায়ে আমরা—
এত সুখ ছিল কার?
সিন্ধুতীরে বসি মধ্যাহ্ন ছায়ায়,
ফুল্ল জ্যোৎস্নায় আর,
প্রস্রবণ পারে, প্রপাতের ধারে,
গাঁথিতাম পুষ্পহার,
গাইতাম গান, খেলিতাম খেলা,
কহিতাম কত কথা,
—কিশোর উচ্ছ্বাস—মুখে মুখে দুই
বন-কপোতিনী যথা।

নবীন কিশোর ভ্রাতা নাগরাজ
গলায় গলায় তাঁর
বেড়াতেম বনে, শেখরে শেখরে,—
এত সুখ ছিল কার?
তিন খণ্ড করি এক বনফল,
একই আহার আর,
খাইতাম সুখে অনাথ এ তিন,—
এত সুখ ছিল কার?”
আকাশের পানে চাহি মুগ্ধ কারু,
শান্ত দু'নয়ন স্থির।
ধরি গলা শৈল আকাশের পানে,
চাহি দু'নয়নে নীর।
“একদিন বনে—পড়ে কি লো মনে?”
পুনঃ কারু কহে কথা,
“দেখিলাম এক সলতা পাদপ,—
বিশুষ্ক পাদপ, লতা।
চারিদিকে চারু শোভে বনস্থলী
পল্লবে কুসুমে ফলে,
এ পাদপ লতা ফল পুষ্পহীন,
ঝরে পত্র পলে পলে

শুষ্ক বৃক্ষলতা দেখি করুণায়
দুটি প্রাণ ছল ছল—
পড়ে কি লো মনে কতই করুণা,
ঢালিলাম কত জল ?
আজি নাগরাজ সেই শুষ্ক তরু
আমরা সে শুষ্ক লতা।
ফলফুলহীন হায় ! তিন জন !
বিশুষ্ক পল্লব যথা,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া, পড়িছে ঝরিয়া,
দেহ-শোভা পলে পলে,
শুষ্ক তিন জন একই উত্তাপে,
একই নিরাশানলে !"

"নিরাশা ! নিরাশা ! নিরাশা কি দিদি !"
—শান্ত কণ্ঠে শৈল কহে—
"সুখের সংসারে হায় ! এইরূপে
নরে মরীচিকা দহে !
সুভদ্রার প্রেম, দিদি ! কৃষ্ণপ্রেম,
যাদের প্রাণের আশা,

সুধার সাগরে ডুবেছে যাহারা,
কি নিরাশা! কি পিপাসা!"
"অর্জ্জুনের-প্রেম"—গ্রীবা বাঁকাইয়া
কহে মৃদু স্বরে কারু—
"অর্জ্জুনের প্রেম, নহে মরীচিকা?
সে কি সরোবর চারু!"
শৈল। আছে শৈশবের, আছে কৈশোরের,
আছে খেলা যৌবনের।
অর্জ্জুনের প্রেম যৌবনের খেলা
উন্মেষিত হৃদয়ের।
কিন্তু, দিদি! খেলা নহে মরীচিকা,—
সুখের সোপান-স্তর;
খেলিয়া খেলিয়া সোপানে সোপানে
উঠ ঊর্দ্ধে নিরন্তর!
পুতুল লইয়া খেলিয়া পূজিয়া,
খেলিতে পূজিতে শিখি
মানুষ-পুতুল লইয়া যৌবনে;
খেলিয়া পূজিয়া দেখি
মানুষ-পুতুল ছাড়িয়া হৃদয়
অন্বেষি' পুতুল আর

সে পুতুল কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য
জীবনের এ খেলার।
সে প্রেম-সাগরে হইবে নিবৃত্তি
আশার ও পিপাসার,
সে সুধা-সাগরে না উঠে গরল,
মরীচিকা নিরাশার।
"কৃষ্ণপ্রেম!"—যেন দংশিল ভুজঙ্গ,
শৈলেরে শিলায় ফেলি
দাঁড়াইল কারু, কুঞ্চিত অধর,
আকর্ণ নয়ন মেলি।
বিস্ফারিত নেত্রে চাহি শৈলজায়
"কৃষ্ণপ্রেম!"—কারু কহে
"সুধার সাগর কৃষ্ণপ্রেম, শৈল!
যে প্রেমে হৃদয় দহে!
কৃষ্ণপ্রেম-সুধা! দন্তে ভুজঙ্গের
সুধা তবে রহে বল!
সুধা তবে রহে আগ্নেয়-ভূধরে,
গৈরিক সুধা তরল!
যেই কৃষ্ণপ্রেমে জ্বলিয়া পুড়িয়া
এরূপ হইনু ছাই!

যেই প্রেমশিখা এই ভস্ম মাঝে
জ্বলিছে, বিরাম নাই।
যেই প্রেমে জ্বলি উন্মাদিনী মত
ছুটিয়াছি বনে বনে!
ডুবিয়াছি জলে, পড়েছি অনলে,
পশিয়াছি ঘোর বনে!"

শৈল। তুমিই কি সেই উন্মাদিনী নারী
যাদব-পুরীতে ঘুরি,
ভীমা মুক্তকেশী বেড়া'তে নিশীথে
আতঙ্কে পূরিয়া পুরী?

কারু। আমি।

শৈল। তুমি!

কারু! আমি! আমি মুক্তকেশী,
ভীমা উন্মাদিনী আমি!
জ্বলি সে জ্বালায়—কি দারুণ জ্বালা
জানেন অন্তর্যামী!—
মস্তকের মণি খুঁজিত ফণিনী
বেড়াইয়া কক্ষে কক্ষে,
দেখিতাম মণি কভু সত্যভামা,
কভু রুক্মিণীর বক্ষে।

দেখিতাম—চক্ষু পড়িত খসিয়া
কি উগ্র অনলে জ্বলি!
বহিত হৃদয় নয়নে ধারায়
কি উগ্র অনলে গলি!
সেই স্মৃতি, শৈল!—জ্বলিছে নয়ন,
পড়িছে হৃদয় গলি”—
ঢু’করে নয়ন চাপিয়া, শৈলের
হৃদয়ে পড়িল ঢলি।
উভয় নীরব—তরল অনলে
ভাসিছে শৈলের বুক।
বহে শান্তিধারা শৈলের নয়নে,
চাপি হৃদে সেই মুখ।
“কিন্তু দিদি! তুমি,—ঋষিপত্নী তুমি,
তুমি পুত্রবতী নারী!
জান তুমি দিদি! রমণীর প্রেম
পবিত্র জাহ্নবী-বারি।”—
কহে শৈল ধীরে। হাসি উচ্চ হাসি
কহে কারু হাসি মুখে—
“শত রবি শশী, নক্ষত্র অশেষ
ভাসে না জাহ্নবী বুকে?”

শৈল। ভাসে প্রতিবিম্ব, জানে না জাহ্নবী,
যায় এক সিন্ধু পানে।
কারু। এক পারাবারে গতিই আমার—
কি গতি এ দগ্ধ প্রাণে!
পড়ে প্রতিবিম্ব জাহ্নবীর বুকে,
নাহি পড়ে এই প্রাণে।
এক প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ বুক
জাগ্রতে, নিদ্রায়, ধ্যানে।
ঋষিপত্নী আমি!—পুত্রবতী আমি!—
দিদি রে! ছলনা সার,
আর্য্য ঋষি কভু অনার্য্যা নারীরে
করে কি বিবাহ আর?
"কৃপা করি তব হইলাম পতি"—
কহিলেন ঋষিবর,
এই ত বিবাহ! হইলেন ভ্রান্ত
শিশুসম নাগেশ্বর।
ছল-পতি ঋষি, এই ছলনায়
সাধিতে স্বকার্য্য তার;
ছল-পত্নী আমি, দিদি অনার্য্যের
করিতে রাজ্য উদ্ধার!

শৈল। দিদি! পুত্র তব?

কারু। রাধেয় দ্বিতীয়!

হরিয়া সতীত্ব কার

ঋষি দুরাচার আনিল কুমার,

অর্পিল করে আমার।

নিরাশ্রয় শিশু, নিরখিয়া মুখ

দ্রবিল হৃদয় মম.

সরল সুন্দর এ শিশু হীরক

পালিয়াছি খনি সম।

জানে শিশু আমি জননী তাহার;

নিরখি তাহার মুখ,

এ দগ্ধ হৃদয়ে পাই কি সান্ত্বনা!

কি আনন্দে ভরে বুক!

যেই দিন দিদি! নখ মাত্র মম

ছুঁইবেন ঋষিবর,

জানেন আপনি, হইবে চূর্ণিত

সে দিন অস্থি পঞ্জর।

শৈশবে কৈশোরে সিন্ধু নদ তীরে

বসিয়া দুজনে সুখে,

দেখিতাম রবি সহস্র হইয়া

ভাসিতে সিন্ধুর বুকে।
সেইরূপ দিদি! সহস্র হইয়া
ভাসে কৃষ্ণ এ হৃদয়ে,
ভাসে এই দেহে, ভাসে অঙ্গে অঙ্গে,
কৃষ্ণ শিরাস্রোতে বহে।
হৃদয়েতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নয়নেতে,
অধরেতে কৃষ্ণনাম,
শ্রবণেতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরশনে,
নাসিকায় কৃষ্ণঘ্রাণ।
এই দেখ দিদি!"—নিষ্কোষিয়া অসি
করিয়া বক্ষে প্রহার—
"কৃষ্ণ বিনা, দিদি! এ দেহে, হৃদয়ে,
কিছু মম নাহি আর।"
বিজলীর বেগে শৈল সেই অসি
নিক্ষেপিল দূরে বলে,—
বহে রক্তধারা,—আত্মহারা শৈল
পড়ে কারু পদতলে,—
"দিদি! দিদি! ওমা তুমি প্রেমময়ি!
প্রেমস্বরূপিণী তুমি!
দেও কৃষ্ণপ্রেম ভগিনী কন্যায়!

উদ্ধার এ বনভূমি !
দেখ পতি তব জগতের পতি,
খুলি নেত্র-আবরণ !
তিনি পতি তব, তিনি পতি মম,
তিনি নর-নারায়ণ !"



চতুর্থ সর্গ।

যোগানল।

এখন(ও) দুর্ব্বাসা ঋষি বসি সেই শৈল-কক্ষে
একাকী নীরব চিন্তাকুল।
দেখাইছে ক্ষীণ দীপ কাঁপি নৈশানিলে কক্ষে
ঋষিবরে প্রেত সমতুল।
ধীরে ধীরে পশি কক্ষে, নাগেন্দ্র বাসুকি, কারু,
প্রণমিল চরণে ঋষির।
শুনিয়া চরণ শব্দ মুদিলেন নেত্র ঋষি,
হইলেন ধ্যানমগ্ন স্থির।
ছল ধ্যানে ঋষিশ্রেষ্ঠ রহি স্থির কিছুক্ষণ
মেলিলেন নেত্র ধীরে ধীরে,
সস্মিত বিকট মুখে কোটরস্থ যুগ্ম নেত্রে
চাহিলেন কারু বাসুকিরে।

দুর্ব্বাসা। তোমার বিলম্ব দেখি, এই সপ্ত দিবা নিশি
রহিয়াছি যোগে নিমজ্জিত,

যোগবলে আকর্ষিয়া আনিনু তোমারে আজি
করিবারে ব্রত উদ্যাপিত।
সসৈন্যে আগত তুমি ?

বাসুকি। সসৈন্যে আগত আমি !
কোথায় পাইব সৈন্য ঋষি !
যথায় হিমাদ্রি-সানু নীলাকাশে নীলতর
অভ্রভেদী রহিয়াছে মিশি,
যথায় নীলাম্বু-বেলা সিন্ধু সহ করে খেলা,
সিন্ধু, বেলা, আকাশে মিশিয়া,
আসিন্ধু আকাশ-তট ব্যাপিয়া ভারত-ভূমি
বহুবর্ষ আসিনু ভ্রমিয়া।
বেড়াইনু বনে বনে, হিমাচল, বিন্ধ্যাচল,
আরাবলি, মহেন্দ্র, মলয় ;
নীল মণি আভরণ অঙ্গে অঙ্গে ভারতের
বেড়াইনু অনার্য্য আলয়।

দুর্ব্বাসা। কি দেখিলে ? কি শুনিলে ?

বাসুকি। শুনিলাম, দেখিলাম,
শুনি নাই, দেখি নাই, যাহা !
সাধ্যাতীত ! চিন্তাতীত ! মানব কল্পনাতীত !
মানবের কার্য্য নহে তাহা।

হায়! কুরুক্ষেত্র-পূর্ব্ব ভারতের সে অশান্তি!
এই শান্তি কুরুক্ষেত্র-পর!
সেই হিংসা, এই প্রেম! সে অধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম!
সে নরক, এ স্বর্গ সুন্দর!
আসিন্ধু অচল ব্যাপী পাণ্ডব সাম্রাজ্য-ছায়া
কি শীতল, কিবা পুণ্যময়!
নাহি সেই রক্ত-স্রোত, প্রেম-স্রোতে নর নারী
যুড়াইছে তাপিত হৃদয়।
সেই কুরুক্ষেত্র ঋষি! দেখিয়াছ নেত্রে তব,
এই কুরুক্ষেত্র একবার
দেখ গিয়া নেত্র ভরি! দেখিলে হইবে দ্রব
প্রেমহীন হৃদয় তোমার!
এ কুরুক্ষেত্রেও ঋষি! রথী সেই নরদেব,
রথে বসি ভদ্রা ধনঞ্জয়,
বর্ষিতেছে নিরন্তর কৃষ্ণ-প্রেমামৃত শর,
প্রেমে মত্ত দুইটি হৃদয়!
এ গাণ্ডীব কৃষ্ণ নাম, দেবদত্ত কৃষ্ণ নাম,
তূণ কৃষ্ণ-প্রেমামৃতে ভরা;
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী তুচ্ছ, প্রেম-রণ-রঙ্গে
দেখ গিয়া মাতিয়াছে ধরা!

দুর্ব্বাসা। ইন্দ্রজাল! ইন্দ্রজাল! মুগ্ধ ইন্দ্রজালে ঘোর
আর্য্য জাতি ব্যাপিয়া ভারত!
জরৎকারু যোগবলে ছিন্ন হবে ইন্দ্রজাল,
ক্ষুদ্র ঊর্ণনাভ-জাল মত।
কিন্তু সেই পাপ নাম সরল অনার্য্য ভূমে
কেমনে পশিল বল হায়?
বাসুকি। কৃষ্ণনাম পাপ নাম! পুণ্য নাম তবে আর
আছে ঋষি কোথায় ধরায়?
প্রেমে প্লাবি বৃন্দাবন, ভাসাইল ব্রজভূমি
শৈশবে কৈশোরে যেই নাম,
যৌবনে বিজয় মন্ত্র কুরুক্ষেত্রে যেই নাম,
যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র নিষ্কাম!
ভারতের শান্তি-মন্ত্র, ভারতের রাজ্য-মন্ত্র,
মুক্তি-মন্ত্র প্রৌঢ়ে ভারতের,
যেই সুপবিত্র নাম, সেই নাম পাপ নাম!
পুণ্য নাম তুমি পাপিষ্ঠের!
কেমনে সে নাম ঋষি! পশিল অনার্য্য ভূমে?—
কারু! কারু! শৈলজা আমার
প্রচারিয়া সেই নাম, পতিত অনার্য্য ভূমি
পুণ্যবতী করিছে উদ্ধার!

দুর্ব্বাসা। শৈলজা! শৈলজা! কে সে? একটী রমণী ক্ষুদ্র
হইয়া কণ্টক তব পথে
রহিল জীবিত নাগ! প্রচারিতে সেই নাম
এ প্রত্যয় করি কোন মতে?
"নরাধম! দুরাচার! নৃশংস মানব-পশু!"
—দাঁড়াইল গর্জ্জি নাগরাজ—
"এ মুহূর্ত্তে ভাঙ্গি গিরি পড়িল না শিরে তোর,
পড়িল না এ মুহূর্ত্তে বাজ!
পশুবৎ অত্যাচার করিতে রমণী প্রতি
আর্য্য ঋষিদের ধর্ম্ম জানি।
নারীহত্যা ধর্ম্ম তোর; সরল অনার্য্যদের
মহাপাপ ওরে নর-গ্লানি!
অনার্য্যের দেবী নারী; ধর্ম্ম রমণীর পূজা;
কেশ মাত্র যেই নরাধম
পরশিবে রমণীর, ছুঁইবে তাহার ছায়া,
অনার্য্যের বধ্য সেই জন।
কে শৈলজা? হায় ঋষি! শৈলজা ভগিনী মম,
প্রাণের পুতুল বাসুকির,"—
ক্রোধে রক্ত দুনয়নে বহিল যুগল ধারা
বাড়ব কুণ্ডের যেন নীর।

"হায়! নিদারুণ বিধি, করি পিতৃমাতৃহীন
অকালে আমরা তিন জন,
অর্পিল আমার অঙ্কে দুই ভগ্নী, শিশু বৃক্ষে
দুই শিশু লতার মতন।
কারু ভগ্নী সহোদরা, শৈলজা পিতৃব্য-কন্যা,
আমি প্রাণ, তারা দুটি কায়া;
হায়! ঋষি প্রাণ দিয়া পালিয়াছি দুই কায়া,
প্রাণের অভিন্ন দুই ছায়া।
কিন্তু কি যে দুরাশায় দিনু ঝাঁপ, হায়! আমি!
সেই মহা দুরাশা-অনলে
পোড়াইনু ভগ্নী দুটি! সেই অনুতাপে ঋষি
কি যে অগ্নি এ হৃদয়ে জ্বলে!"—

উচ্ছ্বাসে উঠিয়া কারু, ধরি বাসুকির গলা,
কহে—"দাদা! দাদা! পিতৃ সম!
হইও না আত্মহারা! তোমার ভগিনী দুটি—
তাহাদের ভাগ্য নিরুপম।
তোমার এই মহাব্রতে নাহি দিত ঝাঁপ যদি
হইত কি ভগ্নী যোগ্যা তব?

তাহাদের ততোধিক আছে কি জগতে সুখ?"—
প্রেমোচ্ছ্বাসে উভয় নীরব।
বাসুকি। কারু! কারু! প্রাণাধিকে! তুই এই প্রেমময়ী!
পুণ্যময়ী, পবিত্রতাময়ী!
কারু রে! শৈলজা আর!—আমি তোঁরা দুজনের
ভ্রাতার কদাচ যোগ্য নহি।
ভেবেছিনু যে শৈলজা, আমি পাপিষ্ঠের ভয়ে,
বনলতা শুকায়েছে বনে;
আজি সে শৈলজা দেবী, সে শৈলজা সন্ন্যাসিনী,
প্রেমধারা বহে দুনয়নে!
সে ধারায় বনভূমি হইতেছে পুণ্যভূমি,
হইতেছে অনার্য্য-হৃদয়;
পশুতুল্য সে হৃদয় যাইতেছে প্রেমে গলি,
প্রেমে গলিতেছে শিলাচয়।
কহে শৈল কৃষ্ণকথা, গায় শৈল কৃষ্ণনাম,
কহে শৈল—'কহ কৃষ্ণ! হরি!'
"হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ!"—কহিয়া অনার্য্যগণ
যাইছে ভূতলে গড়াগড়ি।
গায় বৃদ্ধ কৃষ্ণনাম, গায় যুবা কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম যুবতীর মুখে,

গায় কৃষ্ণনাম শিশু, নাচিয়া মায়ের কোলে,
লুকাইয়া মুখ মা'র বুকে!
বনের পাখীও যেন গাইতেছে কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনামে নাচে মৃগ, শিখী,
বহিছে বন-নির্ঝর, মর্ম্মরিছে তরুগণ,
কৃষ্ণনাম অঙ্গে যেন লিখি।
বনপুত্রপুত্রীগণ সাজিয়া গৈরিক বাসে,
কৃষ্ণ অঙ্গে লিখি কৃষ্ণনাম,
নাচিতেছে বাহু তুলি বেড়ি মম শৈলজায়,
অশ্রুজলে ভাসি অবিরাম।
ত্যজিয়া পতির শয্যা, ত্যজিয়া কোলের শিশু,
ছুটি পত্নী, ভগিনী, জননী,
পড়িয়া শৈলের পায়, কহে—"দে মা! কৃষ্ণনাম!
একবার দেখা নীলমণি!"
সাজি বনশিশুগণ শিশু কৃষ্ণ, গোপ শিশু,
শিরে চূড়া, অঙ্গে পীত ধরা,
বাম করে ক্ষুদ্র বেণু, পাচনি দক্ষিণ করে,
ফুল-অঙ্গ বনফুলে ভরা;
সাজি গোপী বনবালা—চারু বনফুল মালা—
বনফুল অঙ্গে চারুশীলা,

জলে, স্থলে, গিরি-শৃঙ্গে, গৃহে গৃহে, বনে বনে,
কি মধুর করে ব্রজলীলা !
কে বলে অনার্য্য দুঃখী, অনার্য্যের নাহি রাজ্য ?
হিংস্র পশু অনার্য্য বর্ব্বর ?
আজি কি আনন্দ-ভূমি হইয়াছে বনভূমি !
অনার্য্যের কি রাজ্য সুন্দর !
অনার্য্যের প্রেম রাজ্য, আমার শৈলজা রাণী,
রাজকর প্রেম-অশ্রু জল ;
প্রেম-অশ্রুজলে রাণী শাসিতেছে বনভূমি,
নাহি হিংসা, নাহি অমঙ্গল।
রাজদণ্ডে গুরুতর হয় নাই প্রশমিত
যে অনার্য্য নৃশংস হৃদয়,
আজি সেই শিলা-বক্ষ, হইয়া দ্রবিত প্রেমে,
শীতল নির্ম্মল সুধাময় !
করিব সে দেবী হত্যা !—লুকাইয়া অন্তরালে
সেই দেবী দেখিয়া নয়নে,
শুনিয়া সে কৃষ্ণ নাম, দেখিয়া সে ব্রজলীলা,
মরিয়াছি আপনি মরমে।
এই দেবীকেই আমি করেছিনু নিয়োজিত
কিবা ঘোরতর মহাপাপে !

করি কণ্ঠ নিষ্পীড়িত চেয়েছি ত্যজিতে প্রাণ
সেই ঘোরতর পরিতাপে—

বাসুকি আপন কণ্ঠ পীড়িতেছে ব্যাঘ্রবৎ
আপনার লৌহময় করে,
কারু বিজলীর বেগে সরাইল কর কাঁদি'
"দাদা! দাদা" বলি উচ্চৈঃস্বরে।

বাসুকি। চাহিয়াছি কতবার পড়ি গিয়া পদতলে
আমার পালিতা শৈলজার,
মাগি ভিক্ষা ক্ষমা তার, মাগি কৃষ্ণনাম আর,
দ্রব করি পাষাণ আমার।
হায়! সেই পাপ স্মৃতি করিয়াছে শিলাময়
এই দেহ পাপের আধার,
জ্বালিয়াছে কি অনল হায়! চারিদিকে মম,
এক পদ সরেনি আমার!
দুর্ব্বাসা। কেবল সে পাপ নাম, কেবল সে নাম-গীত,
কেবল সে পাপ কথা আর,
যাহার তাহার মুখে, কত আর সব হায়!
জ্বলি বুক হইল অঙ্গার!

আন নাই সৈন্য তবে!

বাসুকি। কোথায় পাইব সৈন্য?
অনার্য্য ভাঙ্গিয়া নাগ-ভূমি
ছুটেছে প্রভাস মুখে, হরিনাম, কৃষ্ণনাম
বিনা আর কিছু নাহি শুনি।

দুর্ব্বাসা। নাহি দুঃখ নাগপতি! আমি ঋষি জরতকারু,
যোগবলে মম দুর্নিবার
জ্বালাইয়া গৃহ-দ্বন্দ্ব, দেখেছ ক্ষত্রিয় কুল
কুরুক্ষেত্রে করিতে সংহার।
নাহি দুঃখ, যদুকুল যোগবলে সেই রূপে
গৃহ-দ্বন্দ্বে করিব সংহার;
ভাসে বন কৃষ্ণ-প্রেমে,—ভাসিতেছে কৃষ্ণ-পুরী
সুরা-প্রেমে মহাপারাবার।

বাসুকি। সুরা-প্রেম কৃষ্ণ-পুরে!

দুর্ব্বাসা। কৃষ্ণ-পুরে, নাগরাজ!
কৃষ্ণ-প্রেম,—ইন্দ্রিয় সংযম,—
কেবল পরের তরে; নিজ পুরে সুরা-প্রেম;—
এই তব নর-নারায়ণ!
আমার আদেশে কারু পাঠাইয়া নাগবালা
রূপসী যুবতী দ্বারকায়,

বিলাইল কৃষ্ণ-প্রেম—শ্রীবিষ্ণু! সুরার প্রেম,—
দ্বারাবতী মগ্নবতী প্রায়।
গোপনে যাইয়া কারু করিয়াছে নিরীক্ষণ,
সুরাসক্তি, রূপাসক্তি আর;
অনাসক্ত ধর্ম্ম-পুরী করিতেছে টল টল,
টল টল যুগ অবতার!
বাসুকি। নরাধম! নরপশু! অরক্ষিতা অবলায়
কেমনে পাঠালি দ্বারকায়
পূরাইতে পাপতৃষা? অনার্য্যের নারী দেবী;
পণ্য নাহি জানে অবলায়।
কারু! কারু! এই পাপে কেমনে হইলি রত
নাগ-রক্ত করি কলুষিত—

কাঁপিতেছে থর থর মহাক্রোধে নাগরাজ
সাপটিয়া অসি কোষস্থিত।
দেখিলা ভগ্নীর মুখ কি যে নিরাশার ছবি!
কি যে স্মৃতি উঠিল ভাসিয়া!
নাগপুরে বাপীতীরে একদিন নিরাশায়
ছিল কারু এরূপে বসিয়া।
সে স্মৃতি বিজলী বেগে আলোকিল দূরাতীত,

নাগরাজ বুঝিলা তখন
কেন সেই যদুপুরে গোপনে যাইত কারু,
এই পাপে হ'ল নিমগন।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, জালবদ্ধ সিংহ মত
দাঁড়াইলা কক্ষে অধোমুখে;
নিবিল এ ক্রোধানল; নির্ব্বাপিত প্রতিহিংসা
জ্বলিয়া উঠিল পুনঃ বুকে।
দুর্ব্বাসা। নাগরাজ ভ্রান্ত তুমি। জানি বিন্ধ্যাচল সম
অনার্য্যার চরিত্র অটল।
কার সাধ্য অনার্য্যার কলুষিবে সে চরিত্র,
কলুষিবে জাহ্নবীর জল!
দেখি অগ্নি-শিখা জ্ঞান পতঙ্গ উড়িয়া পড়ি
হয় আত্মঘাতী অগণন।
অপবিত্র অগ্নি-শিখা হয় কি? যাদবকুল
আত্মঘাতী হইবে তেমন।
অনার্য্যার তীব্র সুরা, অনার্য্যার তীব্র রূপ,—
কামানলে মত্ত যদুকুল।
কামানলে ঈর্ষানল জ্বালায়েছি যেই রূপে,
যদুকুল হইবে নির্ম্মূল।
পারিলে না আনিতে কি তোমার আপন সৈন্য?

বাসুকি। নাগ-সৈন্য হইয়া সজ্জিত,
প্রভাস যাত্রীর মত আসি কালি সন্ধ্যাকালে
মহাবনে হবে একত্রিত।
দুর্ব্বাসা। উত্তম। তোমার করে ছিল যেই কার্য্য ভার?
কারু। হইয়াছে, হইবে সাধিত।
দুর্ব্বাসা। উত্তম! পড়িবে পুনঃ ঊর্ণনাভ নিজ জালে
হবে কালি সবংশে নিহত।
বাসুকি। না, না; ঋষি! নাগ-সৈন্য করিবে না অস্ত্রাঘাত
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি সুভদ্রার;
নখাগ্রও তাহাদের ছুঁইবে না।
দুর্ব্বাসা। কেন নাগ!
বাসুকি। এই তিন দেবতা আমার!

বিস্মিত নয়নে কারু, দুর্ব্বাসা বিস্মিত নেত্রে,
চাহিলেন বাসুকির পানে।
ঊর্দ্ধনেত্রে শৈল কক্ষে, শৈল প্রতিমূর্ত্তি মত,
নাগরাজ দাঁড়াইয়া ধ্যানে।

বাসুকি। শুন ঋষি জরতকারু, শুন অভাগিনি কারু,
যেই স্বর্গ দেখেছি নয়নে

আসিতে আসিতে পথে, অদূরে সিন্ধুর তীরে,
দ্বৈপায়ন মহর্ষি আশ্রমে।
কি আশ্রম পুণ্যময়, শান্তিময়, প্রীতিময়,
আনন্দ-আলয় সুশীতল!
আমি হিংস্র বনপশু কেমনে কহিব তাহা,—
সে ত নহে এই ধরাতল!
সুনীল আকাশ-পটে, শ্যামল ধরার বক্ষে,
ধ্যানমগ্ন শান্ত শৃঙ্গচয়,
শোভিছে চিত্রিতমত, নীল মণিময় পটে,
শ্যাম অঙ্গ মরকতময়।
কি শান্ত কানন-শোভা! কাননে কি মনোলোভা
পুণ্যনীরা সরসী, নির্ঝর!
জলচর, স্থলচর, হিংসক, হিংসিত, পশু
বেড়াইছে যেন সহোদর।
আশ্রমের পুণ্য লতা, আশ্রমের পুণ্য ফুল,—
ঋষিপুত্রকন্যা—নিরন্তর
খেলে পশু পক্ষী সহ, আলিঙ্গি শার্দ্দূল, সিংহ,
পশু পক্ষী যেন সহোদর।
অসংখ্য কুটীর দ্বারে, কাননছায়ায় বসি,
যেন শান্ত পবিত্র নির্ঝর

কহিতেছে শাস্ত্রকথা আর্য্য ও অনার্য্য ঋষি,
যেন প্রেমময় সহোদর।
যোগশৃঙ্গ-বক্ষে শোভে রজতের উত্তরীয়
সরস্বতী-স্রোত মনোহর,
দেখিলাম সেই শৃঙ্গে, সেই সরস্বতী-তীরে,
কি পবিত্র কুটীর সুন্দর!
যে পার্থের ভুজবলে, যে ভদ্রার পুণ্যবলে,
যে কৃষ্ণের দেবত্বে স্থাপিত
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মরাজ্য, সেই তিন দেব মূর্ত্তি
এ ক্ষুদ্র কুটীরে বিরাজিত।
সেই রাজ্য-চন্দ্রালোক পশিল নিবিড় বনে,
—আমরা পতিত আর নহি—
কারু রে! যাহার প্রেমে, সেই শৈল তাঁহাদের
চরণ-সেবিকা প্রেমময়ী।
কুটীরের তিন কক্ষ,—সম্মুখের কক্ষে চিত্র,
সুভদ্রার তুলিতে অঙ্কিত,
শোভিতেছে কৃষ্ণলীলা; পশ্চাতের কক্ষ এক
শৈলজার চিত্রে সুশোভিত,—
পাতালে অনাথা বালা, রৈবতকে ভৃত্য বেশ,
বনে বনমাতা কুমারের,

প্রেমময়ী সন্ন্যাসিনী, বনভূমি উদ্ধারিণী,
অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাননের।
শোভে অন্য কক্ষে চিত্র অভিমন্যু উত্তরার,—
এই কক্ষ শোকপারাবার।
পাষাণ যাইবে গলি' দেখিলে এ চিত্রাবলী,
মানবের কথা কি আবার!
সেই দুই শেষ চিত্র—সেই চক্রব্যূহ-শায়ী
মাতৃ-অঙ্কে বীরেন্দ্র কুমার!
আর সেই চিতা-চিত্র!—না, না, পারিব না আর,
কারু! বুক ফাটিছে আমার।

সরল শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলা শোকে
নাগরাজ করি হাহাকার;
কাঁদিল উচ্ছ্বাসে কারু; কেবল রহিল শুষ্ক
কোটরস্থ নেত্র দুর্ব্বাসার।

বাসুকি। সপত্নী অনার্য্য আর্য্য ঋষিগণ মিলি যবে,
মিলি যবে ঋষি-শিশুগণ,
গায় সবে কৃষ্ণ-নাম সহ শৈল ভদ্রার্জ্জুন,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃতমন;

হৃতমন প্রেমোচ্ছ্বাসে দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে
সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি মহিমার!
কারু রে, সে প্রেমোচ্ছ্বাসে পাষাণ যায় রে গলি,
মানবের কথা কি আবার!
এক দিন সে সময় পশি তস্করের মত
সে নির্ম্মল পবিত্র কুটীরে,
প্রণত হইয়া ভূমে কক্ষে কক্ষে চিত্রাবলী
নমিয়াছি ভাসি অশ্রুনীরে।
অলক্ষিতে চতুষ্টয়—কৃষ্ণার্জ্জুন ভদ্রাশৈল—
নমিয়াছি দিনে শত বার;
কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত! রেখাটিও পারে নাই
কাল তাহে করিতে সঞ্চার!
কি রহস্য!—এক দিন জিজ্ঞাসিনু ঋষি একে;
তপস্বী কহিল ধীরে হাসি—
"যুবক! জান না তুমি পুষ্পটিও ত্রিদিবের
কখন হয় না শুষ্ক বাসি।
কৃষ্ণ নর-নারায়ণ; নর-দেব, নারী-দেবী,—
তাঁহার বিভূতি তিন জন;
কালের অতীত তাঁরা, যায় যুবা! কাল বহি
প্রণমিয়া তাঁদের চরণ।"

যুবক! যুবক! আমি যুবক! যুবতী তুই!
কারু! এ ত মিথ্যা কথা নয়।
নহে দেব, নহে দেবী, আমরা দুরাশা-মোহে
দেব-দ্বন্দ্বী মাত্র দুরাশয়!
কিন্তু আর হইব না। আর্য্য অনার্য্যের এই
সম্মিলিত মহারাজ্যে স্থান
মাগি' নিব ভ্রাতা ভগ্নী; পতিতপাবন কৃষ্ণ!—
আনন্দে গাহিব কৃষ্ণনাম।

ভক্তির নির্ঝর শান্ত নাগরাজ দুনয়নে
বহিতেছে ধারা নিরন্তর;
ভগিনীর নেত্র সিক্ত ভকতির সে উচ্ছ্বাসে;
শুষ্কনেত্র মাত্র ঋষিবর।

দুর্ব্বাসা। নাগেন্দ্র! কি ভ্রান্তি তব! বুঝিয়াও বুঝিলে না
কতবার চক্র এ চক্রীর!
কুরুক্ষেত্রে নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে ভারত-ভূমি;
অনার্য্য তুলিয়া যদি শির
হয় এবে অগ্রসর লইতে ভারত রাজ্য,
কি করিবে একা যদুকুল?

শিমুল পুষ্পের মত কোথায় যাইবে উড়ি !
ক্ষত্র জাতি হইবে নির্ম্মূল।
তাই এই ধর্ম্মরাজ্য, তাই এই প্রেমরাজ্য,
আর্য্য অনার্য্যের সম্মিলিত ;
গেছে ষটত্রিংশ বর্ষ, যায় আর কিছুকাল,
ক্ষত্র বংশ হইবে বর্দ্ধিত।
তখন খাণ্ডব শত জ্বলিবে অনার্য্য-ভূমে,
হবে শত ইন্দ্রপ্রস্থ আর ;
তখন এ ধর্ম্মরাজ্যে অনার্য্য ও ব্রাহ্মণের
চিহ্ন মাত্র রহিবে না আর।

অকস্মাত কি গর্জ্জন ! ভূমিকম্প কি ভীষণ !—
নাগরাজ পড়িলা শিলায়।
মস্তক হইল ক্ষত, ছুটিল শোণিতধারা,
চাপি করে, থর থর কায়
কাঁপিতেছে ভ্রাতা ভগ্নী, ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ ;
প্রসারিয়া ক্ষুদ্র দুনয়ন
কহিলা দুর্ব্বাসা—“নাগ ! এ কক্ষে করিলে যেই
মহাসন্ধি, করিতে লঙ্ঘন
এখন উদ্যত তুমি ! ক্রুদ্ধ তাহে ভূতনাথ,—

সেই ক্রোধে এই প্রকম্পন।
দেখিবে প্রমাণ আরো ? আইস"—ইঙ্গিতে ঋষি
ডাকিলে, ভয়েতে জ্ঞানহৃত
চলিলা ভগিনী ভ্রাতা ঋষির পশ্চাতে, দুই
ক্রীড়নক সূত্রে আকর্ষিত।
পর্ব্বতশেখরে উঠি দেখিলা বিশাল হ্রদ ;
হ্রদে ওকি দৃশ্য বিভীষণ !
গর্জ্জিছে পর্ব্বত গর্ভে কি ভীষণ অগ্নিসিন্ধু
ধূমরাশি করি উদ্গীরণ !
অগ্নি সিন্ধু কি ভীষণ ! কি গর্জ্জন ! কি ঘূর্ণন !
অগ্নিশিখা শত সংখ্যাতীত,—
ভীমা অগ্নি-ভুজঙ্গিনী—ছুটিতেছে, গর্জ্জিতেছে,
অগ্নি-সিন্ধু করিয়া মথিত।
শতধা বিদীর্ণ করি যেন এই শৈল-গিরি
রুদ্ধ ক্রুদ্ধ অগ্নি-পারাবার
চাহিছে ছুটিতে বেগে নাশিতে আকাশতল,
ধরাতল করিয়া সংহার।
এই অগ্নি-হ্রদতীরে, নিশীথ আকাশ-তলে,
দুর্ব্বাসা প্রসারি ক্ষুদ্র কর
কহে—"দেখ নাগরাজ ! জরতকারু যোগানল !

ওই দেখ অনার্য্য-ঈশ্বর !"
হ্রদের অপর তীরে ছদ্ম ভূতনাথ ধীরে
মহাক্রোধে করিয়া গর্জ্জন
কহিলেন—"নাগাধম ! লঙ্ঘিবি প্রতিজ্ঞা তোর ?
মম আজ্ঞা করিবি লঙ্ঘন ?
পাণ্ডব কৌরব বংশ ভস্মীভূত কুরুক্ষেত্রে,
যদুবংশ মাত্র আছে আর,
প্রভাস উৎসব ক্ষেত্রে কালি গুপ্ত অস্ত্রে তুই
যদুকুল করিবি সংহার
জরতকারু যোগবলে ! করিবি অনার্য্য রাজ্য
আসমুদ্র অচল স্থাপিত !"
অগ্নির গর্জ্জন সহ মিশিল সে ভীম রব,
ভীম মূর্ত্তি হ'ল অন্তর্হিত।
ঘন ঘন কাঁপে ধরা ; শৈল শৃঙ্গ কাঁপে ঘন,
সিন্ধু-গর্ভে যান-যষ্টি মত ;
বাসুকি বিহ্বল ভয়ে, ভয়েতে বিহ্বলা কারু,
পড়িলা শিখরে মূর্চ্ছাগত।

পঞ্চম সর্গ।

মহাপান।

উদ্বেল আনন্দে, লীলায় উচ্ছল,
প্রভাসের সিন্ধু উঠিল ভাসি
মধুর বাসন্তী-পূর্ণিমা ঊষায় ;—
হৃদয়ে অনন্ত মাধুরী রাশি।
ঊষার আলোকে উঠিল ভাসিয়া
সুদর্শন চূড়া, কৃষ্ণের শিবির ;
"হরি বোল হরি! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি!"—
উঠিল গাইয়া আনন্দে অধীর
কণ্ঠ লক্ষ লক্ষ ; লক্ষ লক্ষ যাত্রী
পড়িল সৈকতে প্রণমি শিবির ;
"হরে! কৃষ্ণ! হরে।"—গায় প্রকম্পিত
করি মহাসিন্ধু প্রভাসের তীর।

গাইয়া, নাচিয়া, করতালি দিয়া,
আর্য্য ও অনার্য্য শিশু, নারী, নর,
ছুটে সিন্ধু পানে, ছুটে যেই রূপে
সৈকত-বালুকা বহে যবে ঝড়।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গাইয়া গাইয়া
অবগাহে যাত্রী—শিশু, নারী, নর;
বিচিত্র বরণ, বিচিত্র বসন,
প্রভাসের আজি কি শোভা সুন্দর!
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—বলি দেয় ডুব,
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—ভাসিয়া কহে।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গায় পারাবার,
"হরে! কৃষ্ণ!"—সিন্ধু অনিলে বহে।
করি সিন্ধু স্নান, অঙ্গে লিখি নাম,
বেড়িল শিবির যাত্রী অগণন,
আকুল হৃদয় করিতে দর্শন
নরচক্ষে সেই নর-নারায়ণ!
ধীরে ধীরে হরি হইলা উদয়;
হইল উদয় দুই দিনকর।
এক সূর্য্যে দীপ্ত সিন্ধু প্রভাসের,
অন্য সূর্য্যে মহাকালের সাগর।

চূড়াবদ্ধ কেশ,—মোহন মুকুট!
নীলমণি অংসে, উরসে আর,
শোভে গৈরিকের উত্তরীয় চারু;
অঙ্গে অঙ্গে কিবা লীলা মহিমার।
করুণা মহিমা ললাটে নয়নে,
করুণা মহিমা উরস ভরা,
সুধাকর-সুধা করুণা-মহিমা
বহিতেছে যেন প্লাবিয়া ধরা।
কি সুদীর্ঘ দেহ, কণ্ঠ সুবঙ্কিম!
যাত্রী-সিন্ধুবক্ষে উঠিল ভাসি
শ্রীমুখমণ্ডল, যেন সিন্ধু বক্ষে
আকণ্ঠ ভাস্কর ভাসিল হাসি।
"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—যাত্রী লক্ষ লক্ষ
গাই এক কণ্ঠে প্লাবিয়া গগন,
পড়িল ভূতলে ভক্তিতে অধীর
সাষ্টাঙ্গে প্রণত প্রণমি চরণ।
অনন্ত তরঙ্গ ভুজে প্রণমিয়া
হইল পয়োধি প্রণত স্থির;
এই মহাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একা
আপাদ ভাস্কর বক্ষে জলধির।

অনিমিষ নীল নীলাব্জ নয়ন,
আকর্ণ বিশ্রান্ত, প্রেমে ছল ছল,
চাহি বসন্তের নীলাকাশ পানে
নীলমণি মূর্ত্তি স্থির অবিচল।
তুলি লক্ষ শির প্রভাসের তীর,
লক্ষ শির তুলি প্রভাস-সাগর,
সেই দেব-মূর্ত্তি চাহি অনিমিষ,
চাহি অনিমিষ বিশ্ব চরাচর।
দেখে অনিমিষ ব্রজবাসিগণ—
ব্রজের গোপাল যশোদা-দুলাল,
শিরে শিথি চূড়া, অঙ্গে পীত ধড়া,
করেতে পাঁচনি, কণ্ঠে বনমাল।
ব্রজের কিশোরী দেখে অনিমিষ
ব্রজের কিশোর ত্রিভঙ্গ শ্যাম,—
কি মধুর হাসি, কি মধুর বাঁশী,
করিছে কি প্রেমে উদাস প্রাণ!
দেখে ক্ষত্রিয়েরা নেত্রে অনিমিষ
অর্জ্জুন-সারথি পাঞ্চজন্যধর,
রথ-চক্র মত মহা রণ-চক্র
করিছে চালন কি বিস্ময়কর!

অনিমিষ নেত্রে দেখে যোগিগণ
মহাযোগি-মূর্ত্তি যোগে নিমগন;
দেখে অনার্য্যেরা নেত্রে অনিমিষ
দয়াময় হরি, পতিতপাবন!
দেখে যাদবেরা নেত্রে অনিমিষ,
দেখে কামাসক্ত সুরাসক্তগণ,
মহাকাল মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
নব কুরুক্ষেত্রে ভীম দরশন।
সুভদ্রা শৈলজা সঙ্গে দুই জন,
চলিলেন হরি প্রসন্ন বদন।
শত নর নারী দেয় গড়াগড়ি
পড়ি পাদপদ্মে, চলে না চরণ।
ভক্তি-অশ্রু-জলে প্রক্ষালি চরণ
ভিজিছে সৈকত পবিত্র নীরে,
গায় "কৃষ্ণ! হরি!" নাচে ভক্তগণ,
মাথি সেই ধূলা ললাটে শিরে।
যেতেছেন হরি পবিত্র করিয়া
যেই ধূলারাশি, তাহাতে পড়ি
"হরি! কৃষ্ণ! হরি!" বলি নর নারী,
আর্য্য ও অনার্য্য, যায় গড়াগড়ি।

যেই খানে হরি, উঠিছে সেখানে—
"হরি! কৃষ্ণ! হরি! পতিতপাবন।"
"জয় বনমাতা!—সুভদ্রা জননী!"—
উঠে পুণ্যরব বিদারি গগন।
তোলে প্রতিধ্বনি যোজনে যোজনে
ব্যাপিয়া প্রভাস মত্ত যাত্রীগণ—
"জয় বনমাতা!—সুভদ্রা জননী!
হরে! কৃষ্ণ! হরে! পতিতপাবন!"
কোথা বৃদ্ধা নারী কণ্ঠ জড়াইয়া
কহে "বুকে আয়! আয় নীলমণি!"
মাতৃপ্রেমে বৃদ্ধা উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া,
কহে—"আমি তোর যশোদা জননী।
বেঁধেছিনু তোরে, মেরেছিনু তোরে,
তাই ওরে নিরদয় ননীচোর
আসিলি ছাড়িয়া? আয় বুকে আয়!"—
কহে যশোদার ভাবেতে বিভোর।
কহে বৃদ্ধ কেহ নন্দ-প্রেমে ভোর
গলা জড়াইয়া—"গোপাল আমার!
কত কাল হায়! অশ্রু-স্রোত মম
যমুনার স্রোতে বহে অনিবার!"

শ্রীদাম সুদাম ভাবে ভোর কেহ
কহে ডাকি—"ওরে ভাই রে কানাই!
বেলা হ'ল ভাই, চল গোষ্ঠে যাই!
তুই বিনা ভাই! যায় না গাই!"
গোপী-ভাবে ভোর যুবতী সকল
ছাড়ি পতি পুত্র, অবশ প্রাণ,
নাহি লজ্জা ভয় দিয়া আলিঙ্গন,
নাচে হাসে রাসে, গায় প্রেম-গান।
কহে—"পতি পুত্র নাহি পড়ে মনে,
তুমি প্রাণপতি তুমি প্রাণেশ্বর।
কত কাল হায়! জ্বলিনু বিরহে,
জুড়াও এ প্রেম-পিপাসা-কাতর!
ওইত কালিন্দী, জিজ্ঞাস হে শ্যাম!
যমুনা-পুলিনে জিজ্ঞাস আর.
কত অশ্রুধারা ঝরিয়াছে হায়!
আমরা বিরহ-বিধুরা বালার।
দেও আলিঙ্গন জুড়াও এ প্রাণ!
দেও পাদপদ্ম হৃদয়োপর!"
ধরে পাদপদ্ম অনাবৃত বক্ষে,
শোভে পুষ্পপাত্রে ফুল্ল ইন্দীবর।

যেই খানে হরি, উঠিছে সেখানে—
"হরি! কৃষ্ণ! হরি! পতিতপাবন।"
জয় বনমাতা!—সুভদ্রা জননী!"—
উঠে পুণ্যরব বিদারি গগন।
তোলে প্রতিধ্বনি যোজনে যোজনে
ব্যাপিয়া প্রভাস মত্ত যাত্রীগণ—
"জয় বনমাতা!—সুভদ্রা জননী!
হরে! কৃষ্ণ! হরে! পতিতপাবন!"
কোথা বৃদ্ধা নারী কণ্ঠ জড়াইয়া
কহে "বুকে আয়! আয় নীলমণি!"
মাতৃপ্রেমে বৃদ্ধা উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া,
কহে—"আমি তোর যশোদা জননী।
বেঁধেছিনু তোরে, মেরেছিনু তোরে,
তাই ওরে নিরদয় ননীচোর
আসিলি ছাড়িয়া? আয় বুকে আয়!"—
কহে যশোদার ভাবেতে বিভোর।
কহে বৃদ্ধ কেহ নন্দ-প্রেমে ভোর
গলা জড়াইয়া—"গোপাল আমার!
কত কাল হায়! অশ্রু-স্রোত মম
যমুনার স্রোতে বহে অনিবার!"

শ্রীদাম সুদাম ভাবে ভোর কেহ
কহে ডাকি—"ওরে ভাই রে কানাই!
বেলা হ'ল ভাই, চল গোষ্ঠে যাই!
তুই বিনা ভাই! যায় না গাই!"
গোপী-ভাবে ভোর যুবতী সকল
ছাড়ি পতি পুত্র, অবশ প্রাণ,
নাহি লজ্জা ভয় দিয়া আলিঙ্গন,
নাচে হাসে রাসে, গায় প্রেম-গান।
কহে—"পতি পুত্র নাহি পড়ে মনে,
তুমি প্রাণপতি তুমি প্রাণেশ্বর।
কত কাল হায়! জলিনু বিরহে,
জুড়াও এ প্রেম-পিপাসা-কাতর!
ওইত কালিন্দী, জিজ্ঞাস হে শ্যাম!
যমুনা-পুলিনে জিজ্ঞাস আর,
কত অশ্রুধারা ঝরিয়াছে হায়!
আমরা বিরহ-বিধুরা বালার।
দেও আলিঙ্গন জুড়াও এ প্রাণ!
দেও পাদপদ্ম হৃদয়োপর!"
ধরে পাদপদ্ম অনাবৃত বক্ষে,
শোভে পুষ্পপাত্রে ফুল্ল ইন্দীবর।

কেহ বা বিবশা পড়িয়া চরণে,
অঙ্গে অঙ্গে কেহ, কেহ বক্ষোপর,
ভক্তির চরম প্রেমে আত্মহারা ;
আপনি কেশব প্রেমেতে বিভোর !
বহে অশ্রুধারা রমণী-নয়নে,
বহে অশ্রুধারা নয়নে হরির,
"হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !"—গায় নর নারী
নাচে আত্মহারা বহে নেত্রে নীর।
দাঁড়াইলে কৃষ্ণ সলিল সমীপে,
ব্রজকিশোরীর ভাবে নারীগণ
দলে দলে দলে পড়ে সিন্ধুজলে,
কোথায় ভূষণ, কোথায় বসন !
আকণ্ঠ আবক্ষ সলিলে ডুবিয়া,
কহে যোড়করে—"ত্রিভঙ্গ শ্যাম !
কদম্বের ডালে বাজাও বাঁশরী,
ব্রজকিশোরীর জুড়াও প্রাণ !
লও কুল মান, যাহা আছে আর,
লও প্রেম, লও চরণে প্রাণ !"
ভাসে অনুরাগে অধীরা অবলা,
সাগর তরঙ্গে কুসুম রাশি,

"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"—গায়ে তীরে নীরে
নর নারী প্রেম-তরঙ্গে ভাসি।
চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
কেহ কহে—"পিতা আমি পুত্র তব।"
কেহ কহে—"প্রভু! তব দাস আমি
যাবত জীবন চরণে রব।"
কেহ পুষ্পমালা পরায় গলায়,
চাঁচর চূড়ায় পরায় কেহ,
করে পদে, অঙ্গে, দেয় পুষ্পমালা,
চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দেহ।
কেহ দেয় করে সুমোহন বাঁশী,
কেহ দেয় করে পাঁচনি বাড়ি,
কেহ করে তুলি দেয় চারু শিঙ্গা,
ব্রজলীলা-রঙ্গে মত্ত নর নারী।
কোথায় বাৎসল্য তরঙ্গে ভাসিয়া
গায় নর নারী শৈশব লীলা,
গায় গোষ্ঠলীলা কোথায় আবার
সখ্য প্রেমোচ্ছ্বাসে দ্রবিয়া শিলা।
গায় রাসলীলা হইয়া তন্ময়
কান্ত ও মধুর প্রেমে বিহ্বল;

কোথায় বা গায় কুরুক্ষেত্র লীলা
শান্ত দাস্য প্রেমে নেত্র ছল ছল।
সকলেই দেখে আপন গলায়,
অঙ্কে, বক্ষে, কৃষ্ণ করিছে বিহার।
কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো সখা,
কারো প্রাণপতি, প্রণয়ী কাহার।
এরূপে বাৎসল্য, শান্ত, দাস্য, সখ্য,
কান্ত ও মধুর প্রেমে ভাসমান
পবিত্র প্রভাস—নব বৃন্দাবন,
প্রেমে সিন্ধু আজি বহিছে উজান।
লক্ষ লক্ষ যাত্রী ব্যাপিয়া প্রভাস
প্রেমের সাগরে মত্ত ভাসমান,
করিতেছে পান অজস্র ধারায়,—
কিবা মহাসিন্ধু!—কি মহাপান!
মানব সিন্ধুর প্রেমের তরঙ্গে
ভাসিয়া ভাসিয়া করি দিবাতীত,
আসিলেন কৃষ্ণ ফিরিয়া শিবিরে,
জুড়ায়ে তাপিত, উদ্ধারি পতিত।
প্রেমের আবেশে আপনি অধীর
শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া হরি,

দেখিলা অনন্ত সিন্ধুর সৈকতে
মানব-সিন্ধুর অনন্ত লহরী।
অনন্ত যন্ত্রের অনন্ত সঙ্গীত
ছুটিছে মধুরে লহরে লহরে।
লহরে লহরে বক্ষে সঙ্গীতের
বহিছে ছুটিয়া—"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"
নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, নাহি অবসাদ,
আর্য্য কি অনার্য্য নাহি কিছু জ্ঞান,
গাইছে নাচিছে গলাগলি করি,
করিতেছে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান।
যোগী সংখ্যাতীত বসি স্থানে স্থানে
ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে করে গীতা গান,
কেহ বা যোগস্থ, সমাধিস্থ কেহ,
করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।
কুরুক্ষেত্র পূর্ব্বে অন্তর বিগ্রহে
যে বাণিজ্যে ক্ষেত্র ছিল মরুময়,
আজি সেই ক্ষেত্র মহারত্নাকর,
অনন্ত রত্নের অনন্ত আলয়।
আসিন্ধু অচল ব্যাপি মহাস্রোতে,
ঢালিয়াছে রত্ন সেই রত্নাকর

প্রভাসে অজস্র, বিপণিমালায়
দিগন্ত সজ্জিত, কি শোভা সুন্দর!
বিহ্বল বিক্রেতা গায়ে কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম-ক্রেতা পাইছে বিহ্বল,
পণ্য কৃষ্ণনাম, মূল্য কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণ-প্রেম যেন বাণিজ্য সম্বল।
দেখিলেন হরি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম,
তিন মহাস্রোতে করিয়া প্লাবিত
সমগ্র ভারত, আজি এ প্রভাসে
কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে হয়েছে মিলিত।
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে আকুল উচ্ছ্বাসে
কহে শৈল দর দর দুনয়ন—
"দেখ নরনাথ! দেখ নারায়ণ!—
আর্য্য অনার্য্যের প্রেম সম্মিলন!
ত্রিযুগের হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ,
তব প্রেম-স্রোতে গিয়াছে ভাসি।
দেখ ধর্ম্মরাজ্য!—প্রেম রাজ্য তব!
কি প্রেম!—কি শান্তি!—অমৃতরাশি!"
কহিলেন হরি প্রেমের উচ্ছ্বাসে
আকুল আনন্দে অধীর প্রাণ—

"এ যে প্রেম-রাজ্য ভদ্রা শৈলজার!
শৈল! আজি মম পূর্ণ মনস্কাম।"
আকুল উচ্ছ্বাসে পড়িয়া চরণে
কহিলা উদ্ধব—"পূর্ণ মনস্কাম
উদ্ধবের আজি! দেখিল এ লীলা,
বিদায় তাহারে দেও ভগবান!"
কহিলেন কৃষ্ণ—"উদ্ধব! উদ্ধব!
এক মাত্র তুমি সখা দ্বারকায়।
সায়াহ্ন জীবনে একই সান্ত্বনা,
যাইও না তুমি ছাড়িয়া আমায়।
ব্রজের উচ্ছ্বাসে উদ্ধব! আমার
আজি উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত প্রাণ।
নাহি নন্দ পিতা, যশোদা জননী,
নাহি সখা মম শ্রীদাম সুদাম।
গোষ্ঠের সঙ্গিনী, বন-বিহারিণী
প্রেমের প্রতিমা কিশোরীগণ,
ভক্তিবিলাসিনী, নাহি মম আর,
নাহি সে যমুনা, নাহি বৃন্দাবন।
ব্রজের সে খেলা সাঙ্গ বহু দিন,
সে প্রেম-স্বপন হইয়াছে শেষ।

সেই বনমালা গেছে শুকাইয়া,
বাজে না সে বাঁশী, নাহি সেই বেশ।
ছাড়ি প্রেমময় বক্ষ যশোদার,
জনক নন্দের অঙ্ক প্রেমময়,
ছাড়ি প্রেমময় ব্রজের রাখাল,
ছাড়ি প্রেমময়ী কিশোরী-হৃদয়,
উদ্ধব! উদ্ধব! ছাড়িয়া আমার
প্রেমের প্রবাহ গাভী বৎসগণ,
ছাড়ি প্রেমময়ী যমুনা আমার,
প্রেম-পুষ্পময় ছাড়ি বৃন্দাবন,
কি মহা মরুতে দিয়াছিনু ঝাঁপ!
দুই ভুজ মম পার্থ দ্বৈপায়ন;
দুই ভুজ বলে জ্বালাইনু হায়!
কত কুরুক্ষেত্র খাণ্ডব ভীষণ!
সেই মরুভূমি, সেই বনভূমি,
আসিন্ধু হিমাদ্রি হইলে উদ্ধার,
অন্য দুই ভুজ লতা ভদ্রা শৈল
স্বজিয়াছে কিবা প্রেম-পারাবার!
আজি চতুর্ভুজ মূরতি আমার
গদা পার্থ-বল, শঙ্খ গীতা আর,

সুভদ্রার বক্ষ শান্তি শতদল,
প্রেম মধুচক্র বক্ষ শৈলজার।
পূর্ণ আজি মম জীবনের ব্রত,
পূর্ণ দ্বাপরের নিয়তি কঠোর,
অধর্ম্মের কৃষ্ণপক্ষ ঘোরতর,
হইল নীরবে কুরুক্ষেত্রে ভোর!
আত্ম-বলিদান দিয়া অভিমন্যু
যেই শুক্লপক্ষ করিল সঞ্চার,
পবিত্র প্রভাসে হইল উদিত
সুশীতল পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমার।
কি চন্দ্র শীতল! কি শান্তি জ্যোৎস্না!
কি ঘোর ঝটিকা অমাবস্যা পরে!
যেও না উদ্ধব ছাড়িয়া আমায়
এ মহা উচ্ছ্বাসে, নিষ্ঠুর অন্তরে
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
প্রভাস সিন্ধুর গর্ভে ভাসমান
কিবা পূর্ণচন্দ্র, মহাকাল গর্ভে
নব মহাধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান।
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
আসিন্ধু অচল শান্তি জ্যোৎস্নার

ভাসিছে ভারত ; ধর্ম্ম-শশধর
বর্ষিতেছে সুধা অনন্ত ধারায় !
দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
প্রভাস সাগর কত ক্ষুদ্রতর।
অভিন্ন আর্য্য ও অনার্য্য হৃদয়,
অনন্ত প্রেমের কি মহাসাগর !
কহিল উদ্ধব যোড়করে পুনঃ—
"কৃপাসিন্ধু ! দাসে হইয়া নিদয়,
রাজনীতি মরুভূমিতে তাহার
একটি জীবন করিতেছ ক্ষয় !
দেখাইয়া তারে মূরতি কঠোর,
করেছ কঠোর হৃদয় তাহার
মহামরুভূমি ! আজি সে মরুতে
একটি নির্ঝর হয়েছে সঞ্চার।
পান করি এই সুশীতল নীর
কি শান্তি জীবনে হয়েছে সঞ্চার,
পড়িয়াছে খসি নেত্র-আবরণ
কি স্বর্গ খুলেছে নয়নে আমার !
যাইব গোপাল ! তব বৃন্দাবনে,
যমুনার তীরে যাইব তোমার,

ভ্রমি কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনা-পুলিনে,
শুনিব তোমার বাঁশীর ঝঙ্কার।
পিতা নন্দ তব, জননী যশোদা,
দেখিব তোমার বিরহ-বিধুর।
দেখিব শ্রীদাম দেখিব সুদাম,
সেই গোষ্ঠ-লীলা দেখিব মধুর।
যমুনা-পুলিনে বিরহ-বিধুরা
ব্রজের কিশোরী হারাইয়া শ্যাম,
দেখিয়া নয়নে, পড়িয়া চরণে,
চাহিব কাতরে তব প্রেম দান।
বিদায় এ দাসে দেও দয়াময়!
দিয়া পাদপদ্ম পাষাণ উদ্ধার
কর এ দ্বাপরে!"—কাতরে কাঁদিয়া
পড়িল উদ্ধব চরণে আবার।
ব্রজের স্মৃতিতে কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত
কহিলেন কৃষ্ণ করুণ-হৃদয়,—
"কে দেখিতে যায় বল না, উদ্ধব!
উৎসবের অন্তে উৎসব আলয়?
কে দেখিতে যায় বল রঙ্গালয়,
হইলে উদ্ধব! অভিনয় শেষ?

ব্রজের উৎসব হইয়াছে শেষ,
নাহি সেই গীত, নাহি সেই বেশ।
বহু দিন গত যবনিকা হায়!
পড়িয়াছে, আজ শূন্য রঙ্গালয়!
কি দেখিতে বল যাইবে উদ্ধব!
নাহি অভিনেতৃ, নাহি অভিনয়।
যে ক্ষুদ্র নির্ঝরে জন্মিলা জাহ্নবী,
রহিলা কি রুদ্ধ সেই নিরঝরে?
উড়াইয়া শৈল, জুড়াইয়া মরু,
পতিতপাবনী মিশিলা সাগরে।
ক্ষুদ্র বৃন্দাবনে—ক্ষুদ্র নিরঝরে—
গোপের গোপীর হৃদয়ে তরল
যে প্রেম-জাহ্নবী জন্মিলা উদ্ধব!
ষড়মুখী, করি অশান্তি অনল
নির্ব্বাপিত, ঘোর অধর্ম্মের শৈল
বলে কুরুক্ষেত্রে করি বিতাড়িত;
জুড়াই তাপিত, উদ্ধারি পতিত,
হইল প্রভাসে সাগরে মিলিত।
বিশ্ব চরাচর আজি বৃন্দাবন,
মহাকাল ধারা যমুনা তাহার,

নর নারী নন্দ, যশোদা জননী,
নর নারী গোপ-কুমারী কুমার।
ব্রজ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস,—ত্রিভঙ্গ ;
নবধর্ম্ম, মম কদম্ব শীতল ;
নর নারী প্রেম, চারু বনমালা ;
বাঁশী, বিশ্ব-কণ্ঠ বাজে অবিরল।
দেখ কি মধুর এই বৃন্দাবন !
কি মাধুরী এই যমুনা বয় !
দেখ কি ত্রিভঙ্গ ! কদম্ব সুন্দর !
শুন কি বাঁশরী মাধুরীময় !"
কহিল উদ্ধব—"পারিল না পার্থ
বুঝিতে, সহিতে, নর-নারায়ণ !
যেই বিশ্বরূপ, সে অনন্ত রূপ
কেমনে উদ্ধব করিবে ধারণ ?
যেই সৌর রাজ্যে, অনন্ত অসীম,
আদিত্য আপনি যান হারাইয়া,
কি বুঝিবে তাহা পতঙ্গ খদ্যোত,
ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী আলোক লইয়া ?
হায় ! বিনা শিক্ষা, বিনা সাধনায়,
না পারি লভিতে ক্ষুদ্র শিল্পজ্ঞান ;

বিনা শিক্ষা, আমি বিনা সাধনায়,
অনন্ত অচিন্ত্য পূর্ণ ভগবান
বুঝিব কেমনে? লঙ্ঘিয়া কেমনে
অনন্ত জ্ঞানের মহাপারাবার,
দেখিবে তোমার চিদানন্দ রূপ?—
এখনো উদ্ধব শিখেনি সাঁতার।
ভাষার, শিল্পের, চিত্র, সঙ্গীতের,
রয়েছে অক্ষর, রয়েছে বিধান;
অক্ষর বিধান আছে সেই রূপে
লভিতে অনন্ত তব তত্ত্বজ্ঞান।
আজি এ প্রভাসে পেয়েছি অক্ষর,
এ প্রভাসে আজি পেয়েছি বিধান,
বুঝিয়াছি তুমি জ্ঞানের অতীত,
ভক্তির অতীত নহ ভগবান!
তব ভক্তি-ক্ষেত্র, প্রেম ক্ষেত্র-তব,
যাব বৃন্দাবনে, ভজিব তোমায়।
তুমি হবে প্রভু, আমি হব দাস,
পরে পুত্র, তুমি পিতা করুণায়।
আমি পিতা মাতা কিছুদিন পরে,
তুমি ননীচোরা দুলাল আমার,

পরে প্রেমময় সখা দুই জন,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে প্রেমে করিব বিহার।
তখন হইবে তুমি প্রাণপতি,
আমি প্রাণ-পত্নী হইব তোমার ;
তুমি যে রমণ, রমণী যে আমি,
এই জ্ঞান শেষে রবে না আর।
ভক্ত ভগবান, প্রেমিকা প্রেমিক,
হইব চিন্ময়, আনন্দময়,
রাস নিশি শেষে , চরণে বিদায়
লইল উদ্ধব, করুণাময় !”
চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
পবিত্র ধূলায় ধূসরিত কায়,
“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গর্জ্জি বাহু তুলি’
উদ্ধব নাচিয়া নাচিয়া যায়।
“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গর্জ্জিল প্রভাস,
ছুটিল উন্মত্ত নরনারীগণ
উদ্ধবে বেড়িয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
ফুল্ল জ্যোৎস্নায়, অতুল দর্শন।
“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গায় দীন কবি,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে আনন্দে বিহ্বল,

উদ্ধব! তাহারে নেও বৃন্দাবনে,
দেখ বক্ষ ভাসি বহে অশ্রুজল!
আমিও উদ্ধব! তোমার মতন
রাজনীতি মহা মরুতে পড়িয়া,
কাটাইনু এই একটি জীবন,
শত মনস্তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া।
প্রেম-পিপাসায় এ তাপিত প্রাণ
বড়ই কাতর, পিপাসাতুর;
উদ্ধব! আমায় নেও বৃন্দাবনে,
সেই ব্রজলীলা দেখিব মধুর।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বসি এক ধ্যানে
দেখিয়াছি সেই লীলা চিন্তাতীত;
পাইয়াছি শান্তি মরুদগ্ধ প্রাণে,
হয় নাই তবু তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত।
উদ্ধব! আমারে নেও বৃন্দাবনে!
সেই ব্রজলীলা দেখিয়া মধুর
জুড়াইব প্রাণ,—মরুদগ্ধ প্রাণ
বড়ই কাতর, বড় তৃষ্ণাতুর!

ষষ্ঠ সর্গ।

প্রতিজ্ঞা।

"বনবালা ! বনবালা ! কত কাল আর
এই পিপাসা অনল
বহিব এ মরু-বুকে ?—বহিব শোণিতে
এই অনল তরল ?"—

অতীত প্রহর নিশি, ফুল্ল নীলাম্বরে মিশি'
হাসিতেছে বৈশাখের প্রফুল্ল চন্দ্রিমা ;
নীলাম্বুর নীলিমায়, উচ্ছ্বসিত মহিমায়,
ভাসিতেছে সেই হাসি পূর্ণ মধুরিমা।
বৈশাখের পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সুধাধার,
সমুজ্জ্বল সে সুধায় প্লাবিত আকাশ ;

প্লাবিয়া আকাশ অঙ্গ, শীতল সুধাতরঙ্গ
তুলিয়াছে সিন্ধুনীরে কি সুধা-উচ্ছ্বাস!
নারী-মুখ সুধাকর চাহি সেই শশধর,
রূপের সুধায় মুখ পূর্ণিত প্লাবিত;
প্লাবি মুখ নীলাম্বর, ঝরিতেছে সুধা-কর
চন্দ্র-দীপ্ত সিন্ধুতীর করি আলোকিত।
সিন্ধুতীরে শিলাসনে, বিস্ফারিত দুনয়নে,
বসি বামা, নারী-গর্ব্বে প্রদীপ্ত নয়ন;
নারীগর্ব্বে পূর্ণ মুখ, পূর্ণিত পীবর বুক,
শোভিছে বিদ্যুৎদীপ্ত মেঘখণ্ড সম।
অনার্য্যের সেনাপতি সাজিয়াছে রূপবতী,
কেশের উষ্ণীষ শোভে ললাট উপর;
উষ্ণীষে চূড়ার শোভা চন্দ্রকরে মনোলোভা,
উরস্ত্রাণাবৃত উচ্চ উরস সুন্দর।
পৃষ্ঠে তূণ, শরাসন, নিদ্রিত ভুজঙ্গ সম,
কটিবন্ধে ক্ষীণ কটি শোভে ক্ষীণতর;
খচিত কোষে ঝলসি নিতম্ব-বিলম্বী অসি,
শোভিছে সফণা ফণী তীব্র বিষধর।
শোভে ভুজে সুকুমার—মনমথ-কণ্ঠহার—
রতন কঙ্কণ কিবা আদরে আবরি'!

সুপ্রকোষ্ঠে মনোলোভা, বিলোল বলয়-শোভা,
খেলে কর সঞ্চালনে কিবা লীলা করি!
কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় খেলে কিবা লীলাময়!
সুগোল কোমল কণ্ঠে কণ্ঠী মনোহর;
কোমল কৌষিক শোভা কি ঊরুতে মনোলোভা!
সুগোল চরণে শোভে মঞ্জীর মুখর।
রয়েছে ঈষদ হাসি অধর কোণায় ভাসি,
চাহি চন্দ্র পানে বামা বসি অবিচল,
চাহি সেই মুখ পানে, অধীর মদিরা পানে,
বসি শিলাতলে কহে সাত্যকি বিহ্বল।—
"বনবালা! বনবালা! কত কাল আর
এই পিপাসা অনল
বহিব এ মরুবুকে?—বহিব শোণিতে
এই অনল তরল?
কত কাল!—এক দিন নিদাঘ নিশীথে
শয্যা-কক্ষে, স্বপনে যেমন,
অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি নীলিমা মাধুরী
দেখিলাম, মেলিয়া নয়ন।
নয়ন না পালটিতে চপলার মত
হইল অন্তর সুলোচনা।

ভাবিলাম স্বপ্নদেবী হইয়া কি মূর্ত্তিমতী
করিলেন আমারে ছলনা !
বিস্মিত ত্যজিয়া শয্যা, স্বপনে যেমন,
কক্ষ হইতে হইয়া বাহির
দেখিলাম, অশ্বপৃষ্ঠে অপূর্ব্ব কৌশলে
বীরবালা লঙ্ঘিল প্রাচীর।
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত, দেহ রোমাঞ্চিত,
দাঁড়াইয়া অচেতন প্রায়,
ভাবিলাম,—এ কি স্বপ্ন! কিম্বা কোন দেবী
এইরূপে ছলিল আমায় !
একি দৃশ্য ! কি রহস্য !—চিন্তি সারানিশি,
দেখিলাম প্রভাতে উঠিয়া,
নহে স্বপ্ন, প্রাচীরের মূলে তুরঙ্গের
পদ-চিহ্ন রয়েছে পড়িয়া।
কে রমণী ? কেন কক্ষে পশিয়া গোপনে
এই রূপে হ'ল অন্তর্হিত ?
সেই অশ্ব-পদ-চিহ্ন হৃদয়ে আমার
হায় ! যেন হইল অঙ্কিত।
বুকের উপর দিয়া তুরঙ্গ-বাহিনী
যেন বেগে গিয়াছে চলিয়া,

কি যেন মদির স্মৃতি, অজ্ঞাত উচ্ছ্বাস,
রূপ-স্বপ্ন, গিয়াছে রাখিয়া।
কি যেন দারুণ ব্যথা মরমে মরমে
অকস্মাত হইল সঞ্চার;
কি যেন আবেশে দেহ হইল অবশ,
প্রাণে যেন কিবা হাহাকার!
কত দিন, কত নিশি, এই রূপে হায়!
বাণ-বিদ্ধ কপোতের মত,
কাটিলাম যাতনায়, দিবা অনাহারে,
যাতনায় নিশি অনিদ্রিত!
দেখিলাম কত বার, বিদ্যুৎবিক্ষেপী
নবীন নীরদময়ী বালা
দাঁড়াইয়া কক্ষে মম, বিদ্যুৎবিক্ষেপে
অন্ধকার কক্ষ করি আলা।
ছুটিলাম উন্মত্তের মত কত বার
ধরিতে সে দীপ্তা কাদম্বিনী;
ধরিলাম,—কিন্তু কই? কক্ষ অন্ধকার
ছলিয়াছে ভ্রান্তি মায়াবিনী।
দিবা নিশি কত বার, হায়! শত বার,
আরোহিয়া অট্টালিকা-শির,

দেখিতাম আত্মহারা নেত্রে অনিমিষ
সেই অশ্ব লঙ্ঘে কি প্রাচীর !
একদা নিশিতে যেন দেখিনু রমণী
সেই রূপে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া,
বকুলে বাঁধিয়া অশ্ব, কৃষ্ণের প্রাসাদে
সশঙ্কিতা যাইছে চলিয়া।
ছুটিলাম হৃদয়ের আবেগের বশে
শরাসন-ভ্রষ্ট শর মত,
শুনি পদ-শব্দ মম অশ্বারূঢ়া বামা
উল্কাবৎ হ'ল অন্তর্হিত।
ছিল সুসজ্জিত অশ্ব নিকটে আমার,
অশ্ব-পৃষ্ঠে লঙ্ঘিয়া প্রাচীর
ছুটিনু, ছুটিল বেগে তুরঙ্গ যুগল
অন্ধকারে যেন দুই তীর।
বায়ুগামী তুরঙ্গের ঘোর হ্রেষারব
ঘন ঘন উঠিছে ভাসিয়া
নৈশ নীরবতা বক্ষে, অশ্ব-পদাঘাতে
অগ্নি-কণা পড়িছে ছুটিয়া।
কিবা অশ্ব-সঞ্চালন! কত ক্ষুদ্র স্রোত,
কত বিঘ্ন, করি উল্লঙ্ঘন

ছুটিয়াছে বীরাঙ্গনা, বসি অশ্বে বামা
চারু শৈল প্রতিমা যেমন।
এইরূপে বহু ক্রোশ তুরঙ্গ যুগল
মহাবেগে করি অতিক্রম,
প্রসারিত পদোপরে অবসন্ন পড়ি,
অকস্মাত ত্যজিল জীবন।
এক লম্ফে পড়ি ভূমে ফিরাইয়া মুখ,
রাখি বক্ষে করোপরে কর,
দাঁড়াইয়া বীরবালা, যেন বনকুরঙ্গিণী
ব্যাধ অগ্রে সংগ্রাম-তৎপর।
আঁধার নির্ম্মলা নিশি; জ্বলিছে আকাশে
দীপালোক অসংখ্য নীরব;
সেই আলো অন্ধকারে মরি! কিবা রূপ!
ভূতলের অতুল বিভব!
বিমুক্ত কুন্তল পটে শোভিতেছে কিবা
স্বেদ-সিক্ত বদন সুন্দর!
শ্যাম চিত্র-পটে শিল্পী রেখেছে আঁকিয়া
যেন পূর্ণ নীল শশধর।
সমেখলা কটিবন্ধে, উচ্চ কটিতটে,
আঁধারে ঝলসে ভীমা অসি;

অশ্ব-সঞ্চালন বেগে দীর্ঘ কৃষ্ণ বেণী
পীণ বক্ষে পড়িয়াছে খসি।
অশ্ব-সঞ্চালন-শ্রমে উঠিছে, পড়িছে,
লীলা করি উন্নত উরস;
তরঙ্গিত সরোবরে উঠিছে, পড়িছে,
ফুটোন্মুখ যুগ্ম তামরস।
বিস্মিত, স্তম্ভিত, চাহি নির্ভীক মূরতি
দাঁড়াইয়া দলিতা ফণিনী,
জিজ্ঞাসিনু,—'কহ তুমি দেবী কি মানবী?'
'কহিব না'—কহিল গর্ব্বিণী।
'কিবা জাতি?'—'কহিব না।' 'কি নাম তোমার?'
'কহিব না'—সুদৃঢ় উত্তর।
'কেন এই নিশি-যান তব?'—'কহিব না।'
বজ্রকণ্ঠে কাঁপিল অন্তর।
'তবে গুপ্ত চর তুমি ধরিব তোমায়;'—
'ধর শক্তি যদি থাকে তব!'
'জান কি সাত্যকি আমি বীরচূড়ামণি?'
'জানি'—বামা রহিল নীরব।
'সিংহের সহিত ক্রীড়া!'—'আমিও সিংহিনী।'
'খোল তবে অসি তীক্ষ্ণ ধার!'—

'খুলিব না, হান অসি! পাতিয়াছি বুক!
কাপুরুষ ঘোষিবে সংসার।'
কি ঘোর সংকট! কিবা মূর্ত্তি গরবিণী,
শিলা সম দাঁড়ায়ে নির্ভীক!
কি রূপ বিদ্যুতপ্রভা! ধাঁধিল নয়ন;
ঘুরিতে লাগিল চারিদিক।
কি যেন মদিরা-স্রোত ছুটিল শোণিতে,
দেহ মম অবশ অধীর,
কহিলাম—'নারী-রত্ন! মানিলাম পরাজয়;
এইরূপ নহে অবনীর!
হৃদয় বিজিত ক্ষত রক্তজবা সম
রূপ-পাত্রে লও উপহার।'—
'লইলাম;—এইখানে এমন সময়ে
পক্ষান্তরে মিলিব আবার!'
সগর্ব্বে ফিরায়ে মুখ চলিল মন্থরে,
কি গর্ব্বিত সুন্দর গমন!
কি গর্ব্বিত দেহভঙ্গি, রূপ-গরবের
অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ কেমন!
রূপের তরঙ্গ-লীলা, চাহিতে চাহিতে,
মিশাইল নৈশ অন্ধকারে;

অস্ত গেল চন্দ্র মম হৃদয়-আকাশে,
অন্ধকারে আবরি তাহারে।
আত্মহারা কিছুক্ষণ ভ্রমি, শিলাখণ্ডে
রাখি মম অবসন্ন শির,
বসিলাম ধরাতলে, অবসন্ন দেহে
শোণিতপ্রবাহ যেন স্থির।
চাহিলাম নীলাকাশ, দেখিলাম যেন
নিবিয়াছে তারকা সকল,
মূর্ত্তিমতী নিশাদেবী শোভিতেছে বামা,
নীলাকাশ করিয়া উজ্জ্বল।
সেই স্মৃতি করিতেছে অবশ হৃদয়,—
দেও সুরা-পাত্র, বনবালা!
অধর-মদিরা মাখি! জলিল এ প্রাণে
নিদারুণ সেই স্মৃতিজ্বালা।"

ঢালি সুরাপাত্রে সুরা, পান করি বামা,
সাত্যকিরে করিল অর্পণ;
পান করি কহে—"উহু! কিবা তীব্র সুরা!
তরল বিদ্যুত অনুপম!—

মিলিলাম পক্ষান্তরে, মিলিলাম আর
কত স্থানে, হায়! কত বার!
প্রহেলিকা স্বরূপিণী এখনো যে তুমি!—
পূরিল না পিপাসা আমার।
মন্ত্র-মুগ্ধ ফণী মত এই দীর্ঘ কাল
চলিয়াছি ইঙ্গিতে তোমার,
তোমার ইঙ্গিতে আমি করিয়াছি হায়!
কি নরক যাদব-সংসার!
তোমার ইঙ্গিতে হায়! স্থাপিনু গোপনে
দ্বারকায় শৌণ্ডিক-আলয়;
রাখিলাম লুকাইয়া দ্বারকা নগরে
সর্পী-সম শৌণ্ডিক নিচয়।
অনার্য্যার সুরা-সুধা, রূপ-সুধা আর,
গরলে গরল উগ্র মিশি,
উন্মত্ত যাদবকুল দুই মহাবিষ
হায়! পান করি অহর্নিশি!
অনার্য্যার প্রেমানল, অনার্য্যার সুরানল,
হিংসা-কুণ্ড করি প্রজ্বলিত,
পুড়িছে যাদবকুল; কৃষ্ণের শাসনে
হইল না অগ্নি নির্ব্বাপিত।

নাহি সে শৌণ্ডিকালয়, তথাপি গোপনে
করিতেছে তুই বিষ পান ;
দ্বারকা অশান্তিপূর্ণ, না জানি ঘটিবে
যাদবের কিবা পরিণাম !
কঁহিলে—'অনার্য্য জাতি, যারা এক দিন
ছিল এই ভারত-ঈশ্বর,
হইয়াছে অন্নাভাবে হা অদৃষ্ট ! তারা
হীনজীবী শৌণ্ডিক ইতর !
তুমি কুরুক্ষেত্র-জয়ী, করুণ-হৃদয়,
শ্রীকৃষ্ণের ভুজ অন্যতর ;
অনার্য্যেরে দেও ছায়া ! হও যদুপুরে
অনার্য্য-আশ্রয় তরুবর !
অনূঢ়া অনার্য্য-রাণী,—এই হেতু তার
তব কক্ষে নৈশ অভিসার।
দেও ভিক্ষা ! যথাকালে দিবে পদে তব
জীবন, সর্ব্বস্ব, অনূঢ়ার।'—
দেও সুরাপাত্র !—আহা ! কি তীব্র অনল !—
কাল পূর্ণ হয়েছে কি বল ?
তাই কি প্রেরিলে পত্র ? নাহি পারি আর
সহিতে এ পিপাসা অনল।"

আবার মদিরা পান, সুরা বিনিময়
দুই জনে আবার আবার ;
বিলোল কটাক্ষ সহ কি লীলা করিয়া
দেয় বামা পাত্র মদিরার !

কহিল রমণী,—কিবা কণ্ঠ প্রেমময় !
বিলাস-বিহ্বল মদিরায়,—
"বীরেন্দ্র ! এ দীর্ঘ কালে বল কি তোমার
এই ভ্রান্তি ঘুচিল না হায় !
তুমি আর্য্য-কুল-রবি প্রখর উজ্জ্বল,
পতিতা অনার্য্যা আমি আর,
আর্য্যের উদ্যান-ভৃঙ্গ,—তব বাঞ্ছনীয়
আছে কিবা আমি অনার্য্যার ?"
সুরা-শ্লথ কণ্ঠে মত্ত কহে যুযুধান,—
"নীলাব্জের লীলা নীলিমার
দেখি নাই যত দিন, ভাবিতাম মনে
তামরস ত্রিদিব শোভার।
শ্যামাঙ্গিনী অনার্য্যার রূপে যে মদিরা,
আছে যেই লালসা প্রখরা,
গৌরাঙ্গিনী আর্য্যবালা-রূপ জ্যোৎস্নায়

নাহি সেই লাবণ্য মুখরা।
অনার্য্যা কানন-বালা কানন-মদিরা,
বিদ্যুৎ-পূরিতা উগ্র সুরা,
উদ্যান দাড়িম্ব-সুধা আর্য্যা বামাঙ্গিনী,—
পুষ্প-সুধা কোমলা মধুরা।
প্রৌঢ় আমি, করিয়াছে তব রূপ প্রাণে
কি বিদ্যুৎ আবেগ সঞ্চার,
নব যুবকের মত আত্মহারা আমি,
প্রাণ মম মরু পিপাসার!
কে বলে যৌবন মাত্র প্রেমের সময়?
পারে নদ মধ্যম জীবনে
দেখাতে কি সেই লীলা, তরঙ্গ উত্তাল,
খেলে যাহা সাগর-সঙ্গমে?
প্রৌঢ়ে মম যে তরঙ্গ, উত্তাল উচ্ছ্বাস,
খেলিতেছে হৃদয়ে আমার,
যৌবনের সে উচ্ছ্বাস, ক্ষুদ্র জলক্রীড়া
বালকের তুলনায় তার।
প্রভাসের সিন্ধু সম অনন্ত অতল
আজি প্রেম-সাগর আমার;
তব পূর্ণচন্দ্র-মুখ তীব্র আকর্ষণে

করিছে কি লহরী সঞ্চার!
দেও সুরা পাত্র,—সুরা চুম্বি প্রেমাবেশে!
অহো! কিবা সুধা তীব্রতর।
ঢালিয়াছে, প্রেমময়ি! অধর তোমার!
কি আনন্দে ভাসিতেছে ধরা!
কি সুন্দর! কি সুন্দর! ওই মুখখানি!
মন্মথের কি লীলা-কমল
শোভিতেছে চন্দ্র করে! ললাট, কপোল,
মাধুরীর স্বর্গ সমুজ্জ্বল!
মদিরাক্ত দুনয়নে কি অরুণ আভা!
কি আবেশে হয়েছে পূরিত!
অরুণ আবেশময় কটাক্ষ বিলোল
কি তাড়িত করিছে সিঞ্চিত!
ছদ্মবেশে কিবা শোভা অঙ্গে মনোলোভা!
কি তরঙ্গ-রঙ্গ কালজয়ী!
এই দীর্ঘ কাল দেখি ক্রমে পূর্ণতর,
আজি পূর্ণতম প্রেমময়ী!
আজি সেই পূর্ণতায় অভুক্ত সুধার
প্রাণ মম হয়েছে বিকল।
এস প্রিয়ে! এস প্রিয়ে!"—বাড়াইল কর

স্থরামত্ত সাত্যকি বিহ্বল।
বিজলীর মত কারু পড়িল সরিয়া,
দাঁড়াইল নিষ্কোষিয়া অসি।
জানু পাতি ভূমিতলে বসিয়া সাত্যকি
কহে—"ক্ষম প্রেয়সি! প্রেয়সি!"
কহে কারু—"এত দিনে বুঝিলে না তুমি,
নারীত্ব—সতীত্ব—অনার্য্যার
এমন সুলভ নহে, বন-ভুজঙ্গিনী
না দেয় মস্তক মণি তার
থাকিতে জীবন দেহে। হও অগ্রসর,
এই অসি হৃদয়ে তোমার
পশিবে আমূল, অসি পশিবে আমূল
এ গর্ব্বিত হৃদয়ে আমার!
স্থির হও! শুন তবে! এই প্রহেলিকা
যথাকালে খুলিব এখন,
ডাকিয়াছি সেই হেতু; শুধু তব তরে
এত দিন রেখেছি গোপন।
শুন তবে! এক দিন নৈশ অভিসারে
কৃতবর্ম্মা দেখিল আমায়,
করি অশ্ব-অনুসার ধরিল পাপিষ্ঠ,

পরাজিয়া যুদ্ধে অবলায়।
কহিল—'আমায় বর! দিব ভিক্ষা প্রাণ;
নহে প্রাণ সতীত্ব সহিত
হরিব,—খাইব মধু, করি নিষ্পীড়িত
এই পুষ্প সুধায় পূরিত।'
রক্ষিতে সতীত্ব,—প্রাণ তুচ্ছ অনার্য্যার,—
কহিলাম—'প্রণয়ী আমার
যদুকুল অবতংস বীরেন্দ্র শৌনেয়;
আমি নারী অস্পৃশ্য তোমার।"
কিবা উপহাস হাসি হাসি দুরাচার,
পশু সম করি ব্যবহার,
'সাত্যকি বীরেন্দ্র যদি'—কহিল হাসিয়া—
'কাপুরুষ জগতে কে আর?'
মাগিলাম নিরুপায় সময় তখন,
মহা সত্য করিয়া কঠোর;
সেইকাল হবে পূর্ণ, পূর্ণ শশধর
গেলে অস্ত; হবে স্বপ্ন ভোর!"
পদাহত ফণীমত সাত্যকি উঠিয়া
গরজিল নিষ্কোষিয়া অসি—
"নহে আমি যুযুধান, কৃতবর্ম্মা-শির

এ নিশিতে নাহি পড়ে খসি !
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা ! আজি কাপুরুষ
শতবার ডাকিব তাহায় ;
সাত্যকি কি কৃতবর্ম্মা রজনী প্রভাতে
রহিবে না প্রেয়সি ! ধরায়।
"বিদ্যুৎ !"—ডাকিল বীর, হ্রেষিয়া তুরঙ্গ
বন হ'তে আসিল ছুটিয়া ;
সাত্যকি উঠিল লম্ফে, লুকা'ল বিদ্যুৎ
জ্যোৎস্নায় বিদ্যুৎ খেলিয়া।

বন হ'তে সেনাপতি তক্ষক আসিয়া
কহিল কারুর পদে পড়ি,—
"উৎসবের সন্নিকটে সৈন্য সুসজ্জিত,
নাগ-মাতা চল ত্বরা করি !"
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, নাচিল সাগর,
পুনঃ প্রকম্পনে ঘোরতর,
আসিছে তরঙ্গমালা ভাসাইয়া বেলা,
অশ্বে কারু ছুটিল সত্বর।



সপ্তম সর্গ।

লীলা শেষ।

হাসিছে প্রভাস ; নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
মধ্য নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র বসন্তের
করি সমুজ্জ্বল উর্দ্ধে আকাশ মণ্ডল,—
চারু চন্দ্রাতপ নীল অমৃতে রঞ্জিত,
নিম্নে মহাসিন্ধু নীলামৃতে তরঙ্গিত।
শিবির অনতি দূরে ধবল বেলায়—
যূথিকার পুষ্পাসন ধৌত চন্দ্রকরে,
বসি নর-নারায়ণ, বেদি নীলোৎপলে,
মানব অদৃষ্টাকাশ করি সমুজ্জ্বল,
করি সমুজ্জ্বল মহাকাল পারাবার।
নীলমণিময় দেহ-তীর্থের অন্তরে
যেন শত পূর্ণচন্দ্র হইয়া উদিত,

করিতেছে নীলামৃত কৌমুদী নিঃসৃত,
সুশীতল, সমুজ্জ্বল, পতিতপাবন,
আলোকিয়া চন্দ্র করে আলোকিত বেলা।
উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ, রাখি ঊর্দ্ধ শির,
আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্রে, করুণা নির্ঝর,
চাহি অনন্তের পানে প্রশান্ত বদন।
অঙ্গে অঙ্গে রাজ-বেশ, মস্তকে উষ্ণীষ,
জ্বলিতেছে চন্দ্রালোকে, পূর্ণচন্দ্র করে
জ্বলিতেছে ততোধিক ললাট, বদন।
শৈলজা আসিয়া ধীরে প্রতিমা প্রীতির,—
প্রেমাশ্রুতে ছল ছল নেত্র ইন্দীবর;
নীলামৃতে ছল ছল, গৈরিকে আবৃত,
শান্ত সুললিত দেহ; বেণী অমসৃণ
বেষ্টিয়া মস্তক চারু, চূড়ায় সুন্দর
শোভিছে অসাবধানে ললাট উপর;
শোভিছে গলায় ভক্ত-দত্ত পুষ্পমালা,
রত্নমালা কণ্ঠে যেন দেবী-প্রতিমার;—
আসি চন্দ্রালোকে ধীরে প্রণমিল শৈল
নারায়ণ পদাম্বুজে। অর্পিয়া চরণে
কণ্ঠস্থিত পুষ্পহার, রাখিয়া হৃদয়ে

দেবপদ কোকনদ, ভক্তির ত্রিদিবে,
বসিল শৈলজা, যেন সন্ধ্যা নিরমলা
বসিল সুনীল শান্ত নীলাম্বর পদে।
"প্রাণনাথ! হৃদয়ের এ পূর্ণ উচ্ছ্বাস,—"
কাতরে কহিল শৈল—"এই শৈলজার
প্রেম বরিষার পূর্ণ প্রবাহ উদ্বেল,
লও শান্তি-সিন্ধু পদে, পূরাও বাসনা!
মধ্য-উৎসবেতে বজ্র নিনাদের মত
শুনিল স্তম্ভিত যাত্রী,—'সমাপ্ত উৎসব।
কৃষ্ণের আদেশ,—যাত্রী যাবে রজনীতে
পঞ্চক্রোশ, আজ্ঞা নাহি করিবে লঙ্ঘন!'
থামিল উৎসব-সিন্ধু-কল্লোল নিমিষে।
লীলা-গীত অর্দ্ধ তানে, বাদ্য অর্দ্ধ তালে,
থামিল, মৃদঙ্গে কর রহিল লাগিয়া।
নৃত্যশীল ঊর্দ্ধবাহু ভক্তবৃন্দ তব
বজ্রাহত দাঁড়াইল প্রতিমূর্ত্তি মত।
মুহূর্ত্ত, উৎসব ক্ষেত্র, নিষ্কম্প নীরব,
দেখিলাম চন্দ্রালোকে মহাচিত্র মত!
ব্যাপিয়া প্রভাস তীর উঠিল ভাসিয়া,
সেই নীরবতা বক্ষে, সমুদ্র গর্জ্জন

মুহূর্ত্ত; মুহূর্ত্ত পরে যাত্রী-হাহাকার
উঠিল ভাসিয়া প্লাবি জলধি-কল্লোল।
সৈকত ধূলায় পড়ি গড়াগড়ি দিয়া
কহিল কাঁদিয়া—'হরি! দুটি দিন আর
ছিল সাধ নিরখিয়া পতিতপাবন
যুড়াইব প্রাণ, কেন হইলে নিদয়?'
কহিল কাঁদিয়া—'মা গো! তোরা দুইজন
এ পাপী সন্তানগণে দিয়া পদাশ্রয়
ল'য়ে চল বৃন্দাবনে, দেখা গোপালের
সে কিশোর লীলাভূমি পতিতপাবনী।
অবগাহি যমুনার সুশীতল নীরে,
আলিঙ্গিয়া সুশীতল কদম্ব তমাল,
কৃষ্ণ-পদে পবিত্রিত শ্যাম দূর্ব্বাদলে
—ব্রজাঙ্গনা প্রেমাশ্রুতে সিক্ত সুশীতল—
রাখি এ তাপিত বক্ষ, এ প্রেম পিপাসা
যুড়াইব, প্রাণ মা গো! বড়ই আকুল।'
চলিল না পদ মম, সুভদ্রা আপনি
চলিলেন, ভক্তগণ বেষ্টিয়া তাঁহায়
সরল শিশুর মত নাচিয়া নাচিয়া,
গাইয়া গাইয়া নাম-গীত সুমধুর,

তুই নেত্রে প্রেম-ধারা, গিয়াছে চলিয়া।
বড়ই আকুল প্রাণ তব শৈলজার!
আসিল ছুটিয়া রাখি চরণ যুগল
যুড়াইতে এ হৃদয়ে, আকুলতা তার।
উৎসবান্তে উৎসবের আলয়ের মত
করিতেছি হাহাকার এই পুণ্য ভূমি,
এই নব কুরুক্ষেত্র, নব বৃন্দাবন।
প্রাণনাথ! দীনবন্ধো! তুমি দয়াময়!
করুণার সিন্ধু তুমি! কেন এইরূপে
ভাঙ্গিলে উৎসব নাথ! দিলে ব্যথা প্রাণে
ভক্তদের এইরূপে অকরুণ মনে?"
রাখিয়া দক্ষিণ কর শৈলজার শিরে,
নারায়ণ স্নেহ-কণ্ঠে কহিলা—"বুঝিবে।"
সেই সুপ্রসন্ন মুখ প্রদীপ্ত শীতল,
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, চাহিয়া চাহিয়া
কহিতে লাগিল শৈল—"পতিতপাবন!
সমস্ত পতিত জাতি করিলে উদ্ধার,
ভাসাইলে এ ভারত প্রেমের প্রবাহে!
আর্য্য ও অনার্য্য, নাথ! দুই মহাস্রোত
এ প্রেম-প্রবাহে আজি হইয়া পতিত,

সলিলে সলিল যেন হইয়া বিলীন,
ছুটিল কি সিন্ধু-মুখে শান্তি পারাবার!
আজি এ ভারত নাথ! বৈকুণ্ঠ তোমার,
তুমি নর-নারায়ণ, পূর্ণ সনাতন।
আজি ভদ্রা শৈলজার পূর্ণ মনোরথ!
এ পতিতা শৈলজার স্বজাতি কেবল
রহিল পতিত নাথ! তাহাদের প্রতি
হইলে নিদয় কেন? কেন নিবারিলে
এ দাসীরে নাগপুরে করিতে গমন,
শুনাইতে কৃষ্ণনাম সে পতিত বনে?
শৈলজার জন্মস্থান, জাতি শৈলজার,
রহিল পতিত নাথ! রহিল পতিত
শৈলজার পিতা-পুত্র-ভ্রাতা নাগপতি;
জরৎকারু, মাতা-কন্যা-ভগ্নী শৈলজার।
বনের সুস্বাদু ফল, বন নারিকেল,
বনবাসী ভ্রাতা মম; দৃঢ় আবরণ,—
হৃদয় মধুর শস্যে মধুর সলিল।
ভগ্নী নিদাঘের নদী অন্তরসলিলা;
রমণীর অভিমান তপ্ত আবরণে
বহিতেছে প্রেম-ধারা নির্ম্মলা শীতলা।

আশার ও নিরাশার কি উগ্র অনল
জ্বলিয়াছে তাহাদের কোমল হৃদয়ে
মহা বাড়বাগ্নি সম!—দয়াময় তুমি,
কেন তাহাদের প্রতি হইলে নিদয়?
আবার প্রসন্ন মুখে উত্তরিলা হরি
সস্নেহে—"বুঝিবে শৈল!"
চারু নেত্রে চারি
চাহি পরস্পরে স্থির পূর্ণচন্দ্রালোকে,—
প্রভাত শিশির সিক্ত চারি ইন্দীবর
চাহি পরস্পরে, শান্ত, স্থির, অবিচল।
দেখিল শৈলজা যেন কি প্রেম-উচ্ছ্বাস
উঠিল ভাসিয়া দেব-নেত্রে ছল ছল।
কহিলা কোমলতর কণ্ঠে নারায়ণ—
"বাসুকি ও জরৎকারু!"—শৈলজা প্রথম
শুনিল যুগল নাম কণ্ঠে কেশবের
এত দিনে, এত দূরে! কি কণ্ঠ মধুর!
কিবা প্রেম-বিগলিত! কহিল প্রেমিক
চির প্রেমিকের, যেন চির প্রেমিকার,
চির মধুময় নাম, চির প্রেমময়।
আশৈশব এই নাম শুনিয়াছে শৈল

প্রেমময়ী, শুনে নাই এমন মধুর!
মুহূর্ত্ত নীরব রহি কহিলেন পুনঃ—
"বাসুকি ও জরৎকারু!—ইহাদের সম
ভক্ত মম নাহি শৈল! এই ধরাতলে।"
ভগবন্! তব মুখে বড়ই মধুর
ভক্ত নাম!—ভক্ত তব, ভক্তের যে তুমি!
"প্রাণনাথ! লীলাময়! এ কি লীলা তব!"—
কাঁদিয়া পড়িল শৈল লুটা'য়ে চরণ।
"প্রাণনাথ! লীলাময়! এ কি লীলা তব!
বাসুকি ও জরৎকারু ভক্ত তব যদি
কেন তাহাদেরে এই অশান্তি অনলে
পোড়াইলে হায় নাথ! একটি জীবন?
চল নাথ! চল যাই পতিত পাতালে!
নাগপুর হবে তব নব ব্রজপুর;
বাসুকি শ্রীদাম সখা; শৈল জরৎকারু,
—হায়! নাথ! জরৎকারু মহা মরুভূমি,
চির প্রেম-পিপাসিনী, চির-উন্মাদিনী!—
হইবে ব্রজের গোপী; বহিবে যমুনা
সিন্ধুনদে সিন্ধুমুখে, গাইয়া গাইয়া
পতিতপাবন নাম; সাগর সঙ্গমে

হইবে ব্রজের প্রেম অনন্ত অসীম !
হইল উদ্ধার নাথ ! অহল্যার মত
পতিতা অনার্য্যা-ভূমি ; হইল উর্ব্বর
উষর অনার্য্য-ভূমি ; হইল শোভিত
মরুভূমি প্রেমপুষ্পে, প্রেম সরোবরে,
তব কৃপা-জাহ্নবীর প্রবাহে শীতল ;
কেবল কি নাগভূমি রবে মরুময় ?
কেবল কি নাগ পতি, কারু কি কেবল,
হৃদয়ে বহিবে মরু ? নিবিবে না হায় !
কেবল কি তাহাদের প্রাণের পিপাসা ?”
“নিবিবে—নিবিবে—শৈল !”—ধীরে নারায়ণ
কহিলেন স্থিরকণ্ঠে গাম্ভীর্য্য-পূরিত—
“পূর্ণ কাল ;—পূর্ণ ব্রত ;—পূর্ণ মনোরথ।”
সে মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ যাদব শিবিরে
উৎসব-নিনাদ বক্ষে উঠিল ভাসিয়া
ঘোর হাহাকার ধ্বনি ; উঠিল কাঁপিয়া
শৈলজার বক্ষ ;—শান্ত স্থির নারায়ণ !
সে ভীষণ হাহাকার হইতেছে ক্রমে
অধিক অধিকতর, ধীরে দূরায়াত
মহা ঝটিকার মত। হইল অধীর

শৈলজার প্রাণ ;—শান্ত স্থির নারায়ণ !
"যদুনাথ !—জগন্নাথ !—বিপদভঞ্জন !
কর রক্ষা যদুকুল !"—ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি
দারুক চরণতলে হইয়া পতিত
কহিল কাতর কণ্ঠে,—"উন্মত্ত সুরায়
সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা নিন্দি পরস্পরে,
সাত্যকির খড়্গাঘাতে হইয়াছে হত
কৃতবর্ম্মা। জলিয়াছে হায় ! ঘোরতর
অন্তর বিগ্রহানল। উন্মত্ত সুরায়
যদুকুল সে অনলে মরিছে পুড়িয়া
আঘাতিয়া পরস্পরে,—রক্ষ যদুকুল !"

অকস্মাত ভূমণ্ডল উঠিল কাঁপিয়া ;
দুলিল ফণায় স্থিত ক্ষুদ্র মণিমত
ভুজঙ্গের। মুহূর্ত্তেক উঠিল ভাসিয়া
বিহঙ্গের কলরব, ভীত, নিদ্রোত্থিত ;
দূরস্থিত যাদবের মহা হাহাকার
হইল ভীষণতর ; মুহূর্ত্তেক পরে
হ'ল নিমজ্জিত মহাজলধি গর্জ্জনে।
করিয়া ভীষণতর সে ভীম নির্ঘোষ

উঠিল ঘর্ঘরধ্বনি গর্ভে বসুধার !
সংখ্যাতীত রথে যেন মত্ত দৈত্যগণ
মহাহবে ;—হইতেছে ভীম বেগে যেন
রথে রথে অস্ত্রে অস্ত্রে ভীম সংঘর্ষণ !
বিদীর্ণ করিয়া ধরা, রৈবতক গিরি,
দুর্ব্বাসা-আশ্রম-শৃঙ্গ, শত বজ্রনাদে
হইল বিক্ষিপ্ত কিবা ভীম বহ্নিরাশি !
কিবা দর্পে, কিবা বেগে ছাইল গগন !
নভঃস্থল, ভূমণ্ডল, উঠিল জ্বলিয়া
নীল রক্ত বৈশ্বানরে ;—কি ক্রীড়া ভীষণ,
আস্ফালন অনলের, ঘোর বিলোড়ন !
ঘন ঘন ভূকম্পন, ঘর্ঘর গর্জ্জন !
নিবিল সে বহ্নিরাশি। ধূম্র বিভীষণ
নিবিড় মেঘ-তরঙ্গে ছাইল গগন,
আবরিল পূর্ণশশী, করি নিমজ্জিত
অমাবস্যা-অন্ধকারে বিশ্ব চরাচর।
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি, বৃষ্টি সাগরের
হইতেছে মুহুর্মুহু মৎস্য নানাবিধ,—
যেন মহা তিমিঙ্গিল গিরি রৈবতক
প্রসারি ভীষণ মুখ করিতেছে বেগে

উৎক্ষেপিত বহ্নিরাশি। গিরি-অঙ্গ বাহি
পড়িছে গৈরিক ধারা অগ্নিধারা মত
মহাস্রোতে স্থানে স্থানে; পড়িতেছে বেগে
প্রজ্বলিত ধাতু পিণ্ড, উল্কারাশি মত,
অস্ত্র-ভেদ্য অন্ধকারে, ভস্ম-বরিষণে।
যাদব শিবির-শ্রেণী মহা অন্ধকারে
উঠিল জ্বলিয়া মহা দাবানল মত
অকস্মাত;—ছুটিলেন বেগে নারায়ণ,
দারুক শৈলজা সহ, ঘোর ভূকম্পনে
সাবধানে দৃঢ় পদে, লইয়া উভয়ে,
অর্দ্ধ মূর্চ্ছাগত, ভুজ-বন্ধনে হেলায়
অতিক্রমি সে ভীষণ বৃষ্টি, অন্ধকার।
দেখিলেন নারায়ণ, দাবানল মাঝে
পতঙ্গ পালের মত মরিছে পুড়িয়া
যদুকুল, আঘাতিয়া হায়! পরস্পরে,
দূরাগত গুপ্ত অস্ত্রে হইয়া আহত।
দেখিলেন যদুকুল উন্মত্ত সুরায়,
নাহি জ্ঞান আত্ম-দ্রোহ, ভৌতিক বিপ্লব,
গুপ্ত শত্রু-আক্রমণ। কি দৃশ্য ভীষণ!—
জ্বলিছে শিবির শ্রেণী ব্যাপিয়া যোজন!

যাদবের অস্ত্র-ক্রীড়া, অসি-বিঘূর্ণন,
রজত বিদ্যুতনিভ—ঝলসি নয়ন!
সেই ঘাত, প্রতিঘাত! সেই রক্তপাত!
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি আগ্নেয়াস্ত্র মত!
ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের মত অস্ত্র বরিষণ
গুপ্ত-শক্র-করোৎসৃষ্ট! ঘোর অন্ধকার!
ঘন ঘন ভূকম্পন! ঘোর গরজন,
উল্লম্ফন, জলধির! ভীষণ নির্ঘোষ
বসুধার মহাগর্ভে! শৃঙ্গে পর্ব্বতের
ভীমারাবে ভস্ম, ধাতু, অগ্নি বরিষণ!
যাদবের হাহাকার ভৌতিক নির্ঘোষে
নিমজ্জিত; যাদবের ভীষণ সে রণ
কাষ্ঠ পুতুলের ক্রীড়া-অভিনয় মত
হইতেছে প্রকটিত অগ্নির আলোকে।
আছিল উৎসবে, নাহি অস্ত্র সকলের,
তীরজাত এরকায়, মুষলে মুষলে,
প্রহারিছে পরস্পরে, হইতেছে হত
নাহি জ্ঞান গুপ্ত শরে, নহে এরকায়।
স্থিরনেত্রে নারায়ণ রহিলা চাহিয়া
সে ভীষণ মহাদৃশ্য! ক্রমে ক্রমে হত

হইল যাদবকুল, স্নেহের আধার
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, বন্ধু। রথী মহারথী
ভারতের অদ্বিতীয় হইল নিহত
তস্করের গুপ্ত অস্ত্রে, অস্ত্রে আপনার,—
রৈবতক শৃঙ্গমালা পড়িল ভাঙ্গিয়া
একে একে যথা এই মহা ভূকম্পনে।
নিবে যথা প্রলয়াগ্নি ভীম পরাক্রমে
নিঃশেষিয়া আত্মতেজ, নিবিল তেমতি
আত্মঘাতী যদুকুল। ধীরে ধীরে মহা
শ্মশান-অনল মত শিবির-অনল
নিবিল; নিবিল সেই বিপ্লব ভীষণ।
নিবিল সে গিরিশৃঙ্গ, গৈরিক প্রবাহ,
ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি, মহা ভূকম্পন,
মহাকম্প জলধির। মাতা বসুন্ধরা
নাচিয়া তাণ্ডব নৃত্যে, হাসিয়া ভীষণ
অনল গৈরিক স্রাবে মহা অট্ট হাসি,
গর্জ্জিয়া ভীষণ মন্ত্রে, নৃমুণ্ডমালিনী
মহাকালী, যদুকুল-শোণিতে ভূষিতা,
হইলেন শান্ত ধীরে। ধীরে ভয়ঙ্করী
প্রভাসের মহানিশি হইল প্রভাত।

বীভৎস স্বপন অন্তে প্রকৃতি যেমতি
খুলিলেন ভীত আঁখি, প্রথম আলোকে
প্রভাসের চারিদিকে উঠিল ভাসিয়া
চিন্তাতীত প্রকৃতির চিত্র ভয়ঙ্কর!
চারিদিকে ভস্ম স্তরে রয়েছে পড়িয়া
কত জলজীব-শব, ধাতুপিণ্ড কত,
মহা শৈল খণ্ড সহ নানা অবয়বে।
ভীমাকৃতি শৈল-শৃঙ্গ অমিত বিক্রমে
উৎপাটিত, উৎক্ষেপিত, হইয়া তাড়িত
শুষ্ক পত্র রাশি মত ক্রোশ ক্রোশান্তরে,
স্থানে স্থানে জলে স্থলে রয়েছে প্রোথিত
ক্ষুদ্র খণ্ড-গিরিমত গর্ভে বসুধার।
সুদূরস্থ রৈবতক পর্ব্বতমালায়
কি অচিন্ত্য মহাশক্তি কি অচিন্ত্য ক্রীড়া
করিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে! মৃৎপিণ্ডে যথা
অর্থহীন লক্ষ্যহীন ক্রীড়া বালকের।
কোথায় গগনস্পর্শী শৃঙ্গ মেঘ-প্রভা
হইয়াছে অন্তর্হিত মহামেঘ মত;
কোথায় বা নব শৃঙ্গ উঠিয়া আকাশে
শোভিছে দিগন্তব্যাপী মহামেঘ মত

প্রসারিয়া শৈল বপু; গৈরিকের ধারা,
কোথা জলধারা, কোথা প্রপাতের মত,
শোভিতেছে অঙ্গে অঙ্গে; কোথায় গহ্বর
হইয়াছে গিরি; গিরি হয়েছে গহ্বর।
সম্মুখে যে দৃশ্য—হায়! মানব-নয়ন
না পারে দেখিতে; দৃশ্য না পারে সহিতে
মানব-হৃদয় হায়! ছিল যেই খানে
ক্রোশব্যাপী যাদবের উৎসব শিবির,
রহিয়াছে ক্রোশব্যাপী যাদব-শ্মশান।
বর্ষিত ভস্মের স্তরে, ভস্মে শিবিরের
প্রধূমিত স্থানে স্থানে,—রয়েছে পড়িয়া
বিকৃত যাদব-শব, দগ্ধ, অস্ত্রাহত।
কেশবের পুত্র, পৌত্র, রক্ত, মাংস, প্রাণ,
ধাতু শৈলখণ্ড সহ, কোথায় বা পড়ি
ধাতু শৈলখণ্ডতলে, অনন্ত শয়নে।
প্রভাস উৎসবক্ষেত্র শবক্ষেত্র এবে
যাদবের, প্রভাসের মহা পারাবার
এবে হায়! যাদবের শোক-পারাবার!
"এই কি করিলে হরি!"—কাঁদিয়া দারুক
কহিল চরণে পড়ি। শান্ত কণ্ঠে হরি

উত্তরিলা, শান্ত নেত্রে চাহি অবিচল
প্রভাত আকাশ, স্থির—"দারুক! দারুক!—
যাদবের কুরুক্ষেত্র! হয়েছে সাধিত
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ;
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
যুগ শেষ!—লীলা শেষ"——
উঠিল কাঁপিয়া
ধরাতল। "লীলা শেষ"—উঠিল গর্জ্জিয়া
মহাসিন্ধু। "লীলা শেষ"—হইল অঙ্কিত
সুনীল আকাশপটে অরুণ আভায়
সুশীতল সমুজ্জ্বল। লভিয়া উদ্ধার
"লীলা শেষ" মহাকণ্ঠে গাইল মানব।
"লীলা শেষ"—দুষ্কৃতের ভীষণ শ্মশান
মহাকণ্ঠে কুরুক্ষেত্র, গাইল প্রভাস।
"লীলা শেষ"—পাদপদ্মে হইয়া মূর্চ্ছিত
পড়িল দারুক শোকে। "লীলা শেষ"—শৈল
পড়িতে মূর্চ্ছিতা পদে লইলেন হরি
আপন ত্রিদিব বক্ষে,—পূর্ণ শৈলজার
তপস্যা, জীবনব্রত কোমল কঠোর।

অষ্টম সর্গ।

মহাপ্রস্থান।

ভারতের মহাদিবা, মহাদিবা জগতের
হইল প্রভাত ধীরে; হইল প্রহর;
দ্বিতীয় প্রহর ধীরে; নাহি দিবাকর।—
ধূম্র ভস্ম আবরণে আবরিত নভঃস্থল,
অদৃশ্য মধ্যাহ্ন-রবি, অদৃশ্য অম্বর।

ধূম্র ভস্ম আবরণে আবরিত পারাবার
গর্জ্জিতেছে প্রভাসের ঘোরাল ধূম্রল;
আবরিত বেলা-ভূমি ধূম্র ভস্ম আবরণে,
আবরিত চরাচর—নিস্তব্ধ নিশ্চল!
শিলাখণ্ডে, ধাতুখণ্ডে,—ভূগর্ভজ, সমুদ্রজ,—
নানা জীবে, দ্রব্যে নানা, সমাচ্ছন্ন তীর
ভস্মাবৃত, সমাচ্ছন্ন প্রান্ত জলধির।
রহিয়া রহিয়া ধরা কাঁপিতেছে মৃদু, গুরু,
প্রকম্পন অবিরল, অথবা বিরল;

যেন ক্রীড়াশীল শিশু দোলাইছে ক্রীড়া-দোলা,
কভু ঘন, বহুক্ষণ কথন নিশ্চল।
মহাশক্তি ধূমাবতী গরজি জলধি-মন্দ্রে,
রহিয়া রহিয়া নৃত্য করিতেছে ভীমা,
ধ্বংস করি দিবাকর, ধ্বংস করি চরাচর,
ক্ষুদ্র বেলাখণ্ডে যেন করিয়াছে সীমা।
কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক,
ঘটিবে যুগান্তকারী বক্ষে বসুধার।
মানবের ইতিহাসে, মানবের মহাকাব্যে,
এক মহাসর্গে হবে সমাপ্তি প্রচার!

কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক,
আসন্ন, চাপিয়া বক্ষে নারী ধূমাবতী
পড়ে আছে দীর্ঘাকার, একটি উপলখণ্ডে,
পাষাণে পড়িয়া যেন পাষাণ-মূরতি।
তার ক্ষুদ্র ইতিহাসে, জীবনের ক্ষুদ্র কাব্যে,
আসন্ন, সমাপ্তি; আজি হৃদয় তাহার
ধূম্রল ঘোরাল ওই মহাপারাবার।
কি তরঙ্গ, কি উচ্ছ্বাস! হাহাকার, কি নিশ্বাস!
কি মন্থন, বিলোড়ন! ফাটিতেছে বুক!

শিলায় চাপিয়া বুক বামা অধোমুখ।
দুই ধারা নয়নের হইয়া শতেক ধারা
পড়িছে পাষাণ বাহি ভস্ম বালুকায়,
নীরব রমণীপ্রাণ কাঁদে উভরায়।
সে নীরব হাহাকারে, হৃদয়ের আর্দ্র তাপে
পড়িছে গলিয়া যেন কঠিন পাষাণ,—
কি শীতল শিলা, কিবা করুণানিদান!
আলিঙ্গিয়া শিলাখণ্ড রমণী চাপিছে বুক,
কোমল কপোল বামা, দারুণ ব্যথায়।
আবরিয়া শিলাখণ্ড শত গুচ্ছে কেশরাশি
পড়ি ভিজিতেছে, সেই ভস্ম বালুকায়।
নাগ-সেনাপতি বেশে এখনো সজ্জিতা বামা,
পৃষ্ঠে তূণ, কটিবন্ধ; কটিবন্ধে অসি;
"কারু!"—কে ডাকিল মৃদু, ধীরে শিলা-পার্শ্বে আসি,
কারুর উত্তপ্ত প্রাণে অমৃত বরষি?
"দাদা! দাদা!"—বলি কারু, উঠি উন্মাদিনী মত
পড়িল গলায় স্নেহ-বক্ষে বাসুকির।
উচ্ছ্বাসে ছুটিল বেগে চারি নেত্রে নীর।
"দাদা! দাদা! কহ দাদা! বড়ই আকুল প্রাণ,
পেয়েছ কি তুমি দাদা! তাঁর দরশন?

খুঁজিয়াছি সারাদিন, খুজিয়াছি বেলা-ভূমি;
উন্মাদিনী নিশা অন্তে দিবা উন্মাদিনী!—
খুঁজিয়াছি জল স্থলে উন্মাদিনী আমি।
যাইতে ছুটিয়া বেগে পড়িয়াছি ভস্মস্তরে,
পড়িয়াছি শিলাখণ্ডে হায়! কত বার,
ক্ষত দেহ, পাই নাই দরশন তাঁর।
পেয়েছ কি তুমি দাদা?"
"পেয়েছি।"—নিশ্বাস ছাড়ি
বাসুকি ভগিনী সহ বসিল শিলায়।
"পেয়েছ! কোথায় তিনি? কেমন আছেন কহ?
আছেন ত নিরাপদে?"—
"বিপদ তাঁহায়
পারে কি ছুঁইতে?"—ঘোর মহা সিন্ধু পানে,
দুজনে রহিল চাহি উচ্ছ্বসিত প্রাণে।
বাসুকি। পেয়েছি দর্শন কারু!—বহু অন্বেষণ পরে
রজতের মহামূর্ত্তি দুর সিন্ধুতীরে
দেখিনু উপলাসনে, উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ,
কি মহিমা মহাবক্ষে, সমুন্নত শিরে!
অঙ্গ অবিচল, স্থির, নিমীলিত দুনয়ন,
কিবা সুপ্ত সিংহ-শোভা, নিদ্রিত গৌরব!

শৌর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের মূরতি নীরব !
ধবল গিরির শৃঙ্গে মহামেঘ-ছায়া মত
পড়িয়াছে শোকছায়া বদনে গভীর,
কপোলে গভীরাঙ্কিত শুষ্ক অশ্রুনীর।
শৈলখণ্ড-অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছি
এই দিবা-অন্ধকারে সে রূপ মহান,
হইলেন নারায়ণ ধীরে অধিষ্ঠান।
হিমাদ্রির পাদমূল বিলোড়িত ঝটিকায়,—
সানুদেশে চিরশান্তি অবিচল স্থির ;
ভীষণ বিপ্লবে ঘোর নির্ম্মূলিত যদুকুল,—
যদুনাথ শান্ত, স্থির, মূরতি গম্ভীর,
মহাশোকে নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রুনীর।
'আর্য্য !—দেব !'—নারায়ণ ডাকিলেন স্থিরকণ্ঠে,
কি যেন সঙ্গীত আহা! শুনিলাম কাণে ;
সেই নিশা ভয়ঙ্করী, এই ভয়ঙ্কর দিবা,—
কি শান্তি-আলোক-সুধা প্রবেশিল প্রাণে !
বলদেব মেলি নেত্র, কহিলেন—'হায়! হরি !
এই কি করিলে ভাই! জগতে অতুল
যদুকুল, হরিকুল, করিলে নির্ম্মূল !'
স্থিরকণ্ঠে নারায়ণ, উত্তরিলা—'হরিকুল

হয়নি নির্ম্মূল, নাহি হইবে কখন,
যুগে যুগে হবে তার নিয়তি নূতন।
নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, যুগে যুগে আবির্ভূত
হবে তুমি, হব আমি, হইবে এমন
নব কুরুক্ষেত্র, নব প্রভাস ভীষণ।'
এরূপে দুষ্কৃত ধ্বংশ যুগে যুগে অঙ্কে অঙ্কে
হবে বসুধার; হবে সুকৃত উদ্ধার,
নব যমুনার কূলে, নব ধর্ম্ম-বৃক্ষ-মূলে,
নব বৃন্দাবনে, শুনি নব গীত আর।'
কহিলা রোহিণীসুত—'হরি! এই লীলা তব
না পারি বুঝিতে; প্রাণ আকুল আমার।
পুত্র-শোকে, পৌত্র-শোকে, ভ্রাতৃ-শোকে, বন্ধু-শোকে,
বিদীর্ণ হৃদয় মম; করিলে সংহার
যদুকুল, এক জন নাহি বুঝি আর!
কিবা দিবা,—কি উৎসব! কিবা নিশি, কি বিপ্লব!
যাদবের, বসুধার, হায় কি ভীষণ
অন্তর-বিগ্রহ! ঘোর আত্ম-বিনাশন!
কি আনন্দে নিরানন্দ! কি সুখে কি মহাশোক!
কি মঙ্গলে অমঙ্গল, অমৃতে গরল!
হইল কি রঙ্গালয় কি শ্মশানে পরিণত!

জ্বলিল নিকুঞ্জবনে কিবা দাবানল!
পুত্র গেল, পৌত্র গেল, ভ্রাতা গেল, বন্ধু গেল,
গেল হরিকুল, হরি! একি লীলা হায়!
ফুল গেল, ফল গেল, পত্র গেল, শাখা গেল,
"ক্ষত দগ্ধ বৃক্ষ কেন রাখিলে আমায়?'
'রাখিয়াছি'—উত্তরিলা স্থিরকণ্ঠে নারায়ণ—
'রাখিয়াছি, তব লীলা হয় নাই শেষ
ভারতে তোমার মাত্র লীলার উন্মেষ।
এ বৈরাগ্য, এই বল, এ সারল্য, এ গরল,
এ প্রেম-সাগর, এই বাড়ব আধার,
বৃন্দাবনে, মথুরায়, কুরুক্ষেত্রে, দ্বারকায়,
করিয়াছে ক্ষুদ্র ক্রীড়া; মহাক্রীড়া তার
নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, হইবে প্রচার।
ভারত জগত নহে। নহে এই পারাবার
এই জগতের সীমা। অন্য পারে তার
আছে মহারাজ্য চয় অনন্ত বিস্তার।
আছে বহু পারাবার, আছে বহু হিমাচল,
আছে বহু নদনদী কানন কান্তার;
আছে বহু নর জাতি, নানা বর্ণ, নানা বেশ,
মুষ্টিমেয় এই নর তুলনায় তার!

মুষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় পৃথিবীর,
মানবের তুলনায় এ ভারতবাসী।
পৃথিবীর মহাদেহ, মহাদেহ মানবের,
এরূপে রেখেছে ঢাকি ধূম্র ভস্মরাশি।
জ্ঞানের আলোক নাই ; শিল্পের সৌন্দর্য্য নাই ;
নাহি বাণিজ্যের সুখ ; ধর্ম্মের সান্ত্বনা ;
পৃথিবীর দেহ বন, মানবের দেহ জড়,—
অহল্যা পাষাণ নহে কবির কল্পনা।
ভারত ভূতলে স্বর্গ, দেবতা ভারতবাসী
তুলনায়, পৃথিবীর ভারত হৃদয়,
মানবের মহাশির, জ্ঞানের আলয়।
যেই শক্তি এ হৃদয়ে, যেই ধর্ম্ম এই শিরে,
হইল স্থাপিত, সুখে করিয়া গ্রহণ
সেই শক্তি-বৈজয়ন্তী, সেই পুণ্য ধর্ম্মালোক
যাও দেশ দেশান্তরে, পতিতপাবন !
সৌরাষ্ট্রের উপকূলে সজ্জিত অর্ণবযান
আছে বহু দাঁড়াইয়া তব প্রতীক্ষায় ;
যাদবের পুণ্যভাগ, আছে সসজ্জিত তীরে,
কর দেব ! মহাযাত্রা, উদ্ধার ধরায় !
এ ভারতে আমাদের এই যুগ-কার্য্যে শেষ ;

সপ্ত দিবা নিশি পরে হবে অন্তর্হিত
দ্বারকা সমুদ্র-গর্ভে জল-বিম্ব মত।
কর দেব ! মহাযাত্রা ! পাষাণী অহল্যা মত,
তব পদ পরশনে লভিবে উদ্ধার
পৃথিবী, মানব জাতি ; মরু হবে জনপদ ;
হবে বন মহারাজ্য সম অমরার।
পশু সম নর নারী হবে দেবী দেবোপম,
যাবে শোক, পাবে পুত্র কন্যা সংখ্যাতীত ;
জগতের ইতিহাসে, পুষ্প পাত্রে জগতের,
হবে হরিকুল, হরিকুলেশ পূজিত।
যাও দেব ! সিন্ধুগর্ভে নৃত্যশীল তরীমালা
অনন্ত কেতন করে ডাকিছে তোমায় ;
করিতেছে আবাহন নৃত্যশীল পারাবার
পূরবে, পশ্চিমে, নর উদ্ধার আশায়
কর দেব ! মহাযাত্রা ! উদ্ধার ধরায় !'
নারায়ণ নয়নেতে বহিতেছে দুই ধারা,
প্রেম-বিগলিত ধারা বক্ষে করুণার,
আত্মহারা বলরাম পড়িলা গলায়, বক্ষে,
আলিঙ্গিলা নীলাম্বর আলোক দিবার।
'দীনবন্ধো ! দয়াময় ! পতিতপাবন !'—

হলধর উচ্চ রবে কহিলা কাঁদিয়া—
"চলিলাম নারায়ণ! বরষিয়া তব প্রেম
মানব মরুতে, নাম গাইয়া গাইয়া
মানবের মহাবনে, অধর্ম্মের অন্ধকারে,
পতিত মানব জাতি করিব উদ্ধার,
কৃষ্ণনাম! হরিনাম করিব প্রচার।
ওই—'হরে কৃষ্ণ! হরে!'—গাইতেছে পারাবার,
'হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ!'—গায় তীরে তীরে
অনন্ত অজ্ঞাত দেশ, অনন্ত অজ্ঞাত নর,
অনন্ত অজ্ঞাত-কণ্ঠে ভাসি অশ্রুনীরে।
গাইতেছে ভবিষ্যত—'হরে। কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ!'
গাইতেছে মহাকাল—'হরে! কৃষ্ণ! হরে!'
গাইতেছে মহাবিশ্ব, মহাগ্রহ উপগ্রহ,
অনন্ত প্লাবিয়া প্রেমে—'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরে!'
"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরে! হরে!"—গর্জ্জিয়া নাচিয়া রাম
চলিলেন প্রেমানন্দে ছাড়ি বনমালী,
দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি দিয়া করতালি।
আমাদের অন্বেষণে, ভ্রমিতেছে নাগ-সৈন্য
"জয় নাগরাজ!"—বলি করি উত্তোলন
শত অসি; আক্রমিল শুনিয়া গর্জ্জন।

"তিষ্ঠ!"—বলি নারায়ণ প্রসারি দক্ষিণ কর
রহিলেন স্থিরনেত্রে চাহি সৈন্য পানে,
চিত্রাঙ্কিত মহামূর্ত্তি যেন মহাধ্যানে।
কারু! বনচিত্র মত দাঁড়াইল নাগ সৈন্য,
উত্তোলিত শত অসি হইল অচল।
কহিলেন নারায়ণ—"বাসুকির কার্য্য শেষ।
বৎসগণ! তোমাদের নব কার্য্যস্থল
সিন্ধুর অপর পারে সুন্দর শীতল।
শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
কেতন সহস্র ফণা সহ সুদর্শন
উড়াইয়া, সিন্ধুমুখে কর তাঁর অনুসার,
গাই আর্য্য অনার্য্যের গীত সম্মিলন।"
দেখিলাম নাগ সৈন্য, সজ্জিত প্রাচীর মত,
নারায়ণ-পাদপদ্মে পড়িল ভাঙ্গিয়া।
উঠিয়া, জলধি মন্দ্রে গাই—"হরে! কৃষ্ণ! হরে!"
অনুসরি হলায়ুধ চলিল ছুটিয়া।
কি মূর্ত্তি মহিমাময় চাহি আকাশের পানে
কপোলে যুগল ধারা, করুণা শীতল!
মূর্ত্তি নর-নারায়ণ!—চাহিনু পড়িতে পদে
ছুটিয়া, চরণ হায়! হইল অচল।

হায় মহাপাপী আমি! ঘুরিল মস্তক মম
কি মাদকে দেহ মম হইল পূরিত,
পড়িলাম ধরাতলে হইয়া মূর্চ্ছিত।"

উচ্ছ্বসিত নাগপতি ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে
অন্যমনে অধোমুখে মূরতি গম্ভীর।
চাহি সিন্ধু পানে কারু দুই নেত্র স্থির।

বাসুকি। মূর্চ্ছা অন্তে হায়! আর সেই মূর্ত্তি মহিমার
নাহি দেখিলাম, হায়! দেখিব কি আর?
দেখিবে কি পুণ্যালোক পাপ অন্ধকার?
দেখিব কি?—দেখিতেছি। দেখিতেছি নিরন্তর
এই ঘোর অন্ধকারে স্নিগ্ধ নীলোজ্জ্বল
সেই রূপ মনোহর, চন্দ্রদীপ্ত নীলাম্বর,
সেই প্রেমময় রূপ পবিত্র শীতল।
ভীত বীর ধনঞ্জয় শুনিয়াছি এই রূপে
দেখেছিল মহাবিশ্ব; করুণা-নিলয়
আমি দেখিতেছি রূপ আজি বিশ্বময়!
ওই দেখ সেই রূপ! চল কারু! চল যাই,
পড়ি গিয়া দুই জন চরণে তাঁহার!

যাইছে বাসুকি ছুটি, কহিল ধরিয়া কারু
স্থিরকণ্ঠে—"দাদা! ভ্রান্তি কর পরিহার!
আমাদের আজীবন-আশা আজি পরিপূর্ণ!
যেই আশা-বৃক্ষ-মূলে সেচিলাম জল
আজীবন, ফলিয়াছে আজি তার ফল।
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল, যদুকুল প্রভাসেতে,
করিয়াছে আত্মহত্যা। হইল উদ্ধার
এত দিনে নাগরাজ্য, সাম্রাজ্য তোমার।
পূর্ণ জীবনের ব্রত! পরিপূর্ণ মনোরথ!
চল যাই নাগপুরে, বসাব তোমায়
সিংহাসনে, পরাইব মুকুট মাথায়।
জীবনের আশা-স্বপ্ন করি চরিতার্থ সুখে,
ভারতে অনার্য্য রাজ্য করিব প্রচার।
পাবে কারু এত দিনে সীমা আকাঙ্ক্ষার।"

"কালি এ প্রভাস-ক্ষেত্রে অনার্য্যের যেই রাজ্য
হয়েছে স্থাপিত"—কহে বাসুকি বিহ্বল—
"তার কাছে তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ ধরাতল।
আমরা বনের পশু, কোথা পাব হেন রাজ্য?
কোথা পাব সেই জ্ঞান, সে প্রেম অতুল?

কারু রে! এখন তোর গেল না কি ভুল?
রাতুল চরণদ্বয়, যে রাজ্য মহিমময়,
চল যাই সেই রাজ্য করি অধিকার!
এমন সন্তাপ-হর রাজ্য এই ধরাতলে
আমরা পতিত নাহি পাইব রে আর!"
কাঁদিতেছে নাগরাজ! অন্তর-রোদন কারু
নিবারি পাষাণী মত কহিল আবার—
"ভুলিলে কি দাদা! কৃষ্ণ শত্রু যে তোমার।"

বাসুকি। শত্রু কৃষ্ণ!—না না, কারু! হায়! এ জীবনে আমি
ভাবি নাহি শত্রু কৃষ্ণ,—ভাবিব কেমনে?
পিতার রক্ষিত শিশু, আমার কৈশোর বন্ধু,
রণে, বনে, মিশিয়াছি জীবনে জীবনে।
দেখিয়াছি আকৈশোর তাহার সে দেব-রূপ—
পীতাম্বর, বনমালা, শিখিপুচ্ছ শিরে।
শুনিয়াছি দেবকণ্ঠ, নর-করুণার গীত,
বনের পাষাণ আমি ভাসি অশ্রুনীরে।
করিয়াছি আলিঙ্গন দেব-দেহ লীলাময়,—
কি অমৃতে প্রাণ মম হইত শীতল!
বৃন্দাবনে, নাগপুরে, যমুনায়, সিন্ধুবক্ষে,

করিয়াছি কত ক্রীড়া আনন্দে বিহ্বল!
রাখি মুখ অঙ্কে মম ঘুমাইত শিশু মত,
আমি জননীর মত দেখিতাম মুখ,
কভু গলা জড়াইয়া অংসে মম রাখি মুখ,
সখ্য প্রেমে পরিপূর্ণ করিত এ বুক।
কখন নীলাব্জ-নেত্রে চাহিয়া অনন্ত পানে
দেখিত, কহিত ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য-স্বপন ;
যাহার ছায়ায় আর্য্য অনার্য্যের এই স্বর্গ,
কালি করিলাম স্বর্গ প্রভাসে দর্শন।
বসিয়া চরণতলে, লয়ে বক্ষে পা দুখানি,
পাইতাম কি যে শান্তি, কি নির্ম্মল সুখ!
নর নারী প্রেম নহে মধুর শীতল তত,
যেই প্রেমে কভু মম উছলিত বুক।
অনার্য্যের রাজ্য-আশা, সুভদ্রার দেবী-রূপ,
কি কুক্ষণে এ হৃদয়ে হইল সঞ্চার!
জ্বালাইল অভিমান, সে অনলে ঘৃতাহুতি
দিল পাপী ঋষি, স্বর্গ হরিল আমার।
জ্বলি এই অভিমানে দেখি নাই সেই রূপ
এত কাল, যাই নাই নিকটে তাহার।
জানিতাম, দেখি যদি সেই দেব অংশুমালী,

অভিমান কুজ্ঝটিকা রবে না আমার।
দেখিলাম দ্বৈপায়ন আশ্রমে সে দেবরূপ,
দেখিলাম কালি আর্য্য অনার্য্য উৎসবে;
দেখিলাম আজি আর্য্য অনার্য্যের মহাযাত্রা,
দেব-নেত্রে প্রেম-অশ্রু বহিতে নীরবে।
চাহিলাম পা দুখানি আবার লইতে বুকে,
পাপী আমি চলিল না চরণ আমার।
শক্র মম দুরাচার সেই জরৎকারু ঋষি,
করিয়াছে কলুষিত পাপ পারাবার
আমাদের এ জীবন।—কি ভীষণ গত নিশি!
অন্ধকার, অগ্নি বৃষ্টি, ঘন ভূকম্পন!
কি ভীষণ আত্মহত্যা! নর-হত্যা নিরমম
গুপ্ত শরে! মহাপাপ,—সে ত নহে রণ।
পাপিষ্ঠের কি কৌশল! ভূগর্ভস্থ অগ্নি-শিখা,
মূর্খ আমি, ভেবেছিনু তার যোগানল!
বুঝি সেই রুদ্র ছল, ছল নাম জরৎকারু,
সন্ধি, পরিণয়, হায়! সকলই ছল!

কারু। সকলই ছল দাদা! দুর্ব্বাসা তাহার নাম।
ছলনা সে রুদ্র মূর্ত্তি। হইয়া শিক্ষিত

শুনিয়াছি শিষ্য এক সাজি সেই রুদ্র বেশে,
অন্তরালে দুরাচার ছিল লুক্কায়িত!
খুলি নাই এত দিন এই প্রবঞ্চনা আমি,
খুলিলে এ ষড়যন্ত্র রহিত না আর,
হইত না অনার্য্যের সাম্রাজ্য উদ্ধার।

"দুর্ব্বাসা! দুর্ব্বাসা ঋষি!"—বাসুকি গর্জ্জিল ক্রোধে
"অভিশাপ-ব্যবসায়ী সেই দুরাচার!
ঋষিকুলে ধূমকেতু! ছলিল বনের পশু
এইরূপে! —প্রতিশোধ লইব তাহার।
নারায়ণ!—প্রায়শ্চিত্ত চরণে তোমার!"

ক্ষুব্ধ শার্দ্দূলের মত ছুটিল বাসুকি ক্রোধে,
মুহূর্ত্তেকে লুকাইল দিবা-অন্ধকারে।
রাখিয়া শিলায় বুক, রাখিয়া শিলায় মুখ,
ভাসিতে লাগিল কারু নয়ন-আসারে!

নবম সর্গ।

বীণা পূর্ণতান।

এইরূপে কিছুক্ষণ,—কে বলিবে কতক্ষণ ?
এক ক্ষণে কত শোক কারুর হৃদয়ে !
এক ক্ষণে কত অশ্রু দুনয়নে বয় !
রাখিয়া পাষাণে বুক, রাখিয়া পাষাণে মুখ,
কারু ত পাষাণে প্রাণ করেছে অর্পণ।
গলিল না এ পাষাণ, কারুর নয়ন-জলে,
গলিল না সে পাষাণ একটী জীবন।
উঠি কিছুক্ষণ পরে, চাহি ধূমাবৃত ধরা,
কহিতে লাগিল কারু—"হায় ! মা তোমার
বিদীর্ণ হইয়া বুক গত নিশি যেই রূপে
ছুটিল গৈরিক ধূম্র ভস্ম অনিবার,
অনিবার সেই রূপে, নহে এক নিশি, মাত !
একটী রমণী জন্ম, বিদীর্ণ হৃদয়
প্রেমের গৈরিক ধারা, অভিমান ধূম্ররাশি,

ঢালিয়াছে নিরাশার ভস্ম অগ্নিময়।
এই বরিষণ পরে আজি মা! তোমার মত
ধূম্র ভস্মে সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার;
কাঁপিছে তোমার মত হায়! বারম্বার!
কেন এ কম্পন ঘন, হা হত হৃদয় মম?"
—চাপি দুই করে বামা বক্ষ আপনার—
"ওই সিন্ধোচ্ছাস সম, কি উচ্ছাস হৃদয়েতে
অজ্ঞাত? অজ্ঞাত হায়! এ কি হাহাকার?
কৌশলে ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াছে আত্মঘাতী,
ভারতে অনার্য্য রাজ্য হ'য়েছে স্থাপিত,
এই আনন্দের দিনে, কেন নিরানন্দ মনে?
কেন প্রাণ এইরূপে হতেছে কম্পিত?
কি যেন বিষাদ ঘোর, এই দিবসের মত,
করেছে হৃদয় মম ঘোর অন্ধকার,
কি যেন ঘটিবে আজি মহাশোক ঘোরতর,
করি বজ্রাহত ক্ষুদ্র হৃদয় আমার।
মরুতপ্ত হাহাকার কি যেন কহিছে কাণে—
'দেখ্ ঘোরতর দিবা! সিন্ধু ঘোরতর!
দেখ্ কিবা ঘোরতর রমণী-অন্তর!
ঘোরতরে ঘোরতর মিলাইয়া, মিশাইয়া,—

জীবনের ঘোর গীত ঘোরতর তানে,
দে রে ঝাঁপ!—নাহি শক্তি রমণীর প্রাণে?'
আছে শক্তি,—দিব ঝাঁপ। কুশলে আঁছেন তিনি
শুনিলাম,—মনে আর নাহি মনস্তাপ।
একবার নিরখিব আমার সর্ব্বস্ব ধন,--
এত নহে নারী-জন্ম—ঘোর অভিশাপ!
শুনিয়াছি আজীবন, শুনিলাম ভ্রাতৃমুখে,—
তুমি নারায়ণ, তুমি পতিতপাবন।
না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা,
এই জানি—তুমি মম জীবন মরণ!
তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার সুধা,
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল!
তুমি মম চির সুখ, তুমি মম চির দুঃখ,
সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল!
ধরার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, ধরার আলোক শ্রেষ্ঠ,
সুধা শ্রেষ্ঠ এ ধরার, পিপাসা যাহার,
সে কেমনে ঘোর দিনে, এই ঘোর সিন্ধু বক্ষে,
বিসর্জ্জিবে এই ঘোর জীবন তাহার?
নিরখিয়া সে সৌন্দর্য্য, নিরখিয়া সে আলোক,
নাথ! সেই রূপ-সুধা নেত্রে করি পান,

জীবন সৌন্দর্য্যময়, জীবন আলোকময়,
জীবন সে সুধাময়, করিবে প্রদান—
"সুধাময়ে সুধা—পূর্ণ কর মনস্কাম!"

ছুটিল রমণী বেগে, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত বালা,
দেখিল অদূরে,—নিম্ব নিবিড় ছায়ায়,
আলোকিয়া অন্ধকার ওকি মূর্ত্তি মহিমার!
নিমীলিত নেত্র, যোগ-আসনে শিলায়!
অবলম্বি মহাবৃক্ষ, সমুন্নত মহাবপু,
প্রসন্ন বদন, দেহ অচঞ্চল স্থির,
স্থাপিত মূরতি যেন মহা সমাধির।
যোগিবেশ রাজর্ষির; নিমজ্জিত মহাধ্যানে;
পশ্চাতে ধূম্রল ব্যোম শোভে মহাপট।
পদতলে মহাবেদী শোভে সিন্ধুতট।
নীরব, নিস্পন্দ, ঘোর, স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর;
কেবল অনন্ত সিন্ধু মহাস্তুতি গীত
গাইতেছে মহাকণ্ঠে গাম্ভীর্য্য-পূরিত।
এক পল অপলক নেত্রে নিরখিল কারু
মহাযোগী মহাদেব! মুহূর্ত্তেক পর
হইল সে মূর্ত্তি, দৃশ্য, কিবা রূপান্তর!

নিরখিল নাগপুর, নাগপুরে সরোবর,
চারু সরোবর-তটে কিশোর সুন্দর!
সজ্জিত মৃগয়া বেশে,—সজ্জিতা যেমতি কারু—
মদনমোহন রূপ [illegible]।
কি সৌন্দর্য্য! কি মহিমা! কিবা বীর্য্য! কি গরিমা!
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম দেহ, নবীন নিথর।
নবীন নীরদ অঙ্গে প্রতিভা বিদ্যুত রঙ্গে
খেলিতেছে, কি তরঙ্গ-লীলা করুণার!
কিশোরী কারুর প্রাণে কি নবীন সুখ-স্বপ্ন
জাগিল, করিল কিবা অমৃত সঞ্চার!
বাপীতটে, উপবনে, নদীবক্ষে, গৃহকক্ষে,
কাননের অঙ্কে অঙ্কে, হ'ল অভিনীত
সেই স্বপ্ন-নাটকের কত অঙ্ক মনোহর,
অঙ্কে অঙ্কে কি গর্ভাঙ্ক অমৃত পূরিত!
শেষ অঙ্ক—প্রত্যাখ্যান! সেই ঘোর অপমান!
সে প্রতিজ্ঞা! মরুময় একটী জীবন!
মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইয়া সমস্ত জীবন কারু
দেখিল, যাপিল কারু হায়! সেইক্ষণ।
প্রত্যাখ্যান!—সে প্রতিজ্ঞা!—গর্জ্জিয়া উঠিল জ্বলি
নির্ব্বাপিতপ্রায় সেই নারী অভিমান।

ছুটিল কারুর শর,—হায়! উন্মাদিনী কারু!—
শোকেতে উন্মাদ কবি, করুণানিদান!
ক্ষমিও তাহারে, প্রেমময় ভগবান!
যেই পদ কোকনদ, পূজে ভক্ত প্রেমময়
সুকোমল ভক্তি-পুষ্পে, প্রেম-অশ্রু জলে,
ভক্তদের মরমের সেই মর্ম্ম স্থলে,
কেমনে পাষাণ প্রাণে—না, না, পারিব না নাথ!
দেখ বুক ভাসিতেছে শোক-অশ্রু-নীরে!—
পড়িয়াছে সেই শর তোমার ভক্তের বুকে,
পড়িবে ভক্তের বুকে যুগযুগান্তর,
নিবিবে না এই ব্যথা যুগ যুগান্তরে!
যুগে যুগে প্রাণনাথ! কবির হৃদয় মত
বিদীর্ণ হইয়া শরে ভক্তের হৃদয়,
এরূপে ধারায় শত, বহিবে হৃদয় রক্ত,
ঝরিবে ধারায় শত অশ্রু শোকময়।
এরূপে আমার মত উচ্ছ্বাসে লইয়া বুকে
প্রেমময় শিশু পুত্র, পত্নী প্রেমময়ী,
কাঁদিয়াছে কত কবি, কাঁদিবে কতই আর
যুগে যুগে!—এ গভীর শোক কালজয়ী!
কাঁদিবেক যুগে যুগে কত নর কত নারী,

কবির নয়নজলে অশ্রু মিশাইয়া,
মম পত্নী পুত্র মত আকুল হইয়া!
নিতি নিতি প্রাণনাথ! ভকতের অভিমান,
যুগে যুগে মানবের নিষ্ঠুরতা আর,
করিবে কি এইরূপে ক্ষত দেহ সুকোমল,
জড় ব্যাধে ক্ষত মৃগশিশু সুকুমার?
যুগে যুগে এইরূপে না হইলে রক্তপাত,
হায়! নাথ! মানবের রক্ত কলুষিত
হবে না কি পবিত্রিত? গলিবে না পাপ শিলা?
হইবে না অধর্ম্মের অগ্নি নির্ব্বাপিত?
হইবে না ধর্ম্মের কি সাম্রাজ্য স্থাপিত?

নারায়ণ মেলি নেত্র—"কাঁরু!"—সুপ্রসন্ন মুখে
ডাকিলেন, সেই স্বর করুণা শীতল।
পশিল কারুর প্রাণে, সে করুণা, সেই সুধা,
নিবিল সে অভিমান, সেই দাবানল।
"পাইয়াছ বহু দুঃখ, এস বক্ষে প্রেমময়ি!
উভয়ের লীলা শেষ, চল শান্তিধাম!"
কহিলেন প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ভগবান।
"প্রাণনাথ!"—উন্মাদিনী পড়িল কাঁদিয়া বক্ষে,

জগতের সুশীতল সেই শান্তিধাম !
পরিতৃপ্ত প্রেম, কারু পূর্ণ মনস্কাম।
প্রেমে পরিপূর্ণ ধরা, গগন প্রেমেতে ভরা,
প্রেমামৃতে ভাসিতেছে বিশ্ব চরাচর ;
অনন্ত আলোকরাশি, অনন্ত সঙ্গীতে ভাসি,
উঠিতেছে,—কি সৌরভ ! কি স্বর্গ সুন্দর !
সেই স্বর্গ মুগ্ধ প্রাণে, চাহিয়া চাহিয়া কারু,
করিতে করিতে সেই প্রেমামৃত পান,
মুদিল নয়ন ধীরে,—বীণা পূর্ণতান !

"কারু ! কারু ! কি করিলি !"—কাঁদি উচ্চে নাগরাজ
দূর হ'তে নিরখিয়া আসিলা ছুটিয়া।
"কারু ! কারু ! কি করিলি ! হায় ! কি করিলে হরি !"
পড়িলা চরণ তলে মূর্চ্ছিত হইয়া।
মুহূর্ত্ত মূর্চ্ছান্ত পরে, বাসুকি উন্মত্ত শোকে,
মুহূর্ত্তেকে সেই শর করি উৎপাটন
হানিল আপন বক্ষে, হানিতেছে পুনর্ব্বার,
কাড়িয়া লইয়া শর বেগে নারায়ণ,
করিলেন মহাসিন্ধু-গর্ভে বিসর্জ্জন।
বিনা মহাপারাবার, সেই মহারক্ত আর

কে করিবে প্রক্ষালন, করিবে ধারণ ?
রক্ত নারায়ণ ! —মহা সিন্ধু নারায়ণ !
হরির চরণ-ক্ষত ভক্তের হৃদয়-ক্ষতে,
বাসুকি সে পাদপদ্ম, করিল ধারণ,—
কি মিলন পতিত ও পতিতপাবন !
কি মিলন অঙ্গে অঙ্গে, রক্তে রক্তে কি মিলন !
প্রেমে প্রেমে কি মিলন—ভক্ত ভগবান !
কিবা মহাবিনিময় ! কিবা দান প্রতিদান !
এই মহাদান, এই মহা প্রতিদান,
যুগে যুগে মানবের মহা পরিত্রাণ।
এইরূপে রক্তে রক্তে, মাংসে মাংসে এইরূপে,
সিন্ধু-জলে মিশি জল-বিন্দু কলুষিত,
হয় বিন্দু পূর্ণকাম, হয় পবিত্রিত !
অশ্রুধারা দুনয়নে বহিতেছে দরদর
সেই ক্ষত সম্মিলনে ; করি বিগলিত
সে অশ্রুতে পাদপদ্ম, পতিতপাবনী গঙ্গা
হইতেছে বাসুকির বক্ষে প্রবাহিত।
বাসুকি অধীর শোকে, বাসুকি অধীর প্রেমে,
প্রেম-শোক-সম্মিলনে অধীর হইয়া,
"হায় ! কি করিলে হরি !—ক্ষম মুগ্ধ বালিকায় !"—

কাতরে শিশুর মত কহিলা কাঁদিয়া।
কণ্ঠ জড়াইয়া কারু, অংসোপরে রাখি মুখ,
কৌস্তুভের মালা যেন বক্ষে সুশোভিত;
বাম করে ধরি তারে, রাখিয়া দক্ষিণ কর
নাগরাজ শিরে, প্রেম-অশ্রু-বিগলিত
প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে কহিলেন নারায়ণ,—
"নাগরাজ! বৃথা শোক কর পরিহার!
যে জন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়,
স্ব ভাবে মানব করে মম অনুসার।
ভ্রাতা ভগ্নী দুই জন, চাহিয়াছ শক্রভাবে,
পাইয়াছ শক্রভাবে আজি দুইজন;
আমাদের লীলা শেষ, পূর্ণ এই যুগ-ব্রত,—
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপন।"
"হায়! হরি! দুইজন"—বাসুকি কহিলা খেদে—
"কেন হইলাম শক্র, চরণ কণ্টক?
করিলাম এ জীবন ভীষণ নরক?
মানব যে পাদপদ্ম পূজিয়াছে, পূজিতেছে,
পূজিবে অনন্তকাল, পুষ্পে সুকোমল;
মানব যে হরিনাম, আনন্দে করিয়া গান,
করিয়াছে, করিতেছে, প্রাণ সুশীতল;

আমরা সে পাদপদ্ম পূজি নাহি একদিন,
গাই নাই একদিন সেই হরিনাম,
আমরা সে পদাম্বুজে করিলাম হায়! নাথ!—
এই দেখ বাসুকির ফাটিতেছে প্রাণ!
আমরা তোমাকে শত্রু কেন ভাবিলাম?"
"ইহাও আমার লীলা!"—কহিলা যোগস্থ হরি।
বাসুকির সর্ব্ব অঙ্গ উঠিল শিহরি!
কহিলা কাতরে—"হায়! এ কি লীলা হরি!
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন করিলাম সমর্পণ
যৌবন প্রভাতে এই দুইটি জীবন,
নারায়ণ! কেন নাহি করিলে গ্রহণ?
এই বনফুলে স্থান কেন করিলে না দান?
—হায়! অকরুণ হরি!—ক্ষুদ্র দূর্ব্বাদল
পায় স্থান তব পদে,—পতিতপাবন তুমি!—
পাইল না কেন কারু বাসুকি কেবল?
জগত পূজিছে পদ, জগত গাইছে নাম,
কি স্বর্গ প্রভাসে হায়! কালি দেখিলাম!
কেবল বাসুকি কারু না পূজিল সেই পদ!
না গাইল সুমধুর সেই হরিনাম!
না পাইল সুধাময় সেই স্বর্গে স্থান!

কারু বাসুকিরে হায়! না করিলে শত্রু তব,
বনের পতঙ্গ নাহি করিলে দাহিত
দাবানলে, ধর্ম্মরাজ্য হ'ত না স্থাপিত?"
"নাগরাজ! শত্রুমিত্র"—কহিলেন নারায়ণ
যোগস্থ ঈষদ হাসি—"কে বল কাহার?
আমি জগতের, এই জগত আমার!
ওই দেখ পারাবার,—কি মহাশক্তির ক্রীড়া!
কি শক্তিতে মহাসিন্ধু দেখ বিধূনিত!
ওই দেখ কি তরঙ্গ! দেখ কি তরঙ্গ-ভঙ্গ!
কি তরঙ্গে তটভূমি আহত কম্পিত!
করি সংঘর্ষণে ফেনপুঞ্জ উদ্গীরিত!
জলরাশি মুহূর্ত্তেক না পারে থাকিতে স্থির
স্রোতবলে,—স্রোত তবে শত্রু কি তাহার?
তরঙ্গে তরঙ্গাঘাত, তটভূমে প্রতিঘাত,—
উর্ম্মির কি শত্রু উর্ম্মি, শত্রু কি বেলার?
এই ঘাত প্রতিঘাত আমার শক্তির ক্রীড়া,
এই ঘাত প্রতিঘাতে হতেছে সৃজিত
পলে পলে বসুন্ধরা, হইতেছে পলে পলে
প্রবাল মুকুতা রাশি সৃজিত বর্দ্ধিত!
এই ঘাত প্রতিঘাত চেতন জগতে আছে,

মানব-জগতে আছে এ ক্রীড়া আমার ,
এই ঘাত প্রতিঘাত,—প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র !
এ নহে তোমার ক্রীড়া, নহে দুর্ব্বাসার ।
মানব মঙ্গল তরে অধর্ম্ম তরঙ্গায়িত—
পতিত ক্ষত্রিয় জাতি—হইয়া প্লুত,
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রে হইয়াছে হত !
এই ঘাত প্রতিঘাতে মানবের কি মঙ্গল
দেখিতেছ নাগরাজ হয়েছে সাধিত,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত !
দুর্ব্বাসার ষড়যন্ত্র, আর্য্য অনার্য্যের সন্ধি,—
আমার নীতির ক্রীড়া, নহে দুর্ব্বাসার ;
তুমি ও দুর্ব্বাসা মাত্র, নিমিত্ত তাহার ।
আমি এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মম রূপ,
শক্তির নীতির মম মহা আবর্ত্তন !
এই আবর্ত্তন—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন ।”

এ কি কথা ! এ কি মূর্ত্তি !—বাসুকি বিস্ময়ে উঠি,
দেখিতে লাগিলা মূর্ত্তি বিস্ময়ে বিহ্বল !
শুনিতে লাগিলা কাণে সে কথা কেবল !
দেখিতে ধরিতে মূর্ত্তি নাহি পারে নর-নেত্র,

নাহি পারে সেই কথা করিতে ধারণ !
সে মূর্ত্তি অনন্ত, ভাষা অনন্ত-নিস্বন !
বাসুকি' বিস্ময়ে কহে করযোড়ে—"জগন্নাথ !
অনন্ত শকতি তব ! তবে কেন হায় !
ভ্রাতা ভগ্নী দুইজনে এ লীলা-শিখায়
পোড়াইলে অকরুণ ? দাস অনুদাস করি
রাখিলে না কেন নাথ ! চরণ-ছায়ায় ?"

"নর-জন্ম, নরদেহ",—উত্তরিলা নারায়ণ—
"যুগে যুগে এই রূপে করিয়া গ্রহণ,
সহি কত কুরুক্ষেত্র, কতই প্রভাস সহি,
সহি আমি কত নর-দুঃখ নিরমম !
কে আমার সুখী বল ?—মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র ?
সুখী কি যশোদা, নন্দ, ব্রজাঙ্গনাগণ ?
আমার বাসুকি, কারু, কেমনে হইবে সুখী ?
কে আছে এমন মম ভক্ত প্রিয়তম ?
মানব অধর্ম্ম ফলে জলে যেই দুঃখানলে,
জ্বলি সেই দুঃখানলে সহ নিজ গণ,
না করিলে ধর্ম্ম রাজ্য ভূতলে স্থাপন ;
আদর্শ, দর্পণ মত, না ধরিলে নর-চক্ষে,

দেখিতে বুঝিতে নাহি পারে নারায়ণ
ক্ষুদ্র নর ; নাহি হয় উদ্ধার সাধন !
এইরূপে যুগে যুগে সহিত স্বগণ মম
—কেহ শত্রু, কেহ মিত্র,—লভিয়া জনম
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
সাধি আমি, করি ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন।
ত্রেতার রাবণ, আর দ্বাপরের দুর্য্যোধন,
দুর্ব্বাসা, বাসুকি,—অঙ্গ একই লীলার ;
ত্রেতার সে শূর্পণখা, দ্বাপরের জরতকারু,
রূপে মুগ্ধা ভকতির প্রতিমা আমার !
এস সখে ! এস বুকে ! বড়ই কাতর প্রাণ
তব প্রেম-পিপাসায়, গাও হরিনাম !
এস বুকে ! আমাদের লীলা অবসান।"

নারায়ণ দুই নেত্রে বহিতেছে প্রেমধারা,
ঝরিছে কারুর বক্ষে ধারা অবিশ্রাম,
দেখিলা বাসুকি,—প্রেমপূর্ণ ভগবান !
"কারু !"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলা বাসুকি উচ্চে,
ডাকিল জলধি "কারু" কণ্ঠে উচ্চতর,
ডাকিল গগন "কারু" কণ্ঠে ঘোরতর।

ডাকিল সে ঘোর দিবা, সে প্রকৃতি ঘোরতরা
ডাকিল, ডাকিল উচ্চে বিশ্ব চরাচর,—
শুনিল না কারু, কারু দিল না উত্তর।
সেই প্রেমময় বক্ষে, সেই প্রেমময় মুখ
চাহি প্রেমানন্দে কারু নেত্রে দরদর
রহিয়াছে,—কারু কই দিল না উত্তর!
নিরখিলা নাগরাজ,—হইয়াছে প্রেমানন্দে
প্রেমসিন্ধু-বক্ষে প্রেম-বিশ্ব সম্মিলিত!—
পড়িলা চরণতলে হইয়া মূর্চ্ছিত।



দশম সর্গ।

প্রায়শ্চিত্ত।

"—ও কি হাহাকার!
সুভদ্রে! সুভদ্রে! শুন ও কি হাহাকার!"—
ছুটিয়াছে উল্কা মত নৈশ অন্ধকারে
দ্বারকা-হস্তিনাপথে তুরঙ্গ যুগল,
মহাবনে ক্ষুরক্ষেপে তুলি প্রতিধ্বনি
নৈশ নীরবতা বক্ষে। ছুটিয়াছে বেগে,—
দিবা, রাত্রি, মহাবন, নগর, প্রান্তর,
নাহি জ্ঞান অশ্বের কি অশ্ব-আরোহীর;
নাহি শ্রান্তি, নাহি নিদ্রা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কত দিবা, কত রাত্রি। অশ্ব মুহুর্মুহু
পরিবরতিয়া পান্থশালায় কেবল
সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে চক্ষুর নিমিষে,
ছুটিয়াছে অশ্বারোহী,—পলকে প্রত্যেক,
অশ্বের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে ত্বরিত,

করিছে নির্ভর যেন জীবন মরণ ;
কি যেন ঘটনা মহা করিছে নির্ভর
অশ্বের গতিতে দ্রুত। ছুটিয়াছে অশ্ব
চাপি দন্তে দন্তালিকা ফেনিল বদনে
স্বেদসিক্ত ; স্বেদসিক্ত আরোহিযুগল।
ছুটিয়াছে ঊর্দ্ধশ্বাসে অশ্বপাদুকায়
কানন-কঙ্কর-পথে করি বিকীর্ণিত
অগ্নিকণা ঘন ঘন, ঘন বজ্রাঘাতে।

অকস্মাৎ নিজ অশ্ব করিয়া সংযত
কহিলেন ধনঞ্জয়—"ও কি হাহাকার !
সুভদ্রে ! সুভদ্রে ! শুন ও কি হাহাকার !"
নীরব নিশীথ ! বন নিস্তব্ধ নীরব !
নীরব সুভদ্রা দেবী ! নিশ্চল নীরব
সংযত যুগল অশ্ব ! প্রকৃতি নীরব !
বুঝিলেন সব্যসাচী ভ্রান্তি আপনার।
আবার ছুটিল অশ্ব, পরাভবি বেগে
গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবের শর ক্ষিপ্রগতি।
অতিক্রমি বহু পথ ফাল্গুণি আবার
সংযত করিয়া অশ্ব কহিলা কাতরে—

"সখে! সখে!—ও কে ডাকে? শুন ভদ্রা! শুন!
ও যে কণ্ঠ কেশবের!" নীরব কানন;
নীরব সুভদ্রা স্থির অশ্বে আপনার।
কেবল অশ্বের ক্ষুর-বিক্ষেপ-নির্ঘোষে
ডাকিছে বিকল কণ্ঠে বনপক্ষী কোথা
ভগ্ননিদ্র; ভগ্ননিদ্রা কুরঙ্গ শশক
ছুটিতেছে; করিতেছে শার্দ্দূল জৃম্ভণ।
আবার বুঝিলা ভ্রান্তি। ছুটিল আবার
যুগল তরঙ্গ বেগে ঘোর ঝড়বেগে।
অতিক্রমি বহু দূর আবার পার্থের
দাঁড়াইল অশ্ব, পার্থ কহিলা আবার—
"না, না, নহে ভ্রান্তি ভদ্রা! 'সখে! সখে!'—বলি
কি করুণ কণ্ঠে শুন ডাকিছেন হরি!—
আসিতেছে দাস তব।"—করি কষাঘাত
ছুটিলেন ধনঞ্জয়, ছুটিলেন দেবী
ঊর্দ্ধশ্বাসে বহু দূর,—ভ্রান্তি পুনর্ব্বার!
না পারে চলিতে আর তুরঙ্গ যুগল,
বহিতেছে অঙ্গে স্বেদধারা দর দর,
বহিতেছে দর দর অঙ্গে আরোহীর।
চলিতেছে ধীরে অশ্ব ফেলি ঘন শ্বাস,

বঙ্কিম গ্রীবায় বল্গা করিয়া চর্ব্বিত
মুহুর্মুহু, মুহুর্মুহু করিয়া আহত
বক্ষস্থল মুখে গর্ব্বে, করিয়া সতেজ
মুহুর্মুহু নাসারন্ধ্র বিস্তৃত কুঞ্চিত।
নিবিড় তমিস্রা নিশি; নিবিড় কানন।
অশ্বপৃষ্ঠে পার্থ ভদ্রা উভয় নীরব,
অন্যমনা, বিষাদিত, চিন্তা-নিমজ্জিত।
ধীরে চলিতেছে অশ্ব। কহিলা ফাল্গুণি—
"কি নিবিড় অন্ধকার! কি ঘোরা রজনী!
কি ভীষণ মহাবন আবৃত তিমিরে!
কি যেন কি মহাশোক এই জগতের
হইয়াছে সংঘটিত! করেছে জগত
বিচূর্ণিত, পরিণত ঘোর অন্ধকারে;
করিয়াছে চন্দ্র সূর্য্য তারা নির্ব্বাপিত!
কি যেন কি মহাশোকে হৃদয়-জগত
বিচূর্ণিত; পরিণত নিবিড় তিমিরে;
জীবনের চন্দ্র সূর্য্য তারা নির্ব্বাপিত!
অন্ধকার! অন্ধকার! নিবিড় গভীর
অন্ধকার এ জগত! হৃদয় জগত
অন্ধকার, অন্ধকার নিবিড় গভীর!

শূন্য! শূন্য! সব শূন্য! শূন্য এ জগত!
হৃদয়-জগত শূন্য! শূন্য তুমি, আমি।
নাহি শক্তি দেহে মম, নাহি মম দেহ!
নাহি হৃদয়ের শক্তি, স্থিতি হৃদয়ের!
শক্তিহীন, দেহহীন, হৃদয়বিহীন,
কি যেন রয়েছি আমি!—স্বপন! স্বপন! ছায়া!
অন্ধকার! অন্ধকার!"
শান্ত কণ্ঠে স্থির
কহিলেন ভদ্রাদেবী—"শোকে অভিভূত
হইও না এই রূপে! হায়! যাদবের
অনাথ শিশুর, আর নারী অনাথার
রয়েছে রক্ষণভার করেতে তোমার।"
"শোক ভদ্রা!"—শোকরুদ্ধ কণ্ঠে ধনঞ্জয়
কহিলেন—"শোক ভদ্রা! শোক দুই বার
পাইয়াছি এ জীবনে। দুই বজ্রাঘাতে
বিদীর্ণ, বিচূর্ণ, শোকে হয়েছে হৃদয়
দুই বার, দুই ক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রে,—কোলে
জননীর মহাশয্যা সে মহাশিশুর!
আশ্রমে,—সে মহাশয্যা সাধ্বী বালিকার
মাতৃকোলে, এ পাষাণ পিতৃপদতলে!

আমাদের পদতলে করি সমর্পণ
প্রসূতি প্রসূত সদ্য শিশু নিরাশ্রয়,
কহিল কাঁদিয়া—‘শেষ পূজা উত্তরার
লও বাবা! লও মাতা! এ পবিত্র ফুলে,
উত্তরার অশ্রুজলে। শোধিল উত্তরা
আজি তোমাদের ঋণ অনন্ত স্নেহের।
ওই ডাকিতেছে অভি বসিয়া বিমানে।
আনন্দে বিদায় দেও! জন্মজন্মান্তরে
শ্বশুর শাশুড়ী, যেন জনক জননী,
পাই তোমাদেরে,—বর দেও উত্তরায়!”
দুই করে, দুটি ফুলে, আলিঙ্গি চরণ
দুজনের, লুটাইয়া পড়িল চরণে।
কাঁদি উচ্চে তুলি বক্ষে অর্পিলাম যবে
তব অঙ্কে, দেখিলাম কি হাসি অধরে!
দেখিলাম অনাথার সে প্রথম হাসি!—
কি আনন্দ! কি মাধুরী চির-নিদ্রাগতা!”
কাঁদিয়াছি চিরদিন সেই দুই শোকে!
কাঁদিয়াছি প্রতিদিন। সে শোক-স্মৃতিতে
গোবিন্দের মহাবাক্য, গীতার সান্ত্বনা,
বীরত্বের সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা কঠোর,

গিয়াছে ভাসিয়া। প্লাবি ধৈর্য্যের বন্ধন,
উড়াইয়া তৃণবৎ ধৈর্য্য ঐরাবত,
বহিয়াছে শোকগঙ্গা পতিতপাবনী।
কিন্তু এই শোক, ভদ্রা! নহে সেইরূপ;
প্রভাস-উৎসব কথা শুনি জনরবে
আসিতেছিলাম, পথে সংবাদ ভীষণ
শুনি যেই দিন হায়! দারুকের মুখে
মিলিলাম আত্মহারা মথুরার পথে
তব সনে,—সেই দিন!—কত দিন আজি
নাহি জ্ঞান; মহাকাল এ মহাশোকের
—প্রলয়ের—নাহি সাধ্য করে পরিমাণ।
সে দিন হইতে এক অশ্রুবিন্দু মম
উঠেনি হৃদয়-উৎসে, বহেনি নয়নে।
হয়েছে হৃদয় শুষ্ক, শুষ্ক দুনয়ন।
হইয়াছে মরুভূমি হৃদয়, নয়ন,
পরিপূর্ণ হাহাকারে, নিবিড় তিমিরে!
সেই ঘোর অন্ধকারে, ঘোর কৃষ্ণপটে
জীবনের,—হইয়াছে বিলুপ্ত তিমিরে
দৃশ্যাবলী জীবনের,—ভাসিছে কেবল
সেই দুই মহাশোক। তাহাতেও আজি

উঠিছে না হৃদয়েতে একটি উচ্ছ্বাস,
বহিছে না এক বিন্দু অশ্রু দুনয়নে।
সেই শোক-দৃশ্য আজি নিষ্প্রভ মলিন
কি অজ্ঞাত মহাশোকে! সুভদ্রে! সুভদ্রে!
হউক যাদব ধ্বংস, ধ্বংস চরাচর,
নাহি দুঃখ। নারায়ণ—প্রাণসখা মম—
আছেন কুশলে বল? বল একবার
পারিব সে পদাম্বুজ ধরিতে হৃদয়ে,
যুড়াইতে হৃদয়ের এই হাহাকার?"

"এ কি ভ্রান্তি প্রাণনাথ!"—উত্তরিলা দেবী
শান্ত স্থিরকণ্ঠে—"যিনি মঙ্গল-নিদান
জগতের, যিনি সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল,
সম্ভবে কি অমঙ্গল তাঁহার কখন?
মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ দুঃখ আর,
জন্ম মৃত্যু, শোক শান্তি, লীলা মাত্র তাঁর;—
অনন্ত মঙ্গলপূর্ণ নিয়তি তাঁহার।
না থাকিলে অমঙ্গল, মঙ্গল কখন
বুঝিত কি ক্ষুদ্র নর? বুঝিত কি সুখ,
না থাকিত দুঃখ যদি? মৃত্যু না থাকিলে,

পারিত বহিতে কি এ জীবনের ভার ?
আবির্ভাব তিরোভাব স্বয়ং তাঁহার
না থাকিলে, ভক্তি স্রোত বহিত উজান,
ধর্ম্মের উন্নতি-চক্র হইত অচল ?
হইত অচল জীব-চক্র উন্নতির
দুঃখ, মৃত্যু, অমঙ্গল না থাকিত যদি।
কর শোক পরিহার ! নিয়তি তাঁহার
সুমঙ্গল বিশ্বব্যাপী পালিবেন তিনি,
সুদর্শন নীতি-চক্রে পালিবে জগত,
পালিব আমরা ক্ষুদ্র চক্রে আপনার
সেই মহাচক্র-গর্ভে। ততোধিক আর
ক্ষুদ্র নর আমাদের নাহি অধিকার।
যত দিন ভক্তি প্রেম থাকিবে হৃদয়ে,
তাঁহার চরণাম্বুজ প্রেম সরোবরে
ভাসিবে সতত। প্রেমে চির অধিষ্ঠান—
প্রেম বৃন্দাবনে প্রেমময় ভগবান।"

একটি শীতল ধারা হৃদয় মরুতে
বহিল পার্থের ধীরে ; এক ক্ষীণালোক
উঠিল জ্বলিয়া দূরে ঘোর অন্ধকারে
সেই মহা মরুভূমে। সেই ক্ষীণালোকে

দেখিলেন ধনঞ্জয় ভাবি আবর্ত্তন
নিয়তি-চক্রের ক্ষুদ্র অস্ফুট রেখায়।
চলিলা নীরবে ধীরে। উঠিল ভাসিয়া,
নিশান্তে নীরবে ধীরে অস্ফুট আলোক
ভস্মাচ্ছন্ন শশাঙ্কের। উঠিল ভাসিয়া,
কানন নীরবে ধীরে বিভীষিকাময়,
পার্থ ভবিষ্যত মত। উঠিল ভাসিয়া,
কাননের পথ মত, কর্ত্তব্যের পথ
অস্ফুট আলোকে ধীরে। ছুটিল আবার
তুরঙ্গ যুগল বেগে। করি অতিক্রম
কানন, প্রভাতে অশ্ব প্রভাস-প্রান্তরে
প্রবেশিল, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল তখন।
ভস্মাচ্ছন্ন দিবালোক ধীরে ধীরে ধীরে
উঠিল ভাসিয়া। ধীরে উঠিল ভাসিয়া
শিলা-ভস্ম-সমাচ্ছন্ন প্রভাস প্রান্তর।
"ও কি শব্দ!"—দুই অশ্ব থামিল পলকে।
নহে ভ্রান্তি এই বার,—বিকট চীৎকার
পৈশাচিক, শুনিলেন ভদ্রাও এবার।
ছুটিল যুগল অশ্ব শব্দ লক্ষ্য করি
যেন দুই ক্ষিপ্র শর লক্ষ্যে অগ্নতম।

দেখিলেন ঋষি এক পড়িয়া ভূতলে
করিছে বিকৃত মুখে বিকট চীৎকার,
বক্ষে শিলাখণ্ড এক। চক্ষুর নিমিষে
অবতরি দুইজন, নিমিষে চক্ষুর
শিলাখণ্ড সব্যসাচী করিলা অন্তর।
"ওই আসে! ওই আসে!—কোথা যাব আমি?—
যায় প্রাণ পিপাসায়!"—করিছে চীৎকার
চাহি শূন্য পানে ঋষি বিকৃত বদনে।
ছুটিলেন ভদ্রা দেবী; দূর নিরঝরে
প্রক্ষালিয়া ক্ষিপ্রকরে গৈরিক অঞ্চল,
আনিয়া শীতল বারি ঢালিলা বদনে
ঋষির পিপাসাতুর। করি জল পান,
দ্বিগুণ বিকৃত মুখ করি মহাক্রোধে,
গর্জ্জিলা—"কে তোরা পাপী? সুভদ্রা, অর্জ্জুন!
দূর হও পাপীয়সি, ওরে দুরাচার!
চিনিস্ না দুর্ব্বাসায়, অভিশাপে যার
কুরুকুল যদুকুল হইল ভস্মিত?
দূর হও! দূর হও! পিপাসা! পিপাসা!"
লইয়া মস্তক অঙ্কে, বারি সুশীতল
আবার দিলেন ভদ্রা বিকৃত বদনে।

উঠিল চীৎকার পুনঃ—"ওরে পাপীয়সি!
দূর হও! দূর হও ওরে দুরাচার!
এখনি করিব ভস্ম অভিশাপানলে!"
কহিলেন ভদ্রা দেবী কণ্ঠে করুণার—
"কর ভস্ম আমাদেরে ইচ্ছা হয়, দেব!
কেমনে যাইব চলি, ফেলিয়া তোমায়
এমন সময়ে হায়! দেও অনুমতি
সেবিব চরণ প্রভু! হও শান্ত স্থির,
পাবে শান্তি, সুমধুর গাও কৃষ্ণনাম!"
জতুস্তূপে অগ্নি যেন হইল পতিত,
গর্জ্জিল দুর্ব্বাসা ক্রোধে হইয়া অধীর—
"সে পাপীর ভগ্নী, ভগ্নীপতি সে পাপীর,
সেবিবে!—পবিত্র অঙ্গ ছুঁইবে আমার!
দূর হও! দূর হও! মহর্ষি দুর্ব্বাসা
গাইবে সে পাপনাম!"—ঘোর অট্টহাসি
হাসিলা ঘৃণায় ঋষি প্রেতপুর মত—
"যোগানল যাঁর করি বিদীর্ণ ভূধর,
হ'য়ে উদ্গীরিত, কুল করিল ভস্মিত
যে পাপীর, দাবানলে পঙ্গপাল মত,
গাইবে তাহার নাম মহর্ষি দুর্ব্বাসা?

দূর হও দুশ্চারিণি ! হব শান্ত, স্থির,
বল্ সেই যোগানলে হইয়াছে পাপী
ভস্মীভূত, কিম্বা হত অস্ত্রে অনার্য্যের,
ঘূর্ণিত পশুর মত। বল্ ফলিয়াছে
দুর্ব্বাসার অভিশাপ,—বেদ-ব্রাহ্মণের
মহাশত্রু মহাপাপী মরেছে পুড়িয়া
বেদ-যজ্ঞানলে মম, গিয়াছে নরকে ;
তাহার সে ধর্ম্মরাজ্য গেছে রসাতলে !
শিলাখণ্ড পড়ি বুকে সে ঘোর নিশীথে
করেছে অচল দেহ। বড় দুঃখ মনে
নাহি পারিলাম হায় ! করিতে প্রদান
পূর্ণযজ্ঞে শেষাহুতি, করি পদাঘাত
পতিত শত্রুর শিরে শত শত বার।
ওই আসে ! ওই আসে !”—বিকৃত চীৎকার
আবার করিল ঋষি।—“জ্বলন্ত ভীষণ
নারকীর সুদর্শন-চক্র নরকের !
কোথা যাব ! কোথা যাব ! একে, একে, একে
নৃপতি বৈদিকদেব-পূজকের কাছে
গেলাম, আশ্রয় কেহ দিল না আমায়
ধর্ম্মভ্রষ্ট দুরাচার। সকলের করে

অর্ঘ্য সে পাপীর তরে! সকলের মুখে
পাপনাম! পাপনামে পূর্ণ ধরাতল!
ওই আসে! ওই আসে!"—দুর্ব্বাসা আবার
করিল চীৎকার ঘোর,—"দিল না আশ্রয়
বিধর্ম্মী বৈদিক দেব-পূজক সকল।
অধর্ম্মে পূর্ণিত ধরা। যাইব বৈদিক
দেবতাগণের কাছে, মাগিব আশ্রয়।
যাব ওই চন্দ্রলোকে। এ কি চন্দ্রলোক!
কোথা শশধর? কোথা রোহিণী তাহার?
কোথায় জ্যোৎস্না? এ কি! অদ্ভুত! অদ্ভুত!
এ চন্দ্রলোকের চন্দ্র শোভিছে পৃথিবী
কি সুন্দর! কি শীতল উৎস জ্যোৎস্নার!
শিলাময়—শিলাময়—কি মরু বন্ধুর
এই চন্দ্রলোক! তপ্ত জ্বলন্ত আতপে
শৈলের উপরে শৈল, শৈল তদুপরে,—
বিদীর্ণ, উদ্গীর্ণ, মৃত আগ্নেয় ভূধর,
অনন্ত, অসংখ্য। নাহি চিহ্ন উদ্ভিজ্জের!
নাহি জীব! নাহি জল! কেবল প্রখর
মধ্যাহ্ন নৈদাঘ সূর্য্যে তপ্ত শৈল মরু!
যায় প্রাণ! কোথা যাব!—পিপাসা! পিপাসা!"

সিক্ত অঞ্চলের বারি সুভদ্রা আবার
ঢালিলেন। ধনঞ্জয় বিস্মিত, স্তম্ভিত,
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে করি গাণ্ডীবে নির্ভর,
বীরবেশে, আত্মহারা। বসিয়া সুভদ্রা
উদাসিনী, মুক্তকেশী, গৈরিক বসনা,
অঙ্কে দুর্ব্বাসার শির,—মূর্ত্তি করুণার।
"ওই আসে! ওই আসে!"—ছাড়িল চীৎকার
আবার দুর্ব্বাসা ভয়ে। প্রলাপের মত
কহিতে লাগিল পুনঃ—"যাব সূর্য্যলোকে।
কোথায় আদিত্য জবা-কুসুম-সঙ্কাশ,
ধ্বান্তারি, সর্ব্বপাপঘ্ন, দেব দিবাকর?
কোথায় তাহার রথ? সপ্তাশ্ব কোথায়?
সারথি অরুণ কোথা?—অনল! অনল!
ভয়ঙ্কর—ঘোরতর—অনল কেবল!
অনন্ত, অতল, অগ্নি-মহাপারাবার!
পর্ব্বতপ্রতিম অগ্নি-তরঙ্গ ভীষণ
ছুটিতেছে, গর্জ্জিতেছে! তরঙ্গে তরঙ্গে
কি আঘাত, প্রতিঘাত, বিরাট-গর্জ্জন,
অনলের অনিবার! শত বজ্রনাদ,
বালকের করতালি তুলনায় তার।

কি শক্তিতে চিন্তাতীত অগ্নি পারাবার
বিলোড়িত, বিমথিত, ঘোর আবর্ত্তিত !
কি অসংখ্য অগ্নিস্তম্ভ, অনন্ত গোলক,
অনল পৃথিবীরাশি শত সংখ্যাতীত,
হইতেছে মহাশূন্যে অগ্নি-প্রস্রবণে
উৎক্ষেপিত অনিবার কি বেগে ভীষণ,
কত ঊর্দ্ধে ! হইতেছে উদ্ভিন্ন, বিদীর্ণ,
কি বিরাট মহাশব্দে ! ভীম বজ্র-মন্দ্রে
সংখ্যাতীত পরিপূর্ণ করি মহাব্যোম
অনিবার ! চিন্তাতীত, কল্পনা-অতীত,
ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
কেমনে জ্বলন্ত সেই অনলমণ্ডলে
যাইব ! শিশুর ক্রীড়া-গোলক কেবল
তুলনায় ভূমণ্ডল ! মধ্যাহ্ন উত্তাপ
নিদাঘের, তুলনায় তুষার শীতল !
কি উত্তাপ ! কি উত্তাপ ! যাইছে পুড়িয়া
রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা !—কি জ্বালা ! পিপাসা !"
যন্ত্রণায় দুর্ব্বাসার বিকৃত-বদন
হইল বিকৃততর। যন্ত্রণায় ঋষি
করিতেছে ছট্‌ফট্‌ ; তীব্র যন্ত্রণায়

রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, হতেছে মথিত
ঘন ঘন। সুভদ্রার করুণ হৃদয়
গলিল, বহিল অশ্রু করুণ নয়নে,—
করুণার প্রেম-গঙ্গা সন্তাপ-হারিণী।
কহিলেন—“পাবে শান্তি, লও কৃষ্ণনাম!”
“দূর হও! দূর হও!”—দুর্ব্বাসা আবার
যন্ত্রণা-জড়িত-কণ্ঠে করিল চীৎকার।—
“আবার, আবার, সেই নাম পাপিষ্ঠের
কলুষিত করি কর্ণ!—আবার, আবার,
শ্রবণ হইতে প্রাণ করিয়া দাহিত
তরল অনল-স্রোতে! ওরে পাপীয়সি!
ব্যভিচারী দুরাচার হীন গোরক্ষক,
লইবে তাহার নাম মহর্ষি দুর্ব্বাসা?
লইবে পবিত্র স্বর্গ নাম নরকের?
পারিজাত পূতিগন্ধ মাখিবে সৌরভে?
আসুক সে বিধর্ম্মীর চক্র বিভীষণ,
খণ্ড খণ্ড দুর্ব্বাসার করুক এ দেহ,
করুক বিদগ্ধ, ভস্ম; তথাপি—তথাপি—
তথাপি দুর্ব্বাসা নাহি লইবে সে নাম!
ওই আসে! ওই আসে! কি চক্র ভীষণ!

কি ঘূর্ণন ! কি গর্জ্জন। অগ্নি-উদ্গীরণ !
কোথা যাব ! কোথা যাব ! দেবতা বেদের
কোথা ইন্দ্র ! কোথা রুদ্র ! কোথায় বরুণ !
অশ্বিনীযুগল কোথা !—অদ্ভুত ! অদ্ভুত !
অনন্ত—অনন্ত—নীলগর্ভে অনন্তের
ভ্রমিছে অনন্ত সূর্য্য, অনল গোলক,
অন্তহীন, দুর্নিরীক্ষ্য ! কি চক্রে মহান,
সূর্য্যে সূর্য্যে মহাশূন্যে করিয়া বেষ্টন,
ভ্রমিতেছে কত গ্রহ ! বেষ্টি গ্রহগণ
কত উপগ্রহ, কত চন্দ্র ভূমণ্ডল,—
ভ্রমিতেছে অনিবার ! গতি আবর্ত্তন
মানব-কল্পনাতীত। সৌর রাজ্য কত,—
কত সৌর পরিবার,—শত, সংখ্যাতীত—
ভ্রমিতেছে নীলিমায় মহা অনন্তের,—
অশ্রান্ত, অভ্রান্ত ! কিবা অনন্ত ভ্রমণ
অন্তরীক্ষে, কি অনন্ত চক্রে সংখ্যাতীত,
কি শক্তিতে, কি নীতিতে, অচিন্ত্য কৌশলে !
অসংখ্য জগত ! সেই জগতে জগতে
কতই বিচিত্র সৃষ্টি ! জড় চেতনের
কি বিচিত্র রঙ্গভূমি ! জগতে জগতে

সৃষ্টি কত রূপান্তর! জগতে জগতে
রূপান্তর জীবে জীবে, উদ্ভিজ্জে উদ্ভিজ্জে,
কি বিচিত্র! কি বিচিত্র, জগতে জগতে,
উন্নতি ও অবনতি জড় চেতনের!
ভূলোক হইতে ওই পুণ্য দেবলোক,
—শোভাময়! শান্তিময়! চিদানন্দময়!—
মানব হইতে ওই পুণ্যাত্মা সকল,
—শোভাময়! শান্তিময়! চিদানন্দময়!—
কি অদ্ভুত বিবর্ত্তন জড় চেতনের
কত স্তরে, অধে, উর্দ্ধে, কি নীতি-শৃঙ্খলে,
দৃষ্টাতীত, জ্ঞানাতীত! কই দেবলোকে
কোথা ব্রহ্মা, কোথা বিষ্ণু, কোথায় বা শিব,
বৈদিক দেবতাগণ? কাহার আশ্রয়
লইব? আশ্রয় আজি কে দিবে আমায়?
ওই আসে! ওই আসে!"—আবার চীৎকার
করিল দুর্ব্বাসা ভয়ে। চাহি অধোমুখে
জননী করুণাময়ী, করিলেন ধীরে
সঞ্চালিত দুই কর,—দুই কোকনদ—
ঋষির বিকৃত ভীত বদন উপরে।
"কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!"—বদন-বিকৃতি

ঋষির হইল দূর। কহিল উচ্ছ্বাসে—
"কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত! নীলমণিময়
কি বিরাট দেববপু! বিরাট পুরুষ!
দ্যুলোক, ভূলোক, ওই অনন্ত আকাশ
ব্যাপিয়াছে সেই দেহ! গ্রহ, উপগ্রহ,
চন্দ্র, সূর্য্য, ধূমকেতু, অসংখ্য মণ্ডল
ভ্রমিতেছে চক্রে চক্রে সে বিরাট দেহে,
আদিহীন, অন্তহীন! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
মহাপারাবারে ক্ষুদ্র জলবিম্ব মত,
জন্মি জন্মি সেই দেহে হতেছে বিলীন!
এই কি সে বিশ্বরূপ? পরম নিধান
এ বিশ্বের, নিত্য, সত্য, অব্যয়, অক্ষয়?
অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা? নিয়ন্তা নীতির?
এ অনন্ত কৌশলের অনন্ত-কৌশলী?
এক, অদ্বিতীয়? ভিন্ন শকতির নাম
বৈদিক দেবতাগণ? অদ্ভুত! অদ্ভুত!
সত্য কি এ নবধর্ম্ম? সত্য বিশ্বরূপ?
সত্য? না না, মানিবে না, দুর্ব্বাসা কখন।"

আবার সুভদ্রা দেবী সঞ্চারিলা কর।

"কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!"—বিস্ময়ে দুর্ব্বাসা
কহিতে লাগিল—"সেই বিরাট পুরুষ
হইল কি রূপান্তর! কিরীটি-শোভিত,
শঙ্খচক্রধর, নীলকান্তি মনোহর,
রবিকর পীতাম্বর, মহাযোগীশ্বর!
হে রাজর্ষি! মহাদেব! কে তুমি? কে তুমি?
দিবে না, দিবে না, না না, দুর্ব্বাসা তোমায়
পশিতে হৃদয়ে তার। পশিলে হৃদয়ে?
কে তুমি? কে তুমি? কৃ—ষ্ণ?"

সুমধুর নাম

গাইলেন ভদ্রা পার্থ। সুমধুর নাম
উচ্চারিতে ধীরে সেই বিকৃত বদন
হইল প্রশান্ত, স্থির। পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত!
পাপমুক্ত ঋষি চলি গেলা শান্তিধাম।



একাদশ সর্গ।

স্বর্গারোহণ।

এখন ঘোরাল দিবা, নাহি যেন দিবাকর।
কি যেন শোকের ছায়া ছাইয়াছে চরাচর।
কি যেন শোকের গীত গাইতেছে পারাবার।
কি যেন সমুদ্রানিল বহিতেছে হাহাকার।
শিলা-ভস্ম-সমাচ্ছন্ন, বিস্তীর্ণ শ্মশান-প্রায়,
বিস্তীর্ণ প্রভাস-ক্ষেত্র যত দূর দেখা যায়।
এখনো বিদীর্ণ সেই রৈবতক শৃঙ্গ-চয়
করিছে উদ্গীর্ণ ধূম্র সভস্ম গৈরিকময়
রহিয়া রহিয়া, যেন করি মুখ ব্যাদানিত
করিতেছে দৈত্যব্যূহ ক্রোধ-বাষ্প উদ্গীরিত।
এখনো উঠিছে কাঁপি রহিয়া রহিয়া ধরা,

হৃদয় রয়েছে যেন কি শোক আবেগে ভরা!
কি যেন শোকের দৃশ্য বিস্তীর্ণ প্রভাস তীর,
ভস্মাচ্ছন্ন ঘোর কৃষ্ণ! ঘোর কৃষ্ণ সিন্ধু-নীর।
ঘোর কৃষ্ণ আবরণে হইয়াছে একাকার!
অভিন্ন ধবল বেলা ঘোর কৃষ্ণ পারাবার।
নাহি চিহ্ন জীবনের, নাহি চিহ্ন জগতের!
যেন প্রলয়ের দিন,
জগত হয়েছে লীন
মহাকাল-মহাবক্ষে, মহাবক্ষে প্রলয়ের।
অগ্নিগিরি উদ্গীরিত প্রস্তরে আহত, হত,
অনার্য্য পড়িয়া আছে স্থানে স্থানে শত শত।
নাহি হিংস্র জীব-চিহ্ন, শৃগাল, বায়সগণ;
কেবল উত্তপ্ত বায়ু স্বনিছে কি শোক-স্বন
মাখি ধূম্র ভস্ম অঙ্গে! আহতের আর্ত্তনাদ
বহিয়া বহিয়া ধীরে শোকে ত্রাসে সবিষাদ!
কেবল সুভদ্রা পার্থ, শোকে ত্রাসে অভিভূত,
ভ্রমিছেন, করুণার অশ্রুতে নয়নাপ্লুত।
করি আহতের সেবা, হতে বর্ষি অশ্রুজল,
করুণার নদ নদী ভ্রমিছেন অবিরল।
আর চলিল না পদ; কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ;

সম্মুখে উৎসব-ক্ষেত্র প্রভাসের,—কি শ্মশান!
যথায় যোজন ব্যাপী ছিল শিবিরের সারি,
আলোক-কুসুম-দামে নাট্যশালা অনুকারি,
দগ্ধ শিবিরের দণ্ড স্থানে স্থানে চিহ্ন তার
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া, দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড আর।
ভস্মাবৃত, শবাবৃত, প্রস্তর-গৈরিকাবৃত,
বিস্তীর্ণ মহাশ্মশান ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছাদিত!
বিলাসের ভগ্ন, দগ্ধ, উপকরণের রাশি
আছে পড়ি শব সহ; এখনো রয়েছে বাসি
বিলাস-কুসুম-দাম যাদবের যাদবীর
অঙ্গে অঙ্গে ভস্মাবৃত; করে পান-পাত্র স্থির
এখন রয়েছে কারো; রয়েছে বিলাস বেশ
ভস্মাবৃত; ভস্মাবৃত বেণীবদ্ধ চারু কেশ।
রহিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে রত্নময় আভরণ
যাদবের যাদবীর, শুষ্ক অলক্ত চন্দন।
পড়ি যন্ত্রী যন্ত্র করে, নর্ত্তকী অর্দ্ধেক নাচে;
বক্ষে মৃতা প্রণয়িনী প্রণয়ী পড়িয়া আছে।
কেহ গদাহত, কেহ অস্ত্রাহত নিদারুণ,
কেহ বা প্রস্তরে,—অস্ত্রে প্রকৃতির অকরুণ।
ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুঝি, কোথা ভ্রাতুষ্পুত্র সহ

আছে পড়ি দুই জন; কোথা দৃশ্য শোকাবহ,—
দুই দ্বন্দ্বী মধ্যে আসি পত্নী, পুত্রী, ভগ্নী বলে
নিবারিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, পড়িয়াছে মধ্যস্থলে।
দুই দিকে দুই কর রহিয়াছে প্রসারিত;
কি করুণা, কাতরতা, রয়েছে মুখে অঙ্কিত!
নিমিষে নিরখি দৃশ্য,—উর্দ্ধমুখে, অশ্রুজলে,
করযোড়ে ধনঞ্জয় বসিলেন ধরাতলে
জানু পাতি। ভদ্রা দেবী,—হৃদয়ে শান্তির ধাম,—
দাঁড়াইলা করযোড়ে, অধরেতে কৃষ্ণনাম
অস্ফুট; ঈষৎ ধীরে কাঁপিতেছে ওষ্ঠাধর,
উর্দ্ধমুখ শান্তিময়, স্থিরনেত্র ইন্দীবর।
রহিলেন দুই জন মুরছিত যোগস্থিত
মহাশোকে, স্থির দেহ, নয়ন অবিচলিত।
মহাশোকে অর্জ্জুনের করুণার পারাবার
উদ্বেলিত, অশ্রুধারা বহিতেছে অনিবার।
সুভদ্রার মহাশোক শান্তির সাগরে ধীরে
হইল বিলীন, নেত্র ছল ছল প্রেম-নীরে।
কিছুক্ষণ পরে উঠি কহিলেন ধনঞ্জয়—
"এ কি লীলা হরি! তুমি প্রেমময় দয়াময়।
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্র, সেই শোক-পারাবার;

ক্ষুদ্র সরোবর, এর নহে যোগ্য তুলনার।
কুরুক্ষেত্র বীর-ক্ষেত্র, বীরের ত্রিদিব-ধাম।
প্রভাস উৎসব-ক্ষেত্র,—তার এই পরিণাম!
কুরুক্ষেত্রে এই রূপে বিকট মৃত্যু, বিলাস,
করে নাই নিরমম পরস্পরে উপহাস।
এরূপে অমৃতে তথা উঠে নাহি হলাহল।
এরূপে আমোদ-সুধা হয় নাই অশ্রুজল।
এই রূপে হাসি তথা হয় নাহি হাহাকার।
প্রমোদ নিকুঞ্জ বন হয় নাহি পারাবার।
পড়েছিল বীরগণ মহা মহীরুহ যথা ;
ছিল না এরূপে তাহে জড়িতা রমণী লতা।
বসন্ত বাহারে তথা উঠেনি দীপক রাগ।
ছিল না কুসুম বনে লুকাইয়া তীব্র নাগ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র ; এ ক্ষেত্র আত্মহত্যার ;
কুরুক্ষেত্রে বীর্য্য ক্রীড়া ; এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া সুরার।
মানব, প্রকৃতি, মিলি করিয়াছে কি ভীষণ
দাবদগ্ধ, সুসজ্জিত সুরম্য প্রমোদ বন!
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র, ধর্ম্ম রাজ্য লক্ষ্য তার ;
হরি! এইরূপে কুল করিলে কেন সংহার?"
কেবল কহিলা দেবী—"কর্ম্মফল! কর্ম্মফল!

এত দিনে ধর্ম্মরাজ্য দৃঢ়, স্থির, অবিচল।"
কিন্তু কই, কৃষ্ণ কই ? ছুটিলেন দুইজন
দেখিলেন সম্মুখেতে বৃক্ষতল মনোরম।
একটি গৈরিক খণ্ড, একটি খণ্ড শিলার,
পড়েনি একটি ভস্ম,—বেলা-ভূমি পরিষ্কার।
শোভিতেছে বেলাখণ্ড যেন বেলফুল রাশি,
শোকের শ্মশানে যেন শান্তির শীতল হাসি।
বুঝিলেন দুই জনে দারুক, শৈল, কেশব,
এইখানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এ বিপ্লব।
সাষ্টাঙ্গে প্রণত ভূমে হইলেন দুই জন,
পাইলেন শোকে শান্তি পাতি বক্ষ অনুক্ষণ।
মহামরুদগ্ধ বুকে কি যেন তুষার জল
প্রবেশিল, দগ্ধ প্রাণ করি শান্ত সুশীতল।
ললাটে পরশি ভূমি প্রণমিয়া বহুবার,
মাখিয়া ললাট বক্ষে পূজ্য পদরজ আর,
চলিলেন দুই জন ঊর্দ্ধশ্বাসে বহুদূর,—
ও কে ! জননীর অঙ্কে যেন শিশু তৃষ্ণাতুর !
একটি রমণী অঙ্কে কখন রাখিয়া মুখ
করিতেছে ছটফট, ভূতলে রাখিয়া বুক।
কখন উঠিয়া চাহি শূন্য পানে আত্মহারা

ছুটিছে উন্মাদ মত, দুনয়নে অশ্রুধারা।
"শৈলজে! শৈলজে!"—পার্থ কহি কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত
ছুটিলেন, লইলেন হৃদয়েতে উদ্‌বেলিত
শৈলজায়; কহিলেন নেত্রে অশ্রু ছল ছল—
"কোথায় আছেন কৃষ্ণ? আছেন কুশলে বল?"
দাঁড়াইয়া নাগরাজ ছিল চাহি শূন্য পানে,
সুমধুর কৃষ্ণনাম যেমতি পশিল কাণে,
কহিলা আকুল কাঁদি,—"আহা কি মধুর নাম!
কে শুনা'ল, যুড়াইল পাপীর তাপিত প্রাণ?
গাও নাম আর বার! গাও নাম শত বার!
সহস্র সহস্র বার! লও নাম, গাও আর!
গাও নাম পারাবার! গাও নাম সমীরণ!
গাও নাম চন্দ্র সূর্য্য! গাও গ্রহ অগণন!
এমন মধুর নাম, পতিতপাবন নাম,
এমন ত্রিতাপহর, শীতল শান্তির ধাম,
নাহি মর্ত্ত্যে, নাহি স্বর্গে। এমন মধুর নাম,
গাও মুখ! গাও চোক! গাও অঙ্গ! গাও প্রাণ!
গাও মুখ মধুস্বরে! গাও চোক অবিরাম
বরষিয়া প্রেমধারা! নামামৃত করি পান,
গাও প্রেমানন্দে তুমি গলিয়া, পাষাণ প্রাণ!

নামামৃতে মত্ত অঙ্গ নেচে নেচে গাও নাম !
হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! হরে !
হরে ! রাম ! হরে ! রাম ! রাম ! রাম ! হরে ! হরে !"
দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি, দিয়া তালি অবিরাম,
নাচিতেছে নাগরাজ গাইয়া গাইয়া রাম
পাগল শিশুর মত, বহিয়া নয়নধারা
ভিজিতেছে বক্ষ, বেলা,—নাগরাজ আত্মহারা !
প্রেমানন্দে চিত্ত যেন হইয়াছে প্রপূরিত ;
বহিতেছে অনিবার নেত্র পথে উদ্বেলিত।
সেই নৃত্যে, সে আনন্দে, সুভদ্রা ও ধনঞ্জয়
ভুলিলেন আত্মশোক, হইলেন তন্ময়।
সেই প্রেম ! সে আনন্দ ! সেই গীত ! সে নর্ত্তন !
হইতেছে বাসুকির স্বেদ কম্প ঘন ঘন।
মহাভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া দেহ অধীর
পড়িতে, আপন অঙ্কে ভদ্রা লইলেন শির।
মহাভাবে ভদ্রা, পার্থ, শৈল, আত্মজ্ঞানহীন
রহিলেন কিছু ক্ষণ, আত্মপ্রেমানন্দে লীন।
মহাশোক-স্রোতস্বতী ধনঞ্জয় সুভদ্রার
হইল বিলীন, পশি প্রেমানন্দ পারাবার।
ধীরে ধীরে বাসুকির উপজিলে বাহ্য জ্ঞান,

কহিলা শৈলজা—"দাদা! পূর্ণ তব মনস্কাম!
যে দেবী আরাধ্যা তব, জীবন-স্বপ্ন তোমার,
চেয়ে দেখ তব শির অঙ্কে সেই সুভদ্রার।
যেই পার্থ শত্রু তব, দেখ পদতলে বসি
সেবিছেন পদ তব! কি প্রেমে কি অশ্রু খসি
পড়িতেছে পদে তব, পড়িছে বক্ষে তোমার!
হইয়াছে প্রেমানন্দ কি মহাশোকে সঞ্চার!
জ্বলিলে একটি জন্ম যেই প্রেম-পিপাসায়
কর পান সেই প্রেম অজস্র সুধা-ধারায়!
পতিতপাবনী ধারা এই মাতা জাহ্নবীর,
যুড়াইবে প্রাণ তব, যুড়ায়েছে পাপিনীর।"
"সুভদ্রা! সুভদ্রা! পার্থ!"—নাগরাজ সবিস্ময়
উঠিয়া রহিলা চাহি মূর্ত্তিবৎ, প্রীতিময়।
"সুভদ্রা!—জীবন স্বপ্ন! সুভদ্রা! পিপাসা মম!
একটি চরণ-রেণু ভাবিতাম স্বর্গ সম।
আমার আরাধ্য দেবী, আমার সর্ব্বস্ব ধন,—
তাঁর অঙ্কে মম শির, আমি পাপী নরাধম।
হায় মা! একটি জন্ম পুড়ি কিবা কামানলে
পূজিয়াছি পত্নীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে!
করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ প্রভাস সংঘটিত;

কৌরব যাদব রক্তে করিয়াছি কর্দ্দমিত
এই কর, এই আত্মা ;—সকলি লীলা তাঁহার !
আজি কোথা সে সুভদ্রা ? সে বাসুকি কোথা আর ?
স্বপন ! স্বপন সব !—বিকট-স্বপন ঘোর !
সেই ঘোর অমাবস্যা আজি হইয়াছে ভোর।
আজি সেই পত্নীভাব মনে নাহি পড়ে আর ;
আজি তুই প্রেমময়ী মা আমার ! মা আমার !
কত প্রেম মুখে তোর, কত প্রেম অঙ্কে, বুকে !
সে অঙ্কে শিশুর মত বাসুকি ঘুমাবে সুখে।”
বাসুকি আবার অঙ্কে রাখি শিশুমত শির
কাঁদিতেছে, ভিজিতেছে অঙ্ক ঝরি অশ্রুনীর।
“তুই মম কারু আজি ; তুই মম শৈল আর ;
তুই মম মাতা, পিতা, তুই মা ! কৃষ্ণ আমার !”
উচ্চারিতে কৃষ্ণনাম হ’ল পুনঃ ভাবাবেশ,
বাসুকি কহিল উঠি,—“মরি ! কি মধুর বেশ !”
চাহি সুভদ্রার পানে—“কি মোহন চূড়া শিরে !
কাঁপিতেছে শিখিপুচ্ছ মলয়ে কি ধীরে ধীরে !
কেশে ফুলমালা, পৃষ্ঠে কি মোহন পীতধড়া !
কি ত্রিভঙ্গ নীলকান্তি, অতরল সুধা ভরা !
কি মোহন পীতাম্বর ! গলে কিবা বনমালা !

চন্দন-চর্চ্চিত বুক কি প্রেমের নাট্যশালা!
শ্রীঅঙ্গের কি সৌরভ যেন পারিজাত রাশি!
করপদ্মে বিম্বাধরে শোভে কি মোহন বাঁশী!
বাজিতেছে কি মধুরে! ডাকিতেছে—'আয়! আয়!'
এই যাই, এই যাই।"—ভাবাবেশে পুনঃ রায়
পড়িলা ভদ্রার অঙ্কে প্রেমানন্দে মূরছিত।
হইলেন চারি জন ভাবে জ্ঞান-বিরহিত।
গাইলেন তিন জন,— প্রেমে পুলকিত প্রাণ,—
আত্মহারা চাহি শূন্য, লীলাময় কৃষ্ণনাম।
বাসুকি মেলিলে নেত্র শুনিতে শুনিতে নাম,
কহিলেন ধনঞ্জয়—"নাগেন্দ্র! আকুল প্রাণ,
কোথা কৃষ্ণ? কহ, তুমি পেয়েছ কি দেখা তাঁর?
কোথায় আছেন তিনি? পাইব কি হায়! আর
হৃদয়ে সে পদাম্বুজ? দেখিব নয়ন ভরি
নর-নারায়ণ রূপ, কহ দাসে দয়া করি!"
"কোথা কৃষ্ণ?"—নাগরাজ উঠি পুনঃ আত্মহারা
পার্থে আলিঙ্গিয়া কহে বিস্ফারি নয়নতারা—
"কোথা কৃষ্ণ?"—উচ্চ হাসি বাসুকি উঠিল হাসি,
সে হাসিতে কি আনন্দ, কিবা প্রেমসুধারাশি!
"কোথা কৃষ্ণ?—দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা, ধনঞ্জয়?

বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময় !
কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষ্ণ সূর্য্যে, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে।
অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে।
মেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত চপলায় ;
কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়।
কৃষ্ণ অমা-অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল্ল জ্যোৎস্নায় ;
কৃষ্ণ, সিন্ধু-জলোচ্ছ্বাসে, কৃষ্ণ গৈরিক ধারায়।
কৃষ্ণ মহাশৈলাচলে, কৃষ্ণ ফুলে, কৃষ্ণ ফলে,
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে, কৃষ্ণ অনলে।
বিলাস শয্যায় কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে।
প্রেমের কটাক্ষে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অস্ত্র বরিষণে।
কৃষ্ণ শার্দ্দূলের দন্তে, কৃষ্ণ নারীবিম্বাধরে।
শোকের ক্রন্দনে কৃষ্ণ, প্রেমের সঙ্গীতস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ নয়নে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ শ্রবণে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ অধরে।
কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম কণ্ঠস্বরে।
কৃষ্ণ মম রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, কৃষ্ণ মজ্জায়।
কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায় !”
বক্ষের সে অস্ত্রক্ষত উত্তেজিত বিস্ফারিত

হইয়া আবেগে, রক্ত হইতেছে প্রবাহিত।
রক্তজবা হ'তে যেন রক্ত চন্দনের ধারা
ঝরিতেছে পুষ্পপাত্রে ;—বাসুকির নেত্র-তারা
আবার উঠিল ভাসি প্রেমাশ্রুতে সুশীতল,
বিষ্ণু-পদে উপজিল যেন জাহ্নবীর জল।
"কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?" করি অসি নিষ্কোষিত,
কহিলা নাগেন্দ্র পুনঃ—"কর বক্ষ বিদারিত !
দেখিবে আমার সেই ননীচোরা নীলমণি ;
পুষি তারে কি আদরে দিয়া প্রেম ক্ষীরননী।
কত শাসি, কত হাসি, সাজাই সে তনুখানি !
আমি তার পিতা নন্দ, যশোদা জননী আমি !
শ্রীদাম সুদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে !
ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রীড়া করি রঙ্গে !
কুঞ্জে কুঞ্জে জ্যোৎস্নায় বাজে কি মধুর বাঁশী !
কি প্রেম-যমুনা বহে কি অনন্ত প্রেমরাশি !
ওই শুন বাজে বাঁশী, ওই ডাকে—'আয় ! আয় !'
এই যাই, এই যাই।"—প্রেমে রোমাঞ্চিত কায়
ছুটিলা বাসুকি বেগে নাচি করতালি দিয়া,
ধরিলেন ধনঞ্জয় দুই বাহু প্রসারিয়া।
"যাক মান, যাক কুল ! ছেড়ে দেও ! ছেড়ে দেও !

জীবন যৌবন নাথ! নেও তুমি, সব নেও!"
কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে ভাবাবেশে মূরছিত
হইলা পার্থের বক্ষে,—দুই বক্ষ সম্মিলিত
কি শক্রর, কি কঠোর! কিবা প্রেমানলে গলি
মিলিল মিশিল, যেন রবির কিরণে জ্বলি
মিলিল মিশিল স্নিগ্ধ দুখানি কোমল ননী;
চন্দ্র-করে যেন দুটি চন্দ্রকান্ত মণি-খনি।
দুই দিক হ'তে আসি দুই নদ বিপরীত,
মিলিল মিশিল মহাপারাবারে পবিত্রিত।
অর্জ্জুনের অংসোপরে মুগ্ধ শির বাসুকির।
বাসুকির অংসোপরে অর্জ্জুনের মুগ্ধ শির।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে দৃঢ় প্রেম আলিঙ্গনে
স্থির দুই বীরমূর্ত্তি, ধারা বহে দু নয়নে।
নির্ব্বাপিত অগ্নি-গিরি-শেখর হ'তে শীতল
যেন নির্ঝরিণী ধারা বহিতেছে অবিরল।

"চেয়ে দেখ মা আমার!"—কহে শৈল মুগ্ধমন—
"আর্য্য অনার্য্যের আজি চির-প্রেম-সম্মিলন!
কি শোকের মরুভূমে,—কে লীলা বুঝিবে তাঁর?—
উথলিল সুশীতল কি প্রেমের পারাবার!

পূর্ণ মনোরথ তোর, পূর্ণ মনোরথ মম,—
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হইল পূর্ণ স্থাপন!
আনন্দে পূর্ণিত প্রাণ, আয় মা! হৃদয়ে আয়!
দে রে স্থান বুকে তোর এ ভগ্নীকে, বালিকায়!"
মূর্চ্ছিতা হইয়া শৈল পড়িলা ভদ্রার বুকে,
মূর্চ্ছিতা সুভদ্রা, বসি বুকে বুকে মুখে মুখে!
আর্য্য অনার্য্যের বীর্য্য, আর্য্য অনার্য্যের শক্তি,
আর্য্য অনার্য্যের প্রেম, আর্য্য অনার্য্যের ভক্তি,
আর্য্য অনার্য্যের ধর্ম্ম, কর্ম্ম আর্য্য অনার্য্যের,
এত দূরে—এইরূপে—মিশি মহাভারতের
সঞ্চারিল নবযুগ। নবযুগ-ইতিহাস
এইরূপে, এত দূরে,—মানব-অদৃষ্টাকাশ
করিয়া আলোক পূর্ণ,—খুলিল মহিমান্বিত,
ভারতে মহাভারত হইল পূর্ণ-স্থাপিত।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্মগ্লানি, ক্ষত্রিয়-অধর্ম্ম আর,
অনার্য্যের সংঘর্ষণ, কাঁপাবে না ভিত্তি তার।
আর্য্য অনার্য্যের এই মহাশক্তি সম্মিলিত,
গঙ্গা যমুনার মত, কিছু দূর প্রবাহিত
হইয়া অমিশ্র স্রোতে, হইবে পূর্ণ মিশ্রিত,
করিবে ভারতভূমি শান্তি-বারি বিপ্লাবিত

সহস্র সহস্র বর্ষ। সে শান্তি-প্লাবিত তটে
ফলিবে কতই রত্ন, নীল নৈশাকাশ পটে
অনন্ত নক্ষত্র মত! কত কীর্ত্তি অতুলিত,
অমর, অনন্তস্পর্শী, হবে তাহে প্রতিষ্ঠিত,
অসংখ্য মৈনাক মত। মহাকাল-পারাবার
গাইবে সে কীর্ত্তি গীত, প্রণমিবে অনিবার।"

ভাঙ্গিল আনন্দ স্বপ্ন, জাগিল হৃদয় চারি,
জিজ্ঞাসিলা ধনঞ্জয় মুছিয়া নয়ন-বারি
আপনার—"নাগরাজ! কর আত্ম-সম্বরণ!
কহ দয়া করি, তুমি দেখেছ কি নারায়ণ?
দেখিতে সে পদাম্বুজ বড়ই আকুল প্রাণ।
কোথায় আছেন হরি? দেখেছ কি ভগবান?"
"দেখেছি"—বাসুকি ধীরে উত্তরিলা শান্ত, স্থির,
বহিতে লাগিল পুনঃ দুনয়নে প্রেম-নীর।
"দেখেছি, কিরীটি! আমি দেখেছি নয়ন ভরি
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন হরি!
দগ্ধ মরু দেখে যথা নিদাঘের নবঘন,
দেখিয়াছি আমি সেই নররূপী নারায়ণ।
এই শিলাসনে বসি, এই নিম্ববৃক্ষতলা,
অঙ্কে বক্ষে কারু মম, প্রেমে জড়াইয়া গলা।

বড় পুণ্যবতী কারু! কি প্রেম-মূরতি খানি!
সেই পুণ্য, সেই প্রেম, কোথা পাব পাপী আমি!
মহাশক্র!"—নাগপতি কাঁদিতেছে শিশু সম—
"যাদব শোণিতে সদ্য কলুষিত কর মম!
তথাপি কি ক্ষমা, দয়া! কহিলেন—'এস ভাই!
এস বক্ষে!—লীলা শেষ,—শান্তিধামে চল যাই!'
পড়িলাম পদতলে, লইলেন তুলি বক্ষে,
কি প্রেম নয়নে চাহি, কি ধারা বহিছে চক্ষে!
কি ত্রিদিব সেই বক্ষ! মরু বক্ষে কি অমৃত
ঝরিল অজস্র! প্রাণ হইল কি পবিত্রিত,
শীতলিত, কি দ্রাবিত! পাষাণ হইয়া জল
বহিতে লাগিল যেন নেত্রপথে সুশীতল।
হইলাম মূরছিত, দেখিলাম ধরাতল
শত চন্দ্রালোকে যেন হইয়াছে সমুজ্জ্বল।
কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, মধুর, মধুরতর,
উঠিল ভাসিয়া ধীরে, মনপ্রাণমুগ্ধকর!
কি সুন্দর পুষ্পরথ! রথ-শিরে সুদর্শন
কিবা চক্র সমুজ্জ্বল! স্তম্ভ-শিরে সুকেতন,
সুদর্শন চক্রাঙ্কিত, উড়িতেছে কি লীলায়!
কি লীলায় উঠিতেছে ধীরে রথ অমরায়!

রথে বসি নারায়ণ, অঙ্কে কারু বসি সুখে
গলা জড়াইয়া প্রেমে, বুকে বুকে মুখে মুখে
পরশিয়া ভাবাবেশে ; ভাবাবেশে চরাচর
গাইতেছে হরিনাম,—চরাচর কি সুন্দর !
গাইতেছে হরিনাম পারাবার কি মধুর !
গাইতেছে অন্তরীক্ষ, গাইতেছে সুরপুর !
ভাবাবেশে দেবাঙ্গনা নাচিয়া গাইয়া নাম,
বর্ষিতেছে সুবাসিত পুষ্পরাশি মুগ্ধপ্রাণ।
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গে নাম,
প্লাবি বিশ্ব ছুটিয়াছে গ্রহে গ্রহে অবিরাম।
সে প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গে, সে নাম তরঙ্গে আর,
ভাসিয়া উঠিছে রথ ;—বিশ্ব [illegible] !
আমি রহিলাম পড়ি, হায় ! মহাপাপী আমি !
যাদবের সদ্য রক্তে কলুষিত মম পাণি !
না না নাথ ! জান তুমি, তুমি ত অন্তরযামী,
আমি বনপশু হীন, নহে আততায়ী আমি।
প্রকৃতির সে বিপ্লবে, সে নিশীথে বিভীষণ,
যাদব-শিবিরে পশি করেছি সম্মুখ রণ।
একটিও গুপ্ত শর, একটিও গুপ্তাঘাত,—
আমি করি নাই গুপ্ত এক বিন্দু রক্তপাত।

এই দেখ অঙ্গে অঙ্গে অস্ত্র-লেখা বাসুকির!
বাসুকি দুর্ব্বাসা নহে, বাসুকি অনার্য্য বীর।
তুমি বাসুকিরে নাথ! করিয়াছ আলিঙ্গন
কত দয়া! কত প্রেম! নরহরি! নারায়ণ!”
আরবার বাসুকির হইতেছে ভাবাবেশ,
কাঁপিতেছে দেহ, নেত্র হইতেছে নির্নিমেষ।
পুলকিত, রোমাঞ্চিত, হইতেছে কলেবর,
হইতেছে স্বেদোদ্গম, দুনয়নে দর দর।
বহিতেছে প্রেমধারা, কি যেন আনন্দ-নীরে
হইতেছে সিক্ত অঙ্গ, প্রাণ পরিপূর্ণ ধীরে।
বাসুকি আবিষ্ট কণ্ঠে কহে—“দেখ কি সুন্দর!
কি সুন্দর বৃন্দাবন! কি কদম্ব মনোহর!
কি জ্যোৎস্না! কি সুন্দরী যমুনা বহিছে হাসি!
কি পুষ্প-সৌরভ! কিবা বাজিছে মধুর বাঁশী।
কি প্রেমমূরতি শিশু, কি প্রেম-নয়নধারা!
গলা জড়াইয়া কারু প্রেমময়ী আত্মহারা!
ওই বাজিতেছে বাঁশী কি মধুরে—‘আয়! আয়!’
এই যাই, এই যাই।”—বাসুকি ছুটিয়া যায়
দুই বাহু প্রসারিয়া; মহাভাবে প্রেমভরে
পড়িতে ধরায়, পার্থ ধরিলেন ক্ষিপ্রকরে।

রাখিলেন সুভদ্রার অঙ্কে শ্লথ মুগ্ধ শির ;
বসিলেন শৈল, পার্থ; পদতলে বাসুকির
লয়ে বক্ষে পদতীর্থ। ভাবাবিষ্ট তিন জন
রহিলেন চাহি শূন্যে সেই প্রেম-বৃন্দাবন।
প্রেমাশ্রু নয়নে, প্রেম আনন্দে চিত্ত অচল,
শুনিলেন সেই বাঁশী, সেই যমুনার কল।
সুভদ্রার অঙ্ক-স্বর্গে শুইয়া আনন্দ মনে
মহাভাবে গেলা চলি বাসুকি সে বৃন্দাবনে।
কাঁপিল বসুধা যেন মহাভাবে বিকম্পিত ;
গরজিল সিন্ধু যেন মহাভাবে উচ্ছ্বসিত।
ঘোরাল প্রকৃতি মূর্ত্তি ; দিনে নাহি দিবাকর ;
মহাভাবে সমাধিস্থ যেন বিশ্ব চরাচর।



দ্বাদশ সর্গ।

কর্ম্মফল।

রৈবতক যোগশৃঙ্গে, বিটপি-ছায়ায়,
বসিয়া মহর্ষি ব্যাস অজিন আসনে।
বসি চারিদিকে ধ্যান-মগ্ন ঋষি প্রায়
কুরঙ্গ, শশক, মেষ শার্দ্দূলের সনে।
অপরাহ্ণ শেষ। মহা আকাশ মণ্ডল
উপরে সুনীল শান্ত;—শান্তি-নিকেতন
যেন নারায়ণ বক্ষ যোগে অবিচল,
আবরি হিরণ্যগর্ভে অনন্ত ভুবন।
নিয়ে প্রভাসের সিন্ধু সুনীল উজ্জ্বল,
অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গে শ্বেত পুষ্পাবৃত;—
যেন নারায়ণ বক্ষ লীলায় চঞ্চল,
প্রেমে উচ্ছ্বাসিত, শ্বেত চন্দনে চর্চ্চিত।
কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি সুন্দর
বিরাজিছে বসুধার বক্ষে সুশ্যামল!
কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি সুন্দর
বিরাজিছে মহর্ষির বক্ষে সুশীতল!—

দেখিলেন ধনঞ্জয়, অজিন আসনে
বসি মহর্ষির পার্শ্বে শোকে উদ্বেলিত ;
কি যেন গৈরিক বৃষ্টি, ভীম ভূকম্পনে,
করেছে হৃদয় রাজ্য ঘোর বিপ্লাবিত।
কহিলেন সব্যসাচী—"হায়! দেব! আমি
দেখিয়াছি দ্বারবতী ;—সে অমরাবতী
করেছিল অনাথার হাহাকার বাণী,
অনাথার অশ্রুধারা, কি যে স্রোতস্বতী!
উৎসবের নাট্যালয়ে মধ্য অভিনয়ে
গিয়াছে চলিয়া যেন অভিনেতাগণ ;
সজ্জিত আলোকে ফুলে সেই রঙ্গালয়ে
অনাথা রমণী শিশু করিছে ক্রন্দন!
দেখিলাম বজ্রসম কঠিন হৃদয়ে
সে শোকের সতীত্বের স্বর্গপুণ্যময়!
করি বজ্রাঘাত সেই পুরে নিরদয়
কহিলাম—'তিরোহিত হরি লীলাময়!'
কহিলাম—'সত্যভামা! করেতে তোমার
করেছেন সমর্পণ নর-নারায়ণ
ধ্বংশ-শেষ কুলভার, শিশু, অনাথার।
লও এই ভার—শোক কর সম্বরণ!

সপ্ত দিবানিশি পরে এই লীলাভূমি
দ্বারবতী সিন্ধুগর্ভে হবে নিমজ্জিত,—
বলেছেন লীলাময়। পুণ্যবতী তুমি
চল ইন্দ্রপ্রস্থে, শোক কর তিরোহিত!'
কি আলোকে রুক্মিণীর উঠিল ভাসিয়া
'নিরুপম সেই রূপ! কি হাসি অধরে
ঈষৎ—ঈষৎ—শান্ত! উঠিল হাসিয়া
অরুণ গোলাপে সিক্ত শিশির শীকরে।
কি আনন্দ দুনয়নে প্রেমে ছল ছল!
পতিপ্রাণা নববধূ প্রেম আবাহন
শুনেছে পতির যেন। অঙ্গ চল চল
অনুরাগে, অনুরাগে প্রফুল্ল বদন।
আবেশে অবশ দেবী গলা জড়াইয়া
পড়িলেন সপত্নীর বক্ষে স্বর্গোপম।
সেই হাসি, সে আনন্দ, রহিল ভাসিয়া
চিত্রে যেন; ধীরে দেবী মুদিলা নয়ন।
পূর্ণিমা নিশান্তে চন্দ্রে জ্যোৎস্না যেমন,
মিশাইল পতিপদে সতীর জীবন।
সুপ্ত আনন্দের মূর্ত্তি পর্য্যঙ্কে রাখিয়া,
পাদপদ্ম নিজশিরে করিয়া গ্রহণ,

সত্যভামা মহাশোকে কহিলা কাঁদিয়া,
—আনন্দের পদতলে শোকের ক্রন্দন,—
'তুইও দিদি! পাপিনীরে করি বিসর্জ্জন
এই শোক দাবানলে, গেলি চলি হায়!
কর্ আশীর্ব্বাদ! আজ্ঞা পালি নিরমম
তুজনার পাদপদ্ম দাসী যেন পায়!'
পতি দেব, পত্নী দেবী,"—শোকে ফাল্গুনির
রুদ্ধকণ্ঠ, দুনয়নে বহিতেছে নীর।
প্রেমে শোকে ছল ছল নেত্র মহর্ষির;
চাহি জলধির পানে চারি নেত্র স্থির।
"মানব খাণ্ডবানল, ভীষণ শ্মশান,
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্রে;"—কহিলা অর্জ্জুন—
"দেখিয়াছি হায়! দেব! প্রভাসে আবার
পৃথিবী গগনব্যাপী সেই চিতাগুন!
দেখিয়াছি আরবার ক্ষত্রিয়া রমণী,
—মাথায় মঙ্গলঘট সবারি পল্লব,—
গাইয়া মঙ্গলগীত, বিদ্যুৎবরণী
আরোহিতে সেই চিতা"—আবার নীরব
হইলেন মহেষ্বাস; কহিলা কাঁদিয়া,
না পারি রাখিতে চাপি হৃদয়-উচ্ছ্বাস—

"কহ দেব! এইরূপে নির্ম্মম হইয়া
কেন করিলেন হরি স্বকুল বিনাশ?"
ব্যাস। স্মরি সেই মহাগীতা, মহাগীতাকার,
অর্জ্জুন! সম্বর শোক! জান ভগবান
এক; অদ্বিতীয়, সত্য; বিশ্ববীজাধার;
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ; অব্যক্ত মহান্।
সচ্চিদানন্দের মহা আনন্দ উচ্ছ্বাসে
ছুটে মহাবিবর্ত্তন প্রবাহ যখন,—
অব্যক্তির মহাব্যক্তি, আলোক বিকাশ
বিদ্যুতের,—হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ।
ক্রমে সূক্ষ্ম বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থূলতর—
গ্রহ, উপগ্রহ, জীব,—হয় বিবর্ত্তিত।
ক্রমে স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে অমর,
কারণ সচ্চিদানন্দে, হয় নিবর্ত্তিত।
তিনি বিশ্বরূপ;—তিনি কারণে ঈশ্বর;
সূক্ষ্মেতে হিরণ্যগর্ভ; বিরাট আবার
স্থূল বিশ্বে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নিরন্তর
হইতেছে বিবর্ত্তনে দেখ চক্রাকার!
দেখ ওই পারাবার! শান্ত ভাব তার
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব ভগবান।

মহাস্রোত,—বিবর্ত্তন ; এ বিশ্ব সংসার,—
　　উর্ম্মিমালা ; জীব,—জলবিম্ব কর জ্ঞান।
সিন্ধুগর্ভে স্রোতবলে তরঙ্গ ফেনিল
　　জন্মি, জন্মি জলবিম্ব যথা অগণন,
মিশাইছে সিন্ধুগর্ভে,—সলিলে সলিল ;
　　সিন্ধুর সলিল, শক্তি, থাকিছে তেমন।
তেমতি হিরণ্যগর্ভে -অব্যয়, অক্ষয়,—
　　বিবর্ত্তন কারণের প্রবাহে জন্মিয়া,
অনন্ত জগত স্থূল,—তরঙ্গ নিচয়,—
　　আবার হিরণ্যগর্ভে যাইছে মিশিয়া
কল্পে কল্পে মহাচক্রে, জন্মে জন্মে আর
　　জীবগণ বিবর্ত্তন চক্রে ক্ষুদ্রতম ;
কালারম্ভে এককর্ম্মী, এক কর্ম্ম আর,
　　এক মহাকর্ম্ম নীতি,—নীতি-বিবর্ত্তন।
এই মহাকর্ম্মচক্রে, আছে নিয়োজিত,
　　জড় চেতনের কর্ম্ম-চক্র ক্ষুদ্রতর ;
কর্ম্মফলে জীবগণ হইয়া চালিত
　　হয় আবর্ত্তিত চক্রে জন্মজন্মান্তর।
কর্ম্মফলে জন্ম, পার্থ ! মৃত্যু কর্ম্মফল ;
　　কর্ম্মফল সুখ দুঃখ। করিবে রোপণ

যেইরূপ বীজ, পাবে অনুরূপ ফল,
কুবৃক্ষে সুফল নাহি ফলিবে কখন।
জন্মিয়া সচ্চিদানন্দে, সৃজি চরাচর,
ছুটেছে সচ্চিদানন্দে চক্র বিবর্ত্তন।
সেই সৎ চিদানন্দে গতি নিরন্তর,
জড় চেতনের মহাধর্ম্ম সনাতন।
কর কর্ম্ম, এই গতি করি অনুসার,—
পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর।
কর কর্ম্ম, এই গতি প্রতিকূলে আর,—
পশুত্ব—জড়ত্ব—পাবে জন্মজন্মান্তর।
দেখ বিবর্ত্তন গর্ভে করে আকর্ষণ
জীবে জীব, জলে জল। হইবে অঙ্কিত
কর্ম্মফলে যে প্রকৃতি আত্মায় যখন,
সেইরূপ ক্ষেত্রে আত্মা হবে আকর্ষিত
জন্মান্তরে। কর ঊর্দ্ধে ইষ্টক ক্ষেপণ,
পৃথিবীর আকর্ষণ হইলে অতীত,
পড়িবে না; সেই গ্রহে করিবে গমন,
সেই গ্রহ আকর্ষণে হইবে পতিত।
যাকে পশু আকর্ষণ, প্রবৃত্তি জড়ের,
পশুত্বে জড়ত্বে তব হইবে জনম।

থাকে দেব আকর্ষণ, প্রকৃতি দেবের,
দেবলোকে, শ্রেষ্ঠলোকে, করিবে গমন।
এইরূপে লভি গতি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর,
হইলে জীবাত্মা সৎচিদানন্দময়
মিশাইবে রবিকরে বর্ণহীন কর,
হবে বিশ্ববারি মহাপারাবারে লয়।
এরূপে সচ্চিদানন্দে সৃষ্ট বিবর্ত্তনে,
এরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিত চরাচর ;
এরূপে সচ্চিদানন্দে লয় বিবর্ত্তনে
হইতেছে চরাচর কল্পকল্পান্তর।
কেন এই বিবর্ত্তন ? কেন এ সংসার ?—
তাঁর মায়া, তাঁর ছায়া, প্রকৃতি তাঁহার !
এই বিবর্ত্তন গতি,—জগত মঙ্গল,—
অনুকূলে প্রতিকূলে কর্ম্ম অনুসার
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য। এই কর্ম্মফল
জন্ম মৃত্যু মানবের, সুখ দুঃখ আর।
কেন প্রতিকূল কর্ম্ম করি আমি নর ?—
চৈতন্যের বিম্ব আমি ! আমি ইচ্ছাময় !
চেতনের চেতনত্ব করিছে নির্ভর
এ ইচ্ছার স্বাধীনত্বে, জান ধনঞ্জয় !

এই বিবর্ত্তন গতি,—জগত মঙ্গল,—
কর প্রতিরোধ, হও অধর্ম্মে পতিত,
বিবর্ত্তন মহাশক্তি দিয়া কর্ম্মফল
যাইবে বহিয়া করি তোমায় পেষিত।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখ কি ভীষণ
সেই কুরুক্ষেত্রে, এই প্রভাসে আবার!
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মফল হায়! নিরমম
কুরুক্ষেত্রে, এ প্রভাসে যাদবের আর!
ছুটিয়াছে বিবর্ত্তন,—মানব মঙ্গল,—
উড়াইয়া তৃণবৎ মত্ত ঐরাবত—
অধর্ম্মী ক্ষত্রিয় জাতি! কি শান্তি শীতল
ধর্ম্মরাজ্য ছায়াতলে লভিছে ভারত!

অর্জ্জুন। কিন্তু কর্ম্মফল-রেখা করিতে মোচন
নাহি কি পারেন হরি পতিতপাবন?

ব্যাস। পারেন—পতিত যদি আত্ম সমর্পণ
করে পাদপদ্মে তাঁর, পাণ্ডব যেমন।
পতিতের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি তখন
থাকে না কৃপায় তাঁর। পুণ্যকর্ম্মফলে
পাপকর্ম্মফল-রেখা হয় বিমোচন,
অঙ্গারের রেখা যথা নিরমল জলে।

জন্মান্ধ দেখে না চন্দ্র। কর্ম্মান্ধ তেমন
দেখে না বিশ্বের কৃপাময় সুধাকর।
দেখিল না ক্ষত্রিয়েরা; আপনু স্বজন
দেখিল না যাদবেরা, কর্ম্মান্ধ পামর।
এইরূপ কর্ম্মান্ধেরে না কর সংহার,
আপনার কর্ম্মপথ, কর্ম্মপথ আর
মানবের, করিবে সে কণ্টক-আধার;—
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র কৃপা পারাবার!
রাজসূয়ে ধর্ম্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত
ছিল কত দিন বল? কত দিন বল
—থাকিলে ক্ষত্রিয়জাতি, যাদব পতিত—
থাকিত এ অট্টালিকা বালিতে চঞ্চল?
কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত,
হয়েছিল যাদবের পাপে সচঞ্চল
ভিত্তিমূল। হইয়াছে প্রস্তরে প্রোথিত
সেই ভিত্তি;—গাও, পার্থ! মানব মঙ্গল!
অর্জ্জুন। দেখিয়াছি, প্রভু, আরো দৃশ্য ঘোরতর!
আসিলাম কৃষ্ণাদেশে দ্বারবতী ছাড়ি
যবে নাগরিক সহ, কি যে ভয়ঙ্কর
ভূমিকম্পে, জলকম্পে সমুদ্রের বারি

প্লাবিল সে মহাপুরী তরঙ্গে ভীষণ,
বালকের ক্রীড়াপুরী যেন তীরস্থিত।
সিন্ধুগর্ভে, ধরাগর্ভে, কি ঘোর গর্জ্জন!
হইল মুহূর্ত্তে সেই পুরী অন্তর্হিত!
সেই মহা সাম্রাজ্যের চিহ্ন নাহি আর!
চিহ্ন মাত্র নাহি দেব! সে মহালীলার।
ব্যাস। তাঁহার সাম্রাজ্য পার্থ! লীলাস্থল নয়
ক্ষুদ্র দ্বারবতী, নহে ক্ষুদ্র বৃন্দাবন।
তাঁর রাজ্য, লীলাস্থল, মানব-হৃদয়।
তাঁর রাজ্য বিশ্বরাজ্য; তিনি নারায়ণ।
তাঁর রাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য;—করিতে প্লাবিত
নাহি সাধ্য সমুদ্রের। কাল-পারাবার
চুম্বিয়া চরণ তট হবে প্রবাহিত,
লইয়া চরণরেণু মস্তকে তাহার।
কৌরবের রাজ্য, আর রাজ্য যাদবের,
বৃন্দাবন, ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বারকা, হস্তিনা,
কেবল নিমিত্ত মাত্র ধর্ম্ম সাম্রাজ্যের
অদ্ভুত নির্ম্মাণপথে,—অপূর্ব্ব মহিমা!
মানব হইত ভ্রান্ত এ রাজ্য পার্থিব
থাকিলে পৃথিবীবক্ষে; পশ্চাতে তাহার

দেখিত না অন্ধ নর সে রাজ্য ত্রিদিব ;
দেখিত না লীলাময় যুগ-অবতার।
নাহি সেই বৃন্দাবন ; নাহি দ্বারবতী ;
রহিবে না ইন্দ্রপ্রস্থ ; রবে না হস্তিনা।
রবে সেই রাজ্য, রবে সে অমরাবতী।
ব্যাপিবে অনন্তকাল সে রাজ্য-মহিমা।
জগত,—ভারত মত,—ছায়ায় তাহার
পাইবে অনন্ত শান্তি, যুড়াইবে প্রাণ ;
মানব অনন্তকাল লভিবে উদ্ধার,
প্রেমানন্দে সুমধুর গাই কৃষ্ণনাম।

বহিছে মহর্ষি-নেত্রে ধারা দর দর,
বহিতেছে দর দর নেত্রে ফাল্গুনির।
আত্মহারা কিছুক্ষণ চাহি স্থিরতর
অপরাহ্ণ সিন্ধুপানে, মূরতি গম্ভীর।

অর্জ্জুন। নিবেদিব হায়! দেব চরণে কেমনে
এ শোক-কাহিনী-শেষ ? যেই মনস্তাপ
জ্বলিছে দাবাগ্নি মত মরমে মরমে
কেমনে দেখাব আমি, চিত্রিব সে পাপ ?

লইয়া চতুর্দ্দশীর শশি-রেখা-শেষ,—
হত-শেষ যদুকুল,—অনাথা রমণী,
অনাথ শিশু ও বৃদ্ধ,—পঞ্চনদ দেশ
করিনু প্রবেশ যবে, মহর্ষি ! তথনি
আক্রমিল দস্যুগণ; করিল হরণ
রত্নরাজি, অশ্ব রথ; করিল হরণ
যাদব-রমণীরত্ন;—আমি নরাধম
সে দৃশ্যও ভগবন্! করেছি দর্শন!
যে গাণ্ডীব ছিল মম কার্ম্মুক ক্রীড়ার,
নাহি শক্তি সে গাণ্ডীবে করি জ্যারোপণ।
নাহি পড়ে অস্ত্র মনে; নাহি বল আর
কুরুক্ষেত্র-জয়ী ভুজে; হায়! অদর্শন
হইয়াছে সেই দেব-সারথি আমার,—
শক্তিরূপী নারায়ণ। নাহি প্রবাহিত
কুরুক্ষেত্র-জয়ী বীর্য্য ধমনীতে আর;—
করি শিলাময় চন্দ্র, রবি অস্তমিত।
হয়েছে গাণ্ডীব যেন যষ্টি স্থবিরের।
তাহাতে করিয়া ভর করিনু দর্শন
সে লুণ্ঠন, সে হরণ। হায় প্রবীণের
শুনিলাম হাহাকার, শিশুর রোদন!

দেখিলাম অধর্ম্মের যেই অভ্যুত্থান,
করি নাই কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে দর্শন ;—
সুরামত্তা যাদবীরা, কামাসক্ত প্রাণ,
করিল তস্করগণে আত্মসমর্পণ।
দেখিতেছি এই দৃশ্য ; গাণ্ডীব বাহিয়া
পড়িতেছে অশ্রুধারা,—পড়িছে তরল
ফাল্গুনির মনস্তাপ ; রহিয়া রহিয়া
শেষ গৈরিকের ধারা তরল অনল,
পড়িছে বহিয়া ধীরে যেন নির্ব্বাপিত
আগ্নেয় ভূধর অঙ্গে, অঙ্গে ফাল্গুনির ;
দেখিতেছি এ নরক,—দেব ! আচম্বিত
কি স্বর্গ উঠিল ভাসি নেত্রে এ পাপীর !
অশ্বপৃষ্ঠে দুই নারী,—দেবী কি মানবী !—
এ নরকে তারা-বেগে করিল প্রবেশ।
কি শান্তি প্রতিমা দুটি, কি করুণা ছবি !
পবিত্র গৈরিক বাহি পড়িয়াছে কেশ।
দুই পবিত্রতা মূর্ত্তি,—রয়েছে চাহিয়া
দস্যুগণ পাষাণের মূরতি যেমন ;
পাষাণ-প্রতিমা যেন আছে নিরখিয়া
পাপিষ্ঠা যাদবীগণ ;—অপূর্ব্ব দর্শন !

থামিয়াছে কোলাহল; নীরব প্রান্তর;
অনিশ্বাস নাসা; প্রাণ যন্ত্র অবিচল।
কি যেন তাড়িত-স্রোত করিল সঞ্চর
চিত্রে পরিণত দেব! সে লুণ্ঠনস্থল।
স্থবির রোরুদ্যমান রয়েছে চাহিয়া;
রয়েছে রোরুদ্যমান চাহি শিশুগণ;
রয়েছে চাহিয়া দস্যু, ভুজে আলিঙ্গিয়া
হৃতা নারী-রত্ন, করে লুণ্ঠনের ধন।
মধ্যস্থলে দুই অশ্ব স্থির, অবিচল;
সুভদ্রা শৈলজা অশ্বে স্থিরা অবিচলা;
স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে সে লুণ্ঠনস্থল;
মেঘপৃষ্ঠে শরতের দুই শশিকলা।
মুহূর্ত্তেক পরে দেব! চলিল ছুটিয়া
অনার্য্য তস্করগণ। যদুকুল জায়া
ছুটিল পশ্চাতে,—এও আসিনু দেখিয়া!—
পাপের পশ্চাতে যেন কর্ম্মফল-ছায়া।
যাইতে ছুটিয়া এক যাদবী পাপিনী
ঈর্ষায় হানিল বর্শা বক্ষে সুভদ্রার।
ছুটিল শৈলের অশ্ব, করুণারূপিণী
লইল পাতিয়া বর্ষা বক্ষে আপনার!

তিরোহিত নারায়ণ ; ধ্বংশ যদুকুল ;
    নিমজ্জিত দ্বারবতী গর্ভে জলধির ;—
ততোধিক প্রাণ দেব ! হয়েছে আকুল
    নিরখি পতন ঘোর যদু-রমণীর।
আসিল প্রভাসে ভদ্রা নিয়ে শৈলজায় .
    আহতা করুণাময়ী। করি অতিক্রম
দস্যুভূমি পঞ্চনদ, সাম্রাজ্য-ছায়ায়
    প্রবেশিয়া পাণ্ডবের, করিয়া প্রেরণ
ধ্বংশশেষ, হতশেষ, যাদবী যাদব
    ইন্দ্রপ্রস্থে প্রজাসহ, আসিনু হেথায়
যুড়াইতে হৃদয়ের এ ঘোর বিপ্লব
    মহর্ষির কল্পতরু চরণ-ছায়ায়।
সহিত না প্রাণে মম বন্ধু-বিনাশের
    সেই মহা শোকদৃশ্য ; ধৈর্য্য-বীর্য্য-চ্যুত
পারিত না ধনঞ্জয় সাধিতে উদ্ধার
    যাদবের ; তাই বুঝি ছিনু অনাহূত
প্রভাস উৎসবে ! দেব ! বালকের বল
    নাহি ভুজে, নাহি ভগ্ন হৃদয়ে আমার।
রথী-হীন দেহ-রথ হয়েছে অচল,
    অপার্থ হয়েছে পার্থ ;—কি কর্ত্তব্য তার ?

ব্যাস। গাণ্ডীবীর পরাভব, যাদবী হরণ,—
সকলি তাঁহার লীলা! মহিমা পূরিত
দুই ভাবি ইতিহাস, পার্থ! নিরুপম
এই দুই ঘটনায় হয়েছে সূচিত।
যাদবী হরণে আশু হইয়া মিশ্রিত
রক্ত আর্য্য অনার্য্যের, ব্যাপিয়া ভারত
কিছু দিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত
ধর্ম্মরাজ্য-ছায়াতলে! আলোকি জগত
দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অমর
শান্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া!
শিল্প বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর
সাহিত্যের, সঙ্গীতের, উঠিবে গাইয়া।
আর্য্য অনার্য্যের রক্ত হইয়া মিশ্রিত
কত নব জাতি, কত সাম্রাজ্য মহান
করিবে সৃজন পার্থ! যুগ যুগান্তর!
ভারতের মরুস্থান হবে রাজস্থান!
তরঙ্গে তরঙ্গে কত বিপ্লব ভীষণ
এই নব শক্তি-মূলে হইয়া প্রহত
হবে ভগ্ন, ওই সিন্ধু-তরঙ্গ যেমন;
হৃদে কৃষ্ণ, ভুজে পার্থ, নব ধর্ম্মব্রত

রবে যত দিন পার্থ! এ মহাভারত
　　রহিবে অচল দৃঢ় হিমাচল প্রায়।
এই কালে কত রাজ্য জল-বিম্ববৎ
　　উঠিবে পড়িবে মহাকালের ক্রীড়ায়।
গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবের নাহি কার্য্য আর
　　এ ভারতে; নাহি কার্য্য ভারতে আমার।
আমরা সলিল-বিম্ব যে মহালীলার,
　　সেই লীলা শেষ, বিম্ব কি করিবে আর?
এ আশ্রম সিন্ধু-গর্ভে হবে নিমজ্জিত;
　　হিমাচলে মহাধ্যানে হব নিমগন।
রাখি বজ্রে ইন্দ্রপ্রস্থে, রাখি পরীক্ষিত
　　হস্তিনায়, কর মহাপ্রস্থান এখন
পঞ্চ ভ্রাতা, সহ ভোজ অন্ধক কুকুর—
　　হত-শেষ যদুকুল। লঙ্ঘি হিমাচল,
ক্রমে ক্রমে বহু দেশ, জনপদ, পুর,
　　করিয়া লঙ্ঘন, এই মহাযাত্রীদল,
—অসংখ্য মানব জাতি, পশু নির্ব্বিশেষ,
　　পতিতপাবন নামে করিয়া উদ্ধার,
করি পশু নর, মহামরু মহাদেশ,—
　　হরিকুল,—যদুকুল,—স্রোত দুর্নিবার

'লোহিত সাগর' তীরে হবে উপনীত
সহস্র সহস্র বর্ষে, পশ্চিমে সুদূর।
খুলিবে কি ইতিহাস! করিবে পূরিত
কি অমৃতে, অমরত্বে, কি মরু বন্ধুর!
হইয়া উত্তরবাহী করিবে স্থাপিত
সুপবিত্র যদুরাজ্য, পুণ্য যদুপুর,
পূরব দক্ষিণ তীরে 'লবণ সিন্ধুর'।
গিয়াছেন হলধর সহ হরিকুল
সিন্ধুর উত্তর তীর করিতে কর্ষণ
মহা নবধর্ম্ম হলে। জগতে অতুল
কত আর্য্য মহারাজ্য করিবে স্থাপন
ত্রিকূলে ভূমধ্য সেই 'লবণ সিন্ধুর',
এই দুই যাত্রীদল! কতই জগত
নূতন, নূতন তর! ব্যাপিয়া সুদূর
করিয়া আলোকময় নর-ভবিষ্যত!"

সেই মহাভবিষ্যত যেন উদ্‌ঘাটিত
মহর্ষির দুনয়নে। কপোল বহিয়া
কি আনন্দধারা বক্ষ করিছে প্লাবিত!
কি মূর্ত্তি মহিমাময়! কি ধ্যানে বসিয়া!

কি যেন অদৃশ্য সূক্ষ্ম তাড়িত পরশে
হইল পবিত্র দেব-দেহ রোমাঞ্চিত।
"আসি মা!"—কহিয়া উঠি যেন ধ্যানবশে
চলিলেন; চলিলেন ফাল্গুনি বিস্মিত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

ভবিষ্যৎ।

ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিণী ধীরে,
সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনয়,
মিশাইছে ধীরে ধীরে প্রভাস সিন্ধুর বক্ষে,—
সিন্ধু যেন নারায়ণ শান্তির আলয়।
সভস্ম গৈরিকাবৃতা শোভিতেছে বেলা-ভূমি,
ধূসর-বাসনা শান্তিময়ী উদাসিনী
সাষ্টাঙ্গে প্রণতা,—যেন মহানির্ব্বাণের গীত
শুনিতেছে সিন্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী।
যেই শিলাসনে হরি হইলেন তিরোহিত
সেই শিলাপাদমূলে, শিলা অন্তরে,
বসিয়া সুভদ্রা দেবী উদাসিনী শান্তিময়ী,
প্রথম শিলায় শির রাখি ভক্তিভরে।
শৈলজা শায়িতা অঙ্কে, উদাসিনী শান্তিময়ী,

সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন মুখ বক্ষে সুভদ্রার ;
যোগস্থা যোগিনী শৈল নিমীলিত দুনয়ন,—
অম্বুজ স্তবকে মালা অপরাজিতার।
শিরদেশে দ্বৈপায়ন, পদতলে ধনঞ্জয়,
দাঁড়ায়ে মূরতি মত স্থির তিন জন,
শান্তিলীলামৃতে ভরা করুণা-ত্রিদিব মুখ,
করিছেন অনিমিষ নেত্রে দরশন।
মেলিল নয়ন শৈল ; শান্তির ঈষদ হাসি
ভাসিল অধর প্রান্তে, ভাসিল নয়নে,—
ভাসিল জ্যোৎস্না যেন সুনীল দর্পণে।
চাহি দ্বৈপায়ন প্রতি সজল নয়নে শৈল
কহিল—"করুণাময়! করেছি স্মরণ
অন্তিমে, দুহিতা শিরে দেও শ্রীচরণ!—
দেও পাদপদ্ম পিত!"—কহিল চাহিয়া পার্শ্বে—
"দেশ দেশান্তরে তুমি যেই অনাথায়
খুঁজিলে অধীর শোকে, ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে
চাহিলে দুহিতা মত বসাইতে, হায়!
দেখ সে দুহিতা তব, মাতা সুভদ্রার অঙ্কে,
কি ছার খাণ্ডব রাজ্য তুলনায় তার?
তোমার কৃপায় আজি পতি মম নারায়ণ!

যেই প্রেমগঙ্গা পদে জন্মিল তোমার,
পাইয়াছে নারায়ণ প্রেম-পারাবার!
পেয়েছ দুহিতা তুমি, আমি পাইয়াছি পতি,
হইয়াছে উভয়ের পূর্ণ মনস্কাম,
লও দুহিতায় বুকে, গাও কৃষ্ণনাম।"
"মা! মা!"—কাঁদি উচ্চস্বরে, অর্জ্জুন অধীর শোকে
পড়িলেন সেই ক্ষুদ্র বক্ষে শৈলজার।
দুই ভুজে প্রেম ভরে জড়ায়ে পার্থের গলা,
—শোভিল গলায় যেন নীলমণি-হার,—
আছে শৈল চাহি মাতৃ-মূর্ত্তি করুণার।
কহিলেন ধনঞ্জয়—"মা! তোর এ ক্ষুদ্র বুক
অর্জ্জুনের শান্তিধাম, ত্রিদিব তাহার;
অর্জ্জুনের এই স্বর্গ, তুই মা করুণাময়ী
লইবি কি কাড়ি,—করি মরু এ সংসার?
তিরোহিত নারায়ণ; ধ্বংশশেষ যদুকুল;
স্বপ্নশেষ দ্বারবতী, চিহ্ন নাহি তার;—
বড়ই আকুল প্রাণ! মরুভূমি এ সংসার!
একই সান্ত্বনা তুই পার্থ সুভদ্রার।
তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, ভুলিনু পুত্রের শোক,
ভুলিনু সংসার মা গো! দেখি তোর মুখ।

তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, আশ্রম কুটীর খানি
হয়েছিল কি স্বর্গ মা! কি স্বর্গ এ বুক!
আমাদের এই স্বর্গ, আমাদের এই শান্তি,
হরিয়া কি যাবি তুই দিয়া নব শোক?
পাইয়াছি পুত্রশোক, দিয়া এই পুত্রীশোক,
জীবন সন্ধ্যার শেষ হরিয়া আলোক?
বড় সাধ ছিল,—তোরে, অভিরে, লইয়া বুকে,
শুইয়া ভদ্রার অঙ্কে, শিরে হৃষীকেশ
পাদপদ্ম, করিব এ জীব-লীলা শেষ।
কিন্তু পূরিল না সাধ। অভিমন্যু গেল চলি;
অন্তর্হিত নারায়ণ; তুই মা আমার
গেলে চলি এইরূপে, হায়! পার্থ সুভদ্রার
এ জগতে কে রহিল, কি রহিল আর?
অস্তমিত প্রভাকর, জগতের যুগ-সূর্য্য,
অন্তর্হিত যদুকুল কিরণ তাঁহার।
একটি কিরণ-বিন্দু তুই কাদম্বিনী-বক্ষে
আছি আমি, তুই গেলে রব কোথা আর?
যাবি যদি, নিয়ে চল তোর করুণার বক্ষে
যথা পুত্র, যথা কন্যা যাইবি আমার!"—
রুদ্ধকণ্ঠ বাষ্পে, কথা সরিল না আর।

শৈলজা সজলনেত্রে চাহি অর্জ্জুনের মুখ
 কহিল—"এ শোক পিত! কর পরিহার!
শৈলের কি শুভ দিন! এমন কে আছে বল
 এ জগতে ভাগ্যবতী মত শৈলজার!
শুয়েছে কি মহাতীর্থে, কি পবিত্র দেব-বুকে,
 আসিয়াছে কি সুন্দর লয়ে পুষ্পরথ
তার পুত্র, পুত্রবধূ,—উত্তরা ও অভিমন্যু,—
 আসিয়াছে পিতা মাতা,—কি পুণ্য জগত!"
নীরব, নয়ন স্থির, চাহিয়া অনন্তাকাশে
 কিছুক্ষণ সে জগত, কহিল আবার—
 "কেবল একটি ভিক্ষা চরণে তোমার।
ওই দেখ নিম্ব বৃক্ষ, পবিত্র ছায়ায় যার
 হইলেন তিরোহিত নর-নারায়ণ,
এই কাষ্ঠে দারুমূর্ত্তি, অনার্য্য শিল্পীর করে
 নীল মাধবের পিত! করিবে সৃজন।
এক পার্শ্বে জগন্নাথ, অন্য পার্শ্বে ধনঞ্জয়,
 শান্তির প্রতিমা মধ্যে সুভদ্রা জননী,
 অনন্ত করুণাময়ী পতিতপাবনী।
প্রভাস সিন্ধুর তীরে এই তিরোধান ক্ষেত্রে,
 মন্দির গগনস্পর্শী করি বিনির্ম্মিত,

এই তিরোধান-শৈলে নির্ম্মাইয়া রত্নবেদি,
নবধর্ম্ম মহামূর্ত্তি করিবে স্থাপিত।
সেই মন্দিরের ছায়া পড়িবে এ সিন্ধু বক্ষে,
পড়িবে কালের বক্ষে, যুগ যুগান্তর ;
অনন্ত মানব যাত্রী দেখি চূড়া সুদর্শন,
যাবে সিন্ধুযাত্রী মত, জন্ম জন্মান্তর
অনন্ত শান্তির তীরে ; কতই বিপ্লব ঘোর
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি মন্দির-ভিত্তির
প্রহারিবে পাদমূলে ; হবে যুগে যুগে কত
স্থানান্তর, রূপান্তর, মূরতি, মন্দির !
এ মন্দির, এ মূরতি, নীল মাধবের, পিত !
অনার্য্যের করে তুমি করিবে অর্পণ ;
যুগে যুগে, বনে বনে, বিপ্লবের হুতাশনে,
রক্ষিবে পতিত, মূর্ত্তি—পতিতপাবন।
আর্য্যদের আছে জ্ঞান, আছে শাস্ত্র আর্য্যদের,
অনন্ত শাস্ত্র-শিক্ষক আছে ঋষিগণ ;
পতিত অনার্য্যদের কিছু নাই, কেহ নাই,
দিও তাহাদেরে মূর্ত্তি পতিতপাবন !
এই মন্দিরের ক্ষেত্র আর্য্যের ও অনার্য্যের
হইবে শ্রীক্ষেত্র, মহাসম্মিলন ধাম ;

অনার্য্য ব্রাহ্মণ-আর্য্য গাবে এক কৃষ্ণনাম,
আর্য্য ও অনার্য্য এক প্রেমে ভাসমান,—
প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাবে হরিনাম।”
অর্জ্জুন উচ্ছ্বাসে মত্ত, কহিলেন—“মা! আমার!
অর্জ্জুন, অর্জ্জুন-পৌত্র, প্রপৌত্র তাহার,
করি শূন্য কোষাগার ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনার,
পালিবে মা! তোর আজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা আমার।
কেবল একটি ভিক্ষা,—বীরঘাতী ধনঞ্জয়,
অর্জ্জুন আকণ্ঠ বীর-রক্তে নিমজ্জিত;
এ মহাবেদির বক্ষে বসাইলে এ পাপীরে,
এ পবিত্র বেদি মা গো! হবে কলুষিত।
অর্জ্জুনের পাপ নাম, অর্জ্জুনের পাপকীর্ত্তি,
এই ভস্মরাশি মত সিন্ধুতীরস্থিত,
অচিরে কালের সিন্ধু, পবিত্রিয়া ধরা বক্ষ,
একই উচ্ছ্বাসে যেন করে অপনীত।
মধ্য মূর্ত্তি জগন্নাথ, শৈলজা সুভদ্রা পার্শ্বে,
বিরাজিবে কাল-বক্ষে এ তিন মূরতি।
মধ্যে হরি হিমাচল, পার্শ্বে প্রেম-স্রোতস্বতী
বহিবে অলকানন্দা, মাতা ভাগীরথী।”
হইল মলিন মুখ শৈলজার, শৈল যেন

পাইল পরম ব্যথা, সজল নয়ন
কহিল কাতরে শৈল—"ধনঞ্জয় মহাপাপী!
কৃষ্ণ-সখা পাপী! তবে পাপী নারায়ণ!
তাঁর রাজ্যে কত হত্যা! কি জীব-শোণিত-সিন্ধু
হইতেছে তাঁর রাজ্যে নিত্য প্রবাহিত!
সেই মহাহত্যা-ক্ষেত্র তুলনায় কুরুক্ষেত্র,
অনন্ত সিন্ধুর কাছে বিন্দু পরিমিত।
যার ভুজবলে এই বিরাজিছে মহারাজ্য,
বিরাজিছে মহাশান্তি ব্যাপিয়া ভারত,
যাহার বীরত্ব গাথা, যার করুণার কথা,
গাইছে, অনন্ত কাল গাইবে জগত।
অধার্ম্মিক মহাপাপী আজন্ম শত্রুর প্রতি
রণক্ষেত্রে করুণায় শ্লথ কর যার,
আমি পতিতার প্রতি করুণার এ প্রবাহ,
পাপী সেই বন্ধদেব, দেবতা আমার!"
ফিরায়ে মলিন মুখ, চাহি দ্বৈপায়ন প্রতি,
কাতরে কহিল শৈল—"কহ ভগবান!
দুহিতার এ কামনা, শিষ্যার অন্তিম আশা,
করিবে পূরণ তুমি, তুমি পূর্ণকাম।"
কহিলা—"তথাস্তু!"—শান্ত কণ্ঠে ভগবান।

"আর এক ভিক্ষা প্রভু!"—কহিতে লাগিল শৈল
"একটি আশঙ্কা-ছায়া তব দুহিতার
পড়িয়াছে এ হৃদয়ে, কর অপসার!
সম্বরিলে নাগরাজ আপনার পুণ্যলীলা,
করি এই তীর্থে ক্রিয়া অন্ত্যেষ্টি তাহার,
—ছিন্ন সংসারের শেষ বন্ধন আমার!—
চলিলাম নাগপুরে, অনার্য্যের অভ্যুত্থান
নিবারিতে,—কিন্তু লীলা কে বুঝিবে তাঁর?
শুনিলাম সেনাপতি তক্ষক গিয়াছে চলি
লুণ্ঠিতে যাদব-পত্নী, যাদব-ভাণ্ডার,—
কি পাপের অভিনয় দেখিলাম আর!
এ পাপের পরিণাম—জ্বলিবে কি কুরুক্ষেত্র,
আর্য্যের ও অনার্য্যের, ভারতে আবার?
আবার অনার্য্য জাতি হবে, হিংস্র পশু মত,
উৎপীড়িত, বিতাড়িত, বিধ্বংশিত আর?
আবার কি নর-রক্তে যাবে ভাসি ধর্ম্মরাজ্য?
এই প্রেম, এই শান্তি, এই সম্মিলন
আর্য্যের ও অনার্য্যের, হইবে স্বপন?"

স্থিরনেত্রে দ্বৈপায়ন শৈলজার নেত্র পানে

চাহিলেন নির্নিমেষ। শৈলের নয়ন
চাহি শূন্যে লক্ষ্যহীন হইল অচল, স্থির ;
শৈলজা যোগস্থা, শৈল প্রতিমা যেমন !
কহিলেন মহাযোগী—"ভারতের, জগতের,
দেখ মহাভবিষ্যত !—কি দেখিছ বল ?"
উত্তরিল শৈল, স্থিরনেত্র ছল ছল,—
"বড়ই নিষ্ঠুর দৃশ্য ওই দেখিতেছি কাছে !
জ্বলিয়াছে কি দারুণ সমর অনল !
পুড়িতেছে নাগজাতি তক্ষকের মহাপাপে,
পোড়ে যথা যজ্ঞানলে পতঙ্গের দল।
দগ্ধশেষ নাগগণ, কারুর পালিত পুত্র
মহর্ষি আস্তীক-পদে লইল আশ্রয় ;
ঋষি অগ্রে, অপহৃতা যাদবীর পুত্রগণ
করিল কি মহাসন্ধি, অমর অক্ষয় !
নিবি নাগ-যজ্ঞানল, কৃষ্ণ-প্রেমে চারি যুগে
হ'ল আর্য্য অনার্য্যের পূর্ণ সম্মিলন !
যে ধর্ম্মের শুক্ল পক্ষ প্রবেশিল কুরুক্ষেত্রে,
আজি পূর্ণমাসী তার শান্তি-নিকেতন।
শিরে পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ ; ভারত পূর্ণিমালোকে
সহস্র সহস্র বর্ষ যাইছে ভাসিয়া

অনন্ত উন্নতি-পথে, হৃদয়ে অভয় শান্তি,
সম্মিলিত মহারক্ত শিরায় বহিয়া।
আবার সে চন্দ্রালোক ছাইল অধর্ম্ম-মেঘে,
কর্ম্ম,—যাগ যজ্ঞ; ধর্ম্ম,—স্বার্থ নিরমম!
আরবার জীব-রক্তে রঞ্জিত হইল ধরা,
যজ্ঞ-ধূম-সমাচ্ছন্ন ভারত-গগন!
স্বার্থক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অন্তর বিগ্রহানল
জ্বলিল আবার সেই ধূম্রে কি ভীষণ!
ভারতের মহাধর্ম্ম, ভারতের মহাশক্তি,
ভারতের মহারাজ্য হইল স্বপন।
হিমাদ্রির ছায়া-তলে, মানব হিমাদ্রি মত,
মিশ্রিত ক্ষত্রিয় কুলে, পুনঃ ভগবান
আসিলা রাজর্ষি রূপে, ঘোষিলা ভৈরব কণ্ঠে
কি মহান কর্ম্মবাদ! কি ধর্ম্ম নির্ব্বাণ!
নিবিল বিগ্রহানল, নিবিল সে যজ্ঞ-ধূম,
নিবিল সে জীবরক্তপ্রবাহ নির্ম্মম,
মহাকরুণার স্রোতে; বহিল ভারত প্লাবি
সেই করুণার স্রোত পতিতপাবন,
উদ্ধারি পতিত জাতি কত দেশ দেশান্তর,
সৃজি কত মহারাজ্য, উপরাজ্য কত!

মানব লভিল শান্তি সহস্র সহস্র বর্ষ ;
হইল জগত কিবা স্বর্গে পরিণত !
কালে; দূর পর্য্যটনে, স্থানান্তরে রূপান্তর,
হইল যুগল ধর্ম্ম-স্রোত তিরোহিত।
পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ নিমজ্জিত অন্ধকারে
রহিল, রহিল অর্দ্ধ মানব পতিত।
সুদূর সিন্ধুর তীরে আসিলেন আরবার,
নব যদুকুলে, নব যদুস্থানে, হরি
শান্তিরস-অবতার ; উদ্ধারিলা পশুভূমি ;
ঘোর আত্ম-বলিদানে শিলা দ্রব করি।
সেই বলিদান-কাষ্ঠে জ্বলিল কি মহালোক !
দেখাইল পশুগণে দেবত্ব মহান ;
এই করুণার স্রোতে তবু নর-মরুভূমি
ভিজিল না, দ্রবিল না পশুত্ব পাষাণ।
লোহিত সমুদ্র তীরে সেই মহামরুভূমে,
পাণ্ডব প্রস্থান স্থানে, আসিল আবার
সখ্যরস-অবতার, নব ধনঞ্জয় রূপে,
মরুভূমে ভোগবতী করিয়া সঞ্চার।
মহা নব কুরুক্ষেত্র জ্বলিল পৃথিবীব্যাপী,
পশিল সে দাবানল ভারতে পতিত,—

ধর্ম্মহীন, বলহীন, ভারত জীবনহীন,
অন্তর বিগ্রহ-বিষে পুনঃ জর্জ্জরিত।
তখন জাহ্নবী-তীরে, চারু নব বৃন্দাবনে,
আসিলেন গৌরহরি প্রেম-অবতার ;
কি মধুর প্রেমরসে ভাসিছে ভারত ভূমি !
উথলিছে কি মধুর প্রেম-পারাবার !
কালা হইয়াছে গোরা, জীর্ণবাস পীত ধড়া,
হয়েছে মোহন বাঁশী দণ্ড বৈরাগীর।
চন্দন হয়েছে ধূলা, প্রেমে গোরা আত্মহারা,
নয়নে যুগল ধারা প্রেম-জাহ্নবীর।
'হরিবোল ! হরিবোল !'—নাচে গোরা বাহু তুলি,
ধূলায় সোণার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি।
কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়,
প্রেমের ভিখারী প্রেম অজস্র বিতরি।
'হরিবোল ! হরিবোল !'—গাইতেছে নর নারী,
'হরিবোল ! হরিবোল !'—গায় ভাগীরথী ;
'হরিবোল ! হরিবোল !'—গাইতেছে পশু পক্ষী,
'হরিবোল ! হরিবোল !'—গায় জলপতি।
"হরিবোল ! হরিবোল !"—কি আনন্দে শৈলজার
করিল হৃদয় ক্ষুদ্র পূর্ণ উদ্বেলিত !

কি প্রেম নয়ন-ধারা পড়িছে ভদ্রার অঙ্কে!
করিয়াছে ক্ষুদ্র দেহ মাধুরী পূরিত!
"হরিবোল! হরিবোল!"—আবার গাইল শৈল,
"হরিবোল"—গাইলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন;
গাইলেন পার্থ ভদ্রা—"হরিবোল! হরিবোল!"
ধীরে শান্তি-সন্ধ্যা শৈল মুদিল নয়ন।
"মা! মা!"—কাঁদি ধনঞ্জয় মূর্চ্ছিত পড়িলা বুকে;
পড়িতেছিলেন ধীরে ভদ্রা মূরছিত,
কহিলেন দ্বৈপায়ন—"সুভদ্রে! সম্বর শোক!
তব করে ধর্ম্মরাজ্য রয়েছে স্থাপিত।"
সুপ্ত-উত্থিতার মত সুভদ্রা তুলিলা শির,
রহিলা চাহিয়া স্থির শৈল মুখ পানে,—
নিদ্রা যাইতেছে শান্তি আনন্দ-স্বপনে যেন!
দাঁড়াইয়া দ্বৈপায়ন নিমজ্জিত ধ্যানে।

ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিণী ধীরে,
সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনয়,
ডুবিল সিন্ধুর গর্ভে, সিন্ধু স্থির অবিচল,—
যেন নারায়ণ-বক্ষ শান্তির আলয়!

সভস্ম গৈরিকাবৃতা শোভিতেছে সান্ধ্য বেলা,
ধূসরবসনা শান্তিময়ী উদাসিনী
সাষ্টাঙ্গে প্রণতা,—যেন নির্ব্বাণের গীত
শুনিতেছে সিন্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী।
সিন্ধুবক্ষে জলোচ্ছ্বাস, ভক্তির উচ্ছ্বাস মত,
উঠিল, আসিল বেদি মূলে ধীরে ধীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে মৃদু; তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ি
শৈলজার দীর্ঘ কেশ ভাসিতেছে নীরে।
ভক্তির তরঙ্গ মৃদু মূর্চ্ছিত পার্থের পদ
প্রক্ষালিছে, ধীরে পাদপদ্ম মহর্ষির;
প্রক্ষালিছে ভক্তিভরে শৈল বেদি-বিলম্বিত
পবিত্র চরণাম্বুজ সুভদ্রা দেবীর।
বসন্তের শেষ সন্ধ্যা তমসারূপিণী ধীরে
সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনীত,
ঢাকিল প্রভাস-সিন্ধু, প্রভাস সিন্ধুর তীর,
তামস সাগরে বিশ্ব করি নিমজ্জিত।
ধ্যানস্থ আকাশ পানে চাহিয়া মহর্ষি স্থির;
মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন বক্ষে পড়ি শৈলজার;
প্রীতির প্রতিমা স্থির চাহি শান্ত শৈল-মুখ,
চাহিয়া, চাহিয়া, ভদ্রা দেখিলা না আর।

যাও মা মানবী-দেবি! পূর্ণ ব্রত মা! তোমার!
যাও মা করুণাময়ি! পূর্ণ ব্রত মা! আমার!
চতুর্দ্দশ বর্ষ মা গো! এরূপে বসিয়া ধ্যানে,
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে।
পাইয়াছি শোকে শান্তি; পাইয়াছি দুঃখে সুখ।
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র; প্রেমে ভরিয়াছে বুক।
ফলিয়াছে বহু আশা; ফলে নাই বহু আর;
বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার।
গীত শেষ অপরাহ্নে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে!
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে।
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী!
এই তীরে সন্ধ্যা; ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী!

সমাপ্ত